উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 25 May 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

তল্লাশি নিয়ে আদালতে শুভেন্দু-হিরণ

▸▸ সাতের পাতায়

টাকা ঢোকাচ্ছে পদ্ম, সতর্কতা মমতার

▸▸ সাতের পাতায়

মসনদের লড়াই

ষষ্ঠ দফার বাংলা

মোট ভোটার
প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ

মোট প্রার্থী
৭৯ জন

মোট বুথ
১৫,৬০০

স্পর্শকাতর বুথ
২,৬৭৮

মোট বাহিনী
৯১৯ কোম্পানি

রাজ্য পুলিশ
২৯,৪৬৮ জন

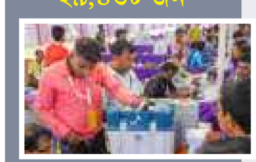

মোট আসন ৫৮

- পশ্চিমবঙ্গ ৮, দিল্লি ৭, হরিয়ানা ১০, উত্তরপ্রদেশ ১৪, বিহার ৮, ঝাড়খণ্ড ৪, ওড়িশা ৬
- ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরিতেও
- মোট প্রার্থী ৮৮৯

নজরে হেভিওয়েট

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (তমলুক)
মানেকা গান্ধি (সুলতানপুর)
কানহাইয়া কুমার (উত্তর-পূর্ব দিল্লি)
দীপক অধিকারী (ঘাটাল)
মেহবুবা মুফতি (অনন্তনাগ-রাজৌরি)
রাজ বব্বর (গুরুগ্রাম)

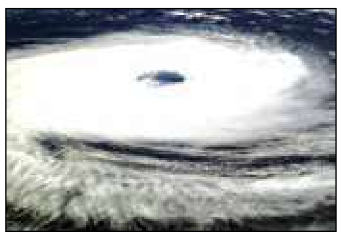

রেমালের মোকাবিলায়

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় রেমালের মোকাবিলায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল নবান্নে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় রবিবার ঘণ্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার গতিবেগে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে। দুই ২৪ পরগনায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

লোকেশের মন্তব্যে বিতর্ক

আইপিএল-এর চেয়ে জাতীয় দল, ভারতীয় ক্রিকেটে একশো গুণ বেশি রাজনীতি হয় বলে মন্তব্য করলেন লোকেশ রাহুল। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিতদের কোচ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল জাস্টিন ল্যাঙ্গারের। রাহুলের পরামর্শে তিনি পিছিয়ে যান।

▸▸ বিস্তারিত পনেরোর পাতায়

টার্গেট মিশন

বহুমুখী চাপে পড়ে মিশনের হাতে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর শুক্রবার মুখ খুলেছেন মিশনের মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হামলা বলে ঘটনাকে অভিহিত করেছেন তিনি। এসবের মাঝেই চর্চা শুরু হয়েছে চাঁদমণি চা বাগানের কাছে মিশনের আরও একটি জমি বেদখল নিয়ে।

‘সবচেয়ে বড় হামলা’

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : তাঁদের উপর হামলায় গোটা দেশে নিন্দার ঝড় বইছে। সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। আপাতত পুলিশি নিরাপত্তাও মিলেছে। কিন্তু এখনও আতঙ্ক কাটেনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের। তাঁরা যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, রাখঢাক না রেখেই শুক্রবার সেকথা জানিয়েছেন মিশনের জলপাইগুড়ি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ। তাঁর কথায়, ‘রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হামলা হয়েছে আমাদের উপর। এমন হামলা হবে কল্পনাও করতে পারিনি। আমরা এখনও নর্মাল নই।’

এই আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যেই এদিন বিকেলে সপার্ষদ সেবক হাউসে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এক টাকার বিনিময়ে মিশনের আধিকারিকদের হাতে সেবক হাউসের মিউটেশন এবং হোল্ডিংয়ের নথিপত্র তুলে দেন তিনি। সেবক হাউস পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। মেয়র জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নথি তৈরি করেছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, ‘কয়েকদিন আগেই মিশনের তরফে মিউটেশনের জন্য আমাদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ছুটির দিনেও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে কাগজপত্র তৈরি করেছি। পুরপ্রধান হিসাবে সেগুলিই মিশনের হাতে তুলে দিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের গর্বের জায়গা। পুরনিগম মিশনের কাজে সবরকমভাবে পাশে থাকবে।’

গৌতম বলছেন ঠিকই, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, জানুয়ারি মাস নাগাদ মিউটেশনের জন্য পুরনিগমে আবেদন করেছিলেন তাঁরা। দু’বার শুনানির পর নানা অজুহাতে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছিল। সূত্রের খবর, হামলার ঘটনার বিষয়টি জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই দ্রুত কাজের নির্দেশ দেন। তবে শহরের মধ্যে এতবড় ঘটনার পর কেন সেবক হাউসে পৌঁছোতে মেয়রের ছয়দিন সময় লাগল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের কথা, ‘শহরে মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে। সব জেনেও জেগে ঘুমোচ্ছেন মেয়র। দেশের সামনে মুখ পুড়েছে শিলিগুড়ির। এখন বিপাকে পড়ে লজ্জা ঢাকতে মেয়র সেবক হাউসে গিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনকেও যেভাবে মিউটেশনের জন্য ঘোরানো হয়েছে তা থেকেই পুর পরিষেবার হাল বোঝা যায়।

এরপর বারোর পাতায়

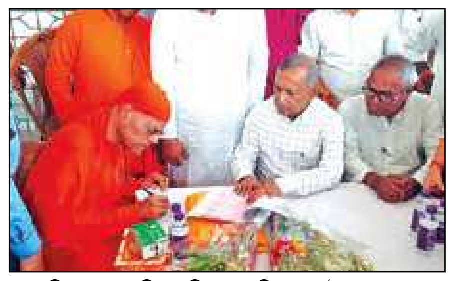

মিশনকে জমির নথি তুলে দিচ্ছেন গৌতম দেব।

আরও ২০ বিঘা বেদখল

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : জমি ছিল প্রায় ৩০ বিঘা। কমতে কমতে এখন তা এসে ঠেকেছে ২০ বিঘায়। তাও দখল হয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের চেষ্টা এবং সন্ন্যাসীদের ওপর হামলার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে হইহই পড়েছে। এমন আবহে উঠে আসছে মিশনেরই আরেকটি জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা। বহুবার প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলেও জমি দখলমুক্ত করতে কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ উঠেছে। গতবছর দার্জিলিংয়ের তৎকালীন জেলা শাসক এস পন্নমবলম ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বটে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারপর আর কিছু হয়নি। বর্তমান জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে এদিন টেলিফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

জমিটি রয়েছে দার্জিলিং মোড়ের কাছে চাঁদমণি চা বাগানের ঠিক পাশেই। ১৯৭৬ সালে সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃপক্ষকে জমিটি দান করেছিলেন স্বর্গীয় বিনয়কুমার দত্ত। ২০২২ সালে সাহুডাঙ্গির আশ্রমটি বেলুড় মঠের অধীনে যাওয়ার পর পুরোনো জমির দলিল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ৩০ বিঘার মধ্যে খানিকটা নদীভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি রাস্তা তৈরির জন্যও কিছুটা জমি নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন রয়েছে ২০ বিঘা। সমস্যা হল, ওই জমি দখল করে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন অনেকেই। শুধু ঘরবাড়ি বানানোই নয়, স্থানীয় একটি চক্রের মদতে জমির কাগজপত্রও বানিয়ে ফেলেছেন অনেকে। ফলে আসল জমির দলিল থাকা সত্ত্বেও নিরুপায় মিশন কর্তৃপক্ষ।

সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ বলছেন, ‘জমিটা আশ্রমের নামেই রয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

প্রশাসন নীরব

- চাঁদমণি চা বাগানের কাছে ৩০ বিঘা জমি মিশনকে দান করেছিলেন এক ব্যক্তি
- বেঁচেবর্তে থাকা ২০ বিঘা জমি দখল হয়ে গিয়েছে
- সেখানে বাড়িঘর তৈরি করে নিয়েছে অনেকে
- আসল দলিল থাকলেও জমিটি কাজে আসছে না মিশনের
- অদ্ভুতভাবে প্রশাসন নীরব

সাদা চোখে সাদা কথায়

ধারণার ছকে তলিয়ে যায় জনতার রায়, হাহাকার

গৌতম সরকার

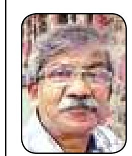

রাম থেকে ভোট বামে ফিরছে। কী আনন্দ! বামের যত না, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আনন্দ তৃণমূলের। আহা! পদ্মে ছাপ কমবে। তাই রে নাই রে না! ভোটটা যখন বাম থেকে রামে গিয়েছিল, তখন হাহাকার বেশি ছিল তৃণমূলেরই। হায় হায় কী হচ্ছে! বিজেপির ভোট বেড়ে যাচ্ছে। সেই ভোট রাম থেকে বামে ফিরবে কি না, পরের কথা।

আপাতত একটা ধারণা তো তৈরি করা দেওয়া যায়। যাতে বিজেপি চাপে থাকে, সিপিএম খানিক উল্লসিত হয়। সেই ফাঁকে ভোটারদের বিশ্বাস করানো যায়, বিজেপির অচ্ছে দিন শেষ হল বলে। ধারণা সৃষ্টি এখন ভোটের কৌশল। জনমতের কথা সংবিধানের ভারী বইয়ে লেখা থাকুক শুধু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘ইন্ডিয়া’ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তৃণমূল বাইরে থেকে সমর্থন করবে। সঙ্গে সঙ্গে হইচই। বিরোধীরা চাপে। বিজেপির লম্ফঝম্প, আহা, কী আনন্দ। বিরোধী জোট ভেঙে ছত্রখান হল বলে।

আচমকা ভোট বাজারে কেন এমন কথা বলতে গেলেন মমতা, তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। কিন্তু ভাইপোকে বাঁচাতে সেটিংয়ের পথ খোলা রাখার ধারণাটা তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করতে ক্ষতি কী মমতা বিরোধীদের! ধারণার খেলা হবে! বিজেপির অন্যতম সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র ওড়িশায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন, জগন্নাথ দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভক্ত। হ্যাঁ, মুখ ফসকেই বলেছেন। তাতে কী! প্রবল হইচই।

ভগবানকেও বিজেপির মোদির গুণমুগ্ধ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। ধারণাটা ছড়িয়ে দেওয়া গেল তো। কী আনন্দ! ধর্মপ্রাণ মানুষের আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়া গেল। ভোটের বাজারে এই সুড়সুড়ির অনেক মূল্য। ছোটবেলায় কেউ শরীরে সুড়সুড়ি দিলে হেসেই মরে যেতাম আমরা। অস্বস্তিও প্রবল হত। ধারণার সুড়সুড়ি তেমনই। অস্বস্তি বাড়িয়ে দাও। চাপে রাখো।

এরপর বারোর পাতায়

আজ বাংলার নজর অভিজিৎ, দেবের কেন্দ্রে

কলকাতা, ২৪ মে : ষষ্ঠ দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে করাই চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের কাছে। ঘূর্ণিঝড় ‘রেমাল’-এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকাটা কমিশনের কাজ কঠিন করে তুলেছে। শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, বিরূপ আবহাওয়ার মোকাবিলা করে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন করাই আজ লক্ষ্য নির্বাচন কর্তৃপক্ষের।

শনিবার রাজ্যের নজর থাকবে যে যে লোকসভা কেন্দ্রে, সেগুলির অন্যতম পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক। বিচারপতির পদে ইস্তফা দিয়ে যেখানে বিজেপি প্রার্থী হয়ে লড়ছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিপক্ষ তৃণমূলের তরুণ তুর্কি দেবাংশু ভট্টাচার্য। তমলুকে সিপিএমের প্রার্থী আছেন বটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে মূল লড়াই অভিজিৎ ও দেবাংশুর। তবে আসলে অধিকারী পরিবারের সম্মান রক্ষার লড়াই। তমলুকের বিদায়ি সাংসদ দিব্যেন্দু সেই পরিবারের সন্তান।

অধিকারীদের প্রেস্টিজ ফাইট

পূর্ব মেদিনীপুরের আরেক কেন্দ্র কাঁথিতেও অধিকারীদের প্রেস্টিজ ফাইট। এই কেন্দ্রের বিদায়ি সাংসদ অধিকারী পরিবারের প্রধান কর্তা শিশির অধিকারী। যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছাড়েননি কখনও। কাঁথিতে এবার পদ্মের প্রতীকে লড়ছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৌমেন্দু অধিকারী। শিশির ও শুভেন্দু তাই জান লড়িয়ে চলেছেন এই দুই কেন্দ্রে। শুভেন্দু অবশ্য পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও মেদিনীপুরও নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দেওয়ার অঙ্গীকার করে রেখেছেন প্রকাশ্যে।

ঘাটালে অভিনেতা দেবের বিপরীতে ও বিজেপির প্রার্থী হিরণ আসলে শুভেন্দু মনোনীত। হিরণ আবার দেবের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত। ভোটপর্বে এই দুই অভিনেতার বাগযুদ্ধ গোটা বাংলার নজর কেড়েছে। পাশের কেন্দ্র মেদিনীপুরে আবার অভিনেত্রী জুন মালিয়া বনাম ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পলের লড়াইয়ের কারণে আজ আগ্রহ থাকবে বঙ্গবাসীর। তেমনই প্রাক্তন দম্পতি সৌমিত্র খাঁ ও সুজাতা মণ্ডল দুই শিবিরের প্রার্থী বলে আকর্ষণের কেন্দ্রে আছে বিষ্ণুপুরও।

গত লোকসভা নির্বাচনে সুজাতাই সৌমিত্রকে জেতানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী। পুরুলিয়া কেন্দ্রের বিদায়ি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো আবার পদ্ম প্রার্থী। কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নিতে তৃণমূলের বাজি মৃগাঙ্ক মাহাতো। তবে কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল মাহাতোর লড়াই অনেক অঙ্ক বদলে দিতে পারে। সে কারণে পুরুলিয়া কেন্দ্রটি নিয়ে জনমনে কৌতূহলের শেষ নেই।

বাঁকুড়া কেন্দ্রে আবার লড়ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। তাঁকে হারাতে তৃণমূল প্রার্থী করেছে শম্পা দরিপাকে। সিপিএম প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক অমিয় পাত্র।

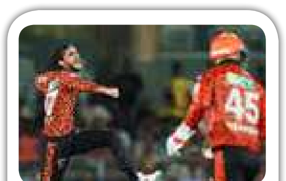

ফাইনালে হায়দরাবাদ

চেন্নাইয়ে ফাইনালে কেকেআরের মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। শুক্রবার চিদম্বরম স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে সানরাইজার্স ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান করেছে। পালটা ব্যাট করতে নেমে রাজস্থান ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৯ রানে আটকে যায়।

সরছে একাধিক স্ট্যান্ড

যাত্রী দুর্ভোগের শঙ্কা বাড়ছে এনজেপি স্টেশনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : উন্নয়নের গেড়োয় দুর্ভোগ।

বিশ্বমানের স্টেশন গড়ে তোলার কাজ চলছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বা এনজেপিতে। সেইজন্য সরানো হচ্ছে ট্যাক্সি সহ বিভিন্ন গাড়ির স্ট্যান্ড। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হতে পারে যাত্রীদের।

স্টেশন চত্বরের সামনে থাকা গাড়ির স্ট্যান্ডটি কিছুটা দূরের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাঠে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। গাড়ির পাশাপাশি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে টোটোস্ট্যান্ড। আর তা নিয়েই দুর্ভোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ যাত্রার পর প্ল্যাটফর্মে নেমে লটবহর নিয়ে এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব, প্রশ্ন উঠছে। যদিও সমস্যাটিকে সাময়িক হিসেবে দেখছেন রেলকর্তারা।

একটু বৃষ্টি হলেই এনজেপির প্রবেশপথে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায়। নিকাশিনালার ব্যবস্থা না থাকায় জলকাদা পায়ে মেখেই গাড়ি বা টোটোর জন্য অনেকটা পথ চলতে হয় যাত্রীদের। মূলত যাঁরা এনজেপিতে নেমে শহর শিলিগুড়ি বা অন্য গন্তব্যের জন্য গাড়ি বা টোটোয় সওয়ারি হতে চান, তাঁদের। কেননা, ট্রেন ধরার জন্য এনজেপি স্টেশনে গাড়ি বা টোটো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিললেও, ট্রেন থেকে নামার পর ছাড় মেলে না এই ক্ষেত্রে। কোনও ধরনের গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে দেয় না আরপিএফ। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন পার্কিংয়ের জায়গা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরও অনেকটা।

আইআরএলডিএ’র মাঠ থেকে এনজেপি স্টেশনে যাওয়ার জন্য দুটি রাস্তা তৈরি করতে ছয়টি হোটেল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তার মধ্যে গাড়ির স্ট্যান্ড সরিয়ে দেওয়া অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। এনজেপি স্টেশন চত্বর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব পাল বলছেন, ‘একেই ঘুরপথ, তার মধ্যে জলকাদা, বৃষ্টির সময় চরম দুর্ভোগে পড়তে হবে যাত্রীদের। আমরাও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছি।’

আইআরএলডিএ’র মাঠে সমস্ত গাড়ির জায়গা হবে না বলে দাবি করেছে জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়নের (এনজেপি ইউনিট) সভাপতি উদয় সাহা। তাঁর বক্তব্য, ‘যে জায়গা দেওয়া হচ্ছে, তাতে সমস্ত গাড়ি দাঁড়াতে পারবে না। জায়গা না পেয়ে কিছু গাড়ি দাঁড় করাতে হবে রাস্তায়, যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে।’ স্ট্যান্ড সরিয়ে দেওয়ায় যাত্রীরা চরম সমস্যায় পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন তিনিও।

বর্তমানে যেখানে বিভিন্ন গাড়ির স্ট্যান্ড রয়েছে, সেখানে নতুন ভবন ছাড়াও অত্যাধুনিক পার্কিং স্লট তৈরি করা হবে। যার জন্য সমস্ত এলাকাটি ঘিরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পার্কিংয়ের জন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। ছবি : সূত্রধর

পুড়ছে উত্তর, ঘূর্ণিঝড়ে আশা বৃষ্টির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : সাতসকালে ঘুম ভাঙাল সূর্যের তেজ। একটু হাওয়ার জন্য রাতে যাঁরা জানলা খুলে রেখে শুয়েছিলেন, শুক্রবার সেই জানলা দিয়েই সূর্যের তেজ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। তাই প্রাতর্ভ্রমণে যাঁদের অভ্যাস নেই, তাঁরাও এদিন সকাল হতে না হতেই লাল চোখে ভিড় জমালেন বিভিন্ন মাঠের ধারে থাকা গাছের তলায়। ঘুম চোখে শরীরটাকে একটু ঠান্ডা করে ফিরলেন ঘরে। কিন্তু ঘরে থাকার কি আর জো আছে!

কোচবিহার থেকে কালিয়াচক, এদিন প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করেছে উত্তরের প্রতিটি জনপদ। বেলা বাড়তেই অধিকাংশ শহর খাঁখাঁ করেছে। যেন জনমানবহীন ছিল শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি। উত্তরের প্রতিটি জেলাই যে এদিন তাপমাত্রার নিরিখে রেকর্ড গড়েছে, তা স্পষ্ট আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যে। মৌসম ভবনের বুলেটিন অনুসারে, শিলিগুড়িতে অতীতে মে মাসে কখনোই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্পর্শ করেনি। জলপাইগুড়িও চলতি শতাব্দীতে (৩৯.৪) নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক দশকে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়েছে কোচবিহার (৩৯.৪)। গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্র আবার যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে এদিন কোচবিহারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৭। আলিপুরদুয়ারও এদিন চড়া রোদে খাঁখাঁ করেছে। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯ ডিগ্রি।

দহনজ্বালায় পুড়েছে দার্জিলিংও। সেখানে পারদ ছুঁয়েছে ২৫.৪ ডিগ্রি। প্রতিটি জায়গাতেই অনুভূতি ছিল ৫-৬ ডিগ্রি বেশি। এমন পরিস্থিতিতে এদিন বিকেলে আবার স্থানীয় স্তরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির জন্য বৃষ্টি হয়েছে চাকুলিয়ায়। বাকি এলাকার চাওয়া, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’। সেই বার্তা অবশ্য শুক্রবার পাওয়া গিয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।

এদিকে, রেমাল নিয়ে দিনভর চর্চা চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। ঘূর্ণিঝড়টির উপকূলে আছড়ে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। তবে রেমালের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও পড়তে চলেছে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে প্রবল বর্ষণ হতে পারে বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলিতে।

এরপর বারোর পাতায়

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় সাফল্য

রেশমকীটে খোঁজ মিলল ব্যাকটিরিয়ার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ মে : রেশমকীটের রোগ দ্রুত শনাক্ত করার জন্য একটি 'র‌্যাপিড ডিটেকশন কিট' তৈরি করছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের একদল গবেষক। সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিতকুমার মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে চলছিল ওই গবেষণা। গবেষণা চলাকালীন রেশমকীটের হিমোলিম্ফ থেকে দুটি নতুন ড্রাগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন (মালটিপল ড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট) ব্যাকটিরিয়ার স্ট্রেন শনাক্ত করেছেন তাঁরা। স্ট্রেন দুটি সিউডোমোনাস ও স্ট্রেনোট্রফোমোনাস জেনাসের অন্তর্ভুক্ত।

ঠিক কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটিরিয়ার এই স্ট্রেন দুটি? বলা যায়, দিনের পর দিন রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়ার উপর সেই ওষুধগুলির প্রভাব কমতে শুরু করে। ঠিক সেই মুহূর্তে যদি এমন কিছু ব্যাকটিরিয়া রেশমকীটের মাধ্যমে আমাদের দেহে ছড়াতে আরম্ভ করে তবে আরেক মহামারি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মালদা সহ গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং মুর্শিদাবাদে বহু মানুষ সরাসরি রেশম চাষে যুক্ত। এই ধরনের ব্যাকটিরিয়ায় তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রেশম চাষে ক্ষতি এড়াতে বিভিন্ন সংস্থা অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলেই ব্যাকটিরিয়াগুলি এমন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে বলে অনুমান গবেষকদের। এই গবেষণাটি সম্প্রতি খ্যাতনামা পত্রিকা 'ডাটা ইন ব্রিফ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। এটি এলসভিয়ার তরফে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

অমিতবাবু বলেন, 'আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল রেশমকীটের রোগ দ্রুত শনাক্ত করার জন্য কিট তৈরি করা। আমলা প্রথমে রেশমকীটের হিমোলিম্ফে ঠিক কোন ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া বাসা বেঁধে রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করি। সেই গবেষণায় আমরা দুটি এমডিআর স্ট্রেন খুঁজে পাই।'

তিনি আরও বলেন, 'সম্ভবত রেশমকীট পালনের সময় অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলেই এই ধরনের ব্যাকটিরিয়ার প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে আগামীতে বিপদ আসতে বাধ্য।'

রেশমকীটের জিনগত গঠনের সঙ্গে মানব শরীরের জিনগত কাঠামোর সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়ার কাছে রেশমকীট থেকে মানবদেহে সংক্রমণ ঘটানোর একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই অমিতবাবুর মতে, এই ধরনের গবেষণা মানবস্বার্থে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দলের আরেক গবেষক ঋত্বিক মণ্ডল বলেন, 'আমাদের শনাক্ত করা দুটি স্ট্রেন ১৫টির বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। বর্তমানে স্ট্রেন দুটি পুনের আগারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত রয়েছে।'

এই বিপদের প্রতিকার কী? অমিতবাবুর মতে, বিভিন্ন ন্যানো পার্টিকালস ব্যবহার করে রেশমকীটগুলিকে রোগ প্রতিরোধে সক্ষম করা যাবে। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারও কমানো যাবে। এনিয়ে গবেষণা চলছে।

> আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল রেশমকীটের রোগ দ্রুত শনাক্ত করার জন্য কিট তৈরি করা। আমরা প্রথমে রেশমকীটের হিমোলিম্ফে ঠিক কোন ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া বাসা বেঁধে রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করি। সেই গবেষণায় আমরা দুটি এমডিআর স্ট্রেন খুঁজে পাই।

অমিতকুমার মণ্ডল *গ্রুপ লিডার। কেমিক্যাল বায়োলজি ল্যাবরেটরি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়*

> আমাদের শনাক্ত করা দুটি স্ট্রেন ১৫টির বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। বর্তমানে স্ট্রেন দুটি পুনের আগারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত রয়েছে।

ঋত্বিক মণ্ডল *সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়*

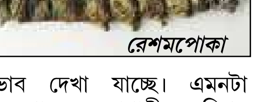

রেশমপোকা

সুব্রতরাজের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন। ধলপলে। শুক্রবার।

কার্টনের ঘরের বাসিন্দা ২ পড়ুয়ার পাশে স্বেচ্ছাসেবীরা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৪ মে : খবরের জেরে দুই পড়ুয়া সাহায্য পেল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুঃস্থ দুই পড়ুয়ার পাশে দাঁড়াল। গত বুধবার 'মাছের কার্টন কেটে তৈরি ঘরে বসবাস দুই পড়ুয়ার' শিরোনামে উত্তরবঙ্গ সংবাদে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এরপরেই তিতাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন ওই পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ান। চাল, ডাল, তেল, সয়াবিন, মুড়ি ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার পর খুব শীঘ্রই তাদের ঘরের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কৃষ্ণ বলেন, 'বর্তমান যুগেও এমন দৃশ্য ভাবা যায় না। রাস্তার ধারে গাছের তলায় মাছের কার্টনের তৈরি ঘরে দুই পড়ুয়া সপরিবার দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর জীবনযাপন করছে। যে কোনও সময় গাছ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।' তিনি পরিবারের পাশে থাকার পাশাপাশি অবিলম্বে তাঁদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিবারের সদস্য, এবছর উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ সুব্রতরাজ বর্মন বলে, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে আমাদের এই পরিস্থিতির কথা প্রকাশিত হতেই এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে মেখলিগঞ্জের ২ কন্যা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৪ মে : জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। এই খেলায় মেয়েদের ৮টি দল রয়েছে। মেয়েদের খেলাগুলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড ক্যাম্পাসে হবে। ইতিমধ্যেই প্লেয়ার অকশনের মাধ্যমে এই লিগে জায়গা করে নিয়েছে মেখলিগঞ্জের দুই মেয়ে সঞ্চিতা অধিকারী ও মল্লিকা রায়। হারবার ডায়মন্ডস দলের তরফে খেলার সুযোগ পেয়েছে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্চিতা অধিকারী। সঞ্চিতা অলরাউন্ডার। অন্যদিকে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে মল্লিকা। মল্লিকা মূলত স্পিন বোলার। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উল্লসিত মেখলিগঞ্জের ক্রীড়ামহল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই কোচবিহারের শুভম সরকার ও মহাদেব দত্ত ছেলেদের ক্রিকেটে সুযোগ মেয়েছে। সঞ্চিতা ও মল্লিকাকে দেখে জেলার মহিলা ক্রিকেটাররা অনুপ্রাণিত হবে।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পের মাধ্যমেই ক্রিকেট জগতে পা রাখে সঞ্চিতা ও মল্লিকা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সঞ্চিতা। সঞ্চিতা বরাবরই ক্রিকেট ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসাই ২০১৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে অভাব-অনটনকে হারিয়ে তাকে সুযোগ করে দিয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ দলে।

মল্লিকা রায় ও সঞ্চিতা অধিকারী

এরপর ২০২২-'২৩-এর টি২০ টুর্নামেন্টের সিনিয়ার মহিলাদের সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের তালিকাতে মোট ৪২ জন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকাতেও জায়গা করে নিয়েছিল সঞ্চিতা। মেখলিগঞ্জের মল্লিকার বাবা পুলিশে কর্মরত। মল্লিকার বয়স যখন ১৬ তখন মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পে কোচ শৈব করের কাছে ক্রিকেট শেখার সূত্রপাত। এরপর ওঁর বাবা চাকরি সূত্রে বদলি হওয়ার ফলে তিনি জলপাইগুড়ি চলে যান। এখন তিনি কলকাতায় বিডব্লিউসিসিতে প্র্যাকটিস করেন।

মল্লিকা রাজস্থান ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-২৩-এ রাজ্যের হয়ে খেলেছেন। সঞ্চিতা বলে, 'নিজের পুরোটা দিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করব।' মল্লিকার কথায়, 'এরপর মেয়েদের আইপিএল খেলব ইচ্ছে রয়েছে।'

মল্লিকার মা প্রতিমা বলেন, 'মেয়ে বেঙ্গল প্রো টি২০-তে সুযোগ পাওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি।' আর সঞ্চিতার মা মণিকার কথায়, 'মেয়ে ভালো খেলা প্রদর্শন করে পরিবার সহ গোটা মেখলিগঞ্জের নাম উজ্জ্বল করবে এই আশা করি।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পুলক পাল বলেন, 'সঞ্চিতা ও মল্লিকার ক্রিকেট শেখার সূত্রপাত মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার হাত ধরেই। পরে ওরা জেলা ও রাজ্যে খেলেছে। ওদের দেখে মেখলিগঞ্জের মেয়েরা খেলাধুলোর প্রতি অনুপ্রাণিত হবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে হঠাৎ উদ্বেগ। প্রেমে শুভ। বৃষ : অধিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। অকারণে কাউকে উপদেশ নয়। মিথুন : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হবে আজ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা মনের বিষণ্ণতা কাটাবে। কর্কট : অযথা কাউকে কটু কথা বলে শেষে পরিতাপ। সম্পত্তি নিয়ে হঠাৎ সমস্যার উদয়। সিংহ : বকেযা টাকা আদায় হবে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কন্যা : হারানো মূল্যবান দ্রব্য হাতে পেয়ে স্বস্তিলাভ। কেউ আপনাকে ঠকাতে পারে। তুলা : হঠাৎ আজ গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তায় প্রযোজনীয় কাজ নষ্ট হবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। ধনু : মায়ে পরামর্শে সংকটমুক্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মকর : প্রেমে চলবে মান-অভিমান। আজ কঠোর পরিশ্রমে সারাদিন কাটবে। কুম্ভ : পুরোনো প্রিয় বন্ধুর খোঁজ পেয়ে খুশি হবেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মীন : দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক স্বস্তি মিলবে। অপত্য স্নেহে অর্থ ব্যয়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, ভাঃ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে, ২০২৪, ১১ জেঠ, সংবৎ ২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৬ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শনিবার, দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৬।৪২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১০।৩৮। সিদ্ধযোগ দিবা ১০।২৯। তৈতিলকরণ দিবা ৬।৫১ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।৪২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১০।৩৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ,সন্ধ্যা ৬।৪২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৪২ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২। ৫৩ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৩।৬ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিবাহ – রাত্রি ৯।৪৭ গতে ১।৮ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতায়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৮ গতে ৬।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১। ২২ মধ্যে ও ২। ৪৮ গতে ৪। ৫৬ মধ্যে।

কর্মখালি

Walk in Interview, For all types of Loan in North Bengal, Post-Sales Officer, Edu-Graduate, Salary-As per Consult, Age Limit-23-34, Interview date :26/05/2024, Place- Coochbehar, Call : 9932375601 For Details. (C/110926)

Vacancy

North Bengal Teachers Training College (B.Ed & D.El.Ed) at Bikour, P.O. Domohana, Dist. U. Dinajpur-733215 wants faculty in D.El.Ed. Department for vacancy of H.O.D., Sub of Edcn, Beng. Eng. and Maths. Cont : 9831003158 / 9775481898, Email: nbttc2013@gmail.com / secretary.nbttc@gmail.com (C/110929)

ভর্তি
D.El.Ed ভর্তি ঃ জলপাইগুড়ি

NCTE স্বীকৃত WBBPE অনুমোদিত জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ 'Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2024-2026 শিক্ষাবর্ষে D.El. Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ : 9832632235/ 9735773689. (C/33059)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গির কাছে পাথালুপাড়ায় ১৪ ফিট রাস্তার উপরে খতিয়ান জমি বিক্রয় প্রতি কাঠা ৩,৪৯০০০ হাজার। প্লট সীমিত। 9749303676, 8250066241 (C/113192)

•

শিবমন্দির রবীন্দ্র সরণি হেলথ সেন্টারের সামনে চার (৪) কাঠা জমির উপরে দ্বিতল এবং টিনের বাড়ি সহ জমি বিক্রয় আছে। 9832534866 (সরাসরি মালিক). (K/D/R)

ভাড়াবাড়ি

উত্তরবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা। নির্ঝঞ্ঝাট। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি, রবীন্দ্রনগর, ডাবগ্রাম এলাকায় 1BHK ফ্ল্যাট/বাড়ি ভাড়ায় নিতে চাই। বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ফোন করতে পারেন- 9678072087 নম্বরে।

অ্যাফিডেভিট

আমি মনোদ্বীপ বণিক, পিতা-ঁবাবুলাল বণিক, দেবীনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবুল বণিক নামে পরিচিত হল। অ্যাফিডেভিট নং 139, তাং 17.5.2024, বাবুলাল বণিক ও বাবুল বণিক একই ব্যক্তি। (S/C)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ডিওয়াই.সিএমএম/পাণ্ডু (নিলাম পরিচালনা আধিকারিক হিসেবে) অধিক্ষেত্রের অধীনে জুন/২০২৪-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	জুন/২০২৪	জিএসডিপিএন৩২২এন২৩০৭৯	১৩-০৬-২০২৪/১০:৩০
২	জুন/২০২৪	জিএসডিপিএন৩২২এন২৩০৮০	২৬-০৬-২০২৪/১০:৩০

ই-অকশনে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভাগলপুর – সাহেবগঞ্জ শাখায় ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক-এর জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কিমি ২৯৪/১-২-তে অতিরিক্ত পথ নির্মাণের সুবিধার্থে দুটি ২০.৪ মি. দীর্ঘ সার্ভিস গার্ডার স্থাপন ও অপসারণ করতে, মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর - সাহেবগঞ্জ শাখায় কৈলাখ মামালখা ও সাবৌর স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে নিম্নরূপ **ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক**-এর প্রয়োজন হবে ঃ (১) ২৭.০৫.২০২৪ (সোমবার) **৩ ঘণ্টার জন্য** (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত), (২) ২৮.০৫.২০২৪ (মঙ্গলবার) **৪ ঘণ্টার জন্য** (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত), (৩) ০১.০৬.২০২৪ (শনিবার) **৪ ঘণ্টার জন্য** (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত) ও (৪) ০২.০৬.২০২৪ (রবিবার) **৩ ঘণ্টার জন্য** (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত)। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

● **বাতিল ঃ** ০৩০৩৭/০৩০৩৮ সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর-সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫, ২৮.০৫, ০১.০৬ ও ০২.০৬.২০২৪) বাতিল থাকবে।
● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ** ১৩২৩৬/১৩২৩৫ দানাপুর-সাহেবগঞ্জ-দানাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫, ২৮.০৫ ও ০১.০৬.২০২৪) ভাগলপুর স্টেশন-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে/থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।
● **পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) ১৪০০৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৫ ও ০১.০৬.২০২৪) মালদা টাউন থেকে ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ০৩৪১৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লি স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৬.২০২৪) মালদা টাউন থেকে ০২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) ব্লকের আগে শেষ ট্রেন ঃ -১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল এক্সপ্রেস আপ লাইনে এবং ০৫৪১৬ জামালপুর-সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ডাউন লাইনে। (২) ব্লকের পর প্রথম ট্রেন ঃ- ০৫৪১৫ জামালপুর-সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার আপ লাইনে এবং ০৫৪০৮ জামালপুর - রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ডাউন লাইনে। (৩) কোনও মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বা টিওডি স্পেশাল, দেরিতে চলাচল করলে, ব্লকের সময় নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস

ভিএন পুরভ মার্গ, দেওনার, মুম্বই-৪০০০৮৮
(ইউজিসি অ্যাক্ট ১৯৫৬-এর ধারা ৩-এর অধীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২৫-এর জন্য টিস প্রবেশিকা বিজ্ঞপ্তি

টিস একটি বহুপক্ষীয় ক্যাম্পাস, নেটওয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক তহবিলের সংস্থানযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত। টিস সিইউইটি (পিজি) ভিত্তিক স্কোরস-এতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নিম্নোক্ত পূর্ণ সময়ের জন্য (নিয়মিত) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কর্মসূচি ঘোষণা করছে। সিইউইটি পিজি ২০২৪-এর জন্য রেজিস্টার্ডভুক্ত প্রার্থীরা টিস কর্মসূচির জন্য সিইউইটি পোর্টালের জন্য অতি অবশ্যই পৃথকভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে টিস প্রবেশিকা পোর্টালের জন্যও। দরখাস্ত দাখিলের/অনুমোদনযুক্ত সংশোধনের জন্য শেষ তারিখ জুন ৩, ২০২৪ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। যোগ্যতা, প্রবেশিকা পদ্ধতি, অনলাইন দরখাস্তের ফর্ম এবং আলোচ্য সময় পর্যন্ত/সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে https://admissions.tiss.edu-এতে আসুন। প্রার্থীরা যারা আগে টিস চয়ন করেননি কিন্তু যাদের সিইউইটি (পিজি)-২০২৪ স্কোরস আছে, তাদের পেপার কোড এবং টিস ওয়েবসাইটে উল্লেখিত যোগ্যতার প্রয়োজন অনুযায়ী দরখাস্ত করতে পারেন।

মুম্বই ক্যাম্পাস
এমএ সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন
- চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলিস
- কমিউনিটি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিস
- ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড জাস্টিস
- দলিত অ্যান্ড ট্রাইবাল স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যাকশন
- ডিসঅ্যাবিলিটি স্টাডিস অ্যান্ড অ্যাকশন
- লাইভলিহুডস অ্যান্ড সোশ্যাল অন্ত্রপ্রিউনারশিপ
- মেন্টাল হেল্থ
- পাবলিক হেল্থ
- উইমেন সেন্টার্ড প্র্যাকটিস

এমএ এন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লেবার রিলেশনস
এমএ ইন লেবার স্টাডিজ অ্যান্ড প্র্যাকটিস
এমএ ইন সোশ্যাল অন্ত্রপ্রিউনারশিপ
এমএ/এমএসসি ইন অ্যানালিটিক্স (স্বসংগতি)
এমএ ইন অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট, চেঞ্জ অ্যান্ড লিডারশিপ (স্বসংগতিসম্পন্ন)
মাস্টার অফ হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমএইচএ)
মাস্টার অফ পাবলিক হেল্থ (হেল্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
মাস্টার অফ পাবলিক হেল্থ (হেল্থ পলিসি, ইকনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্স)
মাস্টার অফ পাবলিক হেল্থ (সোশ্যাল এপিডেমিয়োলজি)
এমএ ইন এডুকেশন (এলিমেন্টারি) (ব্লেন্ডেড মোড)
এমএ ইন এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলসি-এক বছর (স্বসংগতিসম্পন্ন)
বিএড-এমএড (থ্রি ইয়ার উইথ মাল্টিপেল এন্ট্রি একজিট অপশন)
এমএড (টু ইয়ার্স বাই ল্যাটারাল এন্ট্রি টু বিএড-এমএড)
এমএ ইন এডুকেশন
মাস্টার অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (এমএলআইএস)
এমএ ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
এমএ ইন উইমেন স্টাডিজ
এমএ/এমএসসি ইন এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি স্টাডিজ
এমএ/এমএসসি ইন রেগুলেটরি পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স
এমএ/এমএসসি ইন ওয়াটার পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স
এমএ ইন অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি (ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং প্র্যাকটিস)
মাস্টার অফ লজ (অ্যাকসেস টু জাস্টিস)-**এক বছর**
এমএ ইন মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ
এমএ/এমএসসি ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
মাস্টার ইন ডিজাস্টার ইনফোমেটিকস অ্যান্ড জিওস্পেসিয়াল টেকনোলজিস-এক বছর (স্ব-অর্থ)
এমএ/এমএসসি ইন ডিজাস্টার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফর সাসটেইনেবিলিটি-এক বছর (স্ব-অর্থ)

তুলজাপুর অফ ক্যাম্পাস
এমএ/এমএসসি ইন ডেভেলপমেন্ট পলিসি, প্ল্যানিং অ্যান্ড প্র্যাকটিস
এমএ/এমএসসি ইন সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স গভর্ন্যান্স
এমএ ইন সোশ্যাল ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ
এমএ সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন (রুরাল ডেভেলপমেন্ট)

গুয়াহাটি অফ ক্যাম্পাস
এমএ ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক (কমিউনিটি অরগানাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিস)
এমএ ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক (কাউন্সেলিং)
এমএ ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক (লাইভলিহুডস অ্যান্ড সোশ্যাল এন্ট্রাপ্রেনারশিপ)
এমএ ইন ইকোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট
এমএ ইন সোশিওলজি অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপলজি

হায়দরাবাদ অফ ক্যাম্পাস
এমএ ইন এডুকেশন
এমএ ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স
এমএ ইন ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যান্ড গভর্ন্যান্স
এমএ ইন সিটিস অ্যান্ড গভার্নেনস (স্ব-অর্থ)
এমএ ইন লাইভলিহুডস (জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)
এমএ ইন লাইভলিহুডস (রুরাল ডেভেলপমেন্ট)
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স-এক বছর (স্ব-অর্থ)
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সিটিস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (স্ব-অর্থ)-**এক বছর**
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যান্ড গভর্ন্যান্স-এক বছর (স্ব-অর্থ)

CBC-21323/12/0003/2425
রেজিস্ট্রার

আজ টিভিতে

নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে জাগৃতি-অনিরুদ্ধ, পাশে এসে দাঁড়ালেন কনস্টেবল মঞ্জু। **দ্বিতীয় বসন্ত এবং কনস্টেবল মঞ্জু'র ১ ঘণ্টার মহাসঙ্গম পর্ব- সান বাংলায়** রাত ৮টা থেকে।

কী হতে চলেছে রোশনাই এবং আরণ্যকের সম্পর্কের সমীকরণ? **রোশনাই** রাত ৮.৩০টায় **স্টার জলসায়।**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ চিতা, দুপুর ২.২৫ আজকের সন্তান, বিকেল ৫.১৫ নয়নমণি, সন্ধ্যা ৭.৫৫ দামু
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.০০ রংবেরঙের কড়ি, সন্ধ্যা ৬.৫০ অমানুষ, রাত ১০.০৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরকজয়ন্তী, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ পরিবার, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রতিকার, রাত ১০.০০ লাভ ম্যারেজ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কুরুক্ষেত্র
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

রংবেরঙের কড়ি
বিকেল ৪টায় জলসা মুভিজে।

রন্ধনে বন্ধন- ভালোবাসার রান্নায় দম্পতি বনাম দম্পতি লড়াইয়ের ফাইনাল পর্ব। বিশেষ আকর্ষণ অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। **জি বাংলায়** বিকেল ৪.৩০টায়।

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, DAKSHIN DINAJPUR (W.B)

No.F.2-25/JNVDD/2024-25/ Date: 24.05.2024

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the reputed firms/suppliers having valid Trade License/Food License/Pan No. GSTIN registration No./IT clearance/GST Clearance up to 31 March, 2024 for the purchasing of following items to this Vidyalaya for the session 2024-25.

Item-wise details:-

S.N	Items Name	Cost of Tender Paper (Rs.)	Amount of EMD (Rs.)
01	Food Grains, Grocery etc.	Rs. 500/-	Rs. 25,000/-
02	Green Vegetable, Potato & Onion	Rs. 500/-	Rs. 10,000/-
03	Milk & Milk Products including snacks	Rs. 500/-	Rs. 10,000/-
04	Non-Veg (Fish, Chicken, Mutton etc)	Rs. 500/-	Rs. 10,000/-
05	Toilet(Misc) items	Rs. 500/-	Rs. 10,000/-

Tender form may be downloaded through the website of the Vidyalaya. EMD(Security Money) must be paid through e-Transfer or deposit in the Vidyalaya Account No.30815732888, IFSC Code:SBIN0000020, Beneficiary Name: Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dakshin Dinajpur (W.B).

Important dates for the Tender are as follows:-

S.No	Activity (Vidyalaya Office)	Date & Time	Time
01	Tender Form & documents	26.05.2024 to 07.06.2024	10.00 AM to 2.00 P.M
02	Last date for deposit Of Tender Paper (Sealed)	07.06.2024(By Registered Post or Deposit in to the Drop Box)	Up to 5:00 PM
03	Opening of Tender	08.06.2024	11.00 A.M
04	Venue for opening of Tender	Principal's Chamber of JNV. Dakshin Dinajpur (W.B)	

For further details/update please visit Vidyalaya web site:
https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Dakshindinajpur/en/home/

(Mohan Kant Jha)
I/C Principal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তরুণদের জন্য উপার্জনের নতুন দিশা

বক্সায় প্রথম বার্ড গাইড

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : পাখির প্রতি ভালোবাসা থেকে পর্যটকদের পাখি দেখানোর পেশাকে বেছে নেওয়া। বক্সার বাসিন্দা কেযা যাচো ডুকপা এভাবে নেশাকে পেশা বানিয়ে বক্সার প্রথম 'বার্ড গাইড' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। বক্সা টাইগার রিজার্ভে পাখি নিয়ে আলোচনা হোক বা পাখির ছবি তোলার জন্য কোনও পর্যটক আসুক, সব সময় কেযা যাচোর ডাক পড়ে। 'বার্ড গাইড' পেশাটির সঙ্গে এতদিন এলাকাবাসীরা তেমন পরিচিত ছিলেন না। এবার সেই 'অন্য রকম' জীবিকাকে বেছে নিয়ে কেযা অন্যদের জন্য উপার্জনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। কেযার কাছে বার্ড গাইডের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বক্সা পাহাড়ের বেশ কয়েকজন তরুণ। কেযা বলেন, 'আমি এই পেশায় এসেছি। এই জায়গায় আগে কেউ এই পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেননি। আরও অনেকে এই পেশায় আসুক। গ্রামের তরুণরা তাহলে এর মাধ্যমে উপার্জন করতে পারবে।'

বক্সার জঙ্গলে কেযা।

বক্সা ফোর্টে বাড়ি কেযা যাচোর। তবে বক্সার গ্রামগুলোয় 'কেজং' নামে তিনি বেশি পরিচিত। ছোটবেলা থেকে তাঁর পাহাড়ের জঙ্গলে ঘোরার অভ্যাস।

জঙ্গলের কোন জায়গায় কোন পাখি দেখা যায় সেটা জঙ্গলে গেলেই টের পেতেন। প্রথম দিকে তিনি বক্সার সাধারণ গাইড হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। পর্যটকদের বক্সা ফোর্ট ঘোরানো ছিল তাঁর কাজ। তবে জলপাইগুড়ির পক্ষীপ্রেমী বিশ্বপ্রিয় রাউতের সঙ্গে কেযার পরিচয় হওয়ার পর তাঁর পেশার বদল ঘটে। বিশ্বপ্রিয়'র কাছ থেকে পাখিদের সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারেন। কোন পাখির কী নাম, কোনটার গুরুত্ব কী সেই বিষয়ে কেযা বিস্তারিত জানার চেষ্টা শুরু করেন।

কেযার কথায়, 'বিশ্বপ্রিয় আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান। আবার কয়েকটা বইও দিয়েছিলেন। সেগুলো দেখে পাখিদের সম্পর্কে আরও জানতে পারি।' বক্সার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে জঙ্গল চেনা ছিল। সেটা কাজে বাড়তি সুবিধা দেয়। কেযা জানান, বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন সময় জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। সঠিক জায়গা এবং সময় জানা দরকার। তা না হলে পাখির হদিস পাওয়া যায় না। তিনি কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ওই সংগঠন হর্নবিল নিয়ে কাজ করে। ওই সংস্থাকে গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেন। কেযা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে এলাকাবাসীকে সাপ নিয়ে সচেতনত করেন।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার আয়ে রেকর্ড

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই প্রথম। একদিনে টিকিট বিক্রি এবং জনসমাগমে রেকর্ড গড়ল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। শুক্রবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় ৭,২৫২টি টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা থেকে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মোট আয় হয়েছে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। একদিনের আয়ের নিরিখেও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে রেকর্ড বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

গরমে হাঁসফাঁস বঙ্গ। এরকম আবহে ঠান্ডা হাওয়া খেতে অনেকেই ভিড় করেছেন দার্জিলিংয়ে। রয়েছেন বিদেশি পর্যটকরা। কার্যত পর্যটকে গিজগিজ করছে শৈলশহরটি। ফলে আগামী কয়েকদিনও চিড়িয়াখানায় 'ব্যাপক' ভিড় থাকবে বলে আশাবাদী বন দপ্তর। শুধু তাই নয়, এদিনের রেকর্ড ভাঙতে পারে বলেও আশা করছেন বনকর্তারা।

রাজ্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'এত পর্যটক আসছে চিড়িয়াখানায়, এটা খুবই ভালো দিক। আগের থেকে এখন আরও অনেক জীবজন্তু দেখার রয়েছে। আশা করছি আগামীতে এই রেকর্ডও ভাঙবে।'

২৭.৩ হেক্টর জমির ওপর ১৯৫৮ সালে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রাজ্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থেকে এরপর ধীরে ধীরে পার্কের ভোল বদলেছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অধীনে তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সেখানে ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রক্রিয়া সারা দেশ তথা এশিয়ার মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করেছে। স্নো লেপার্ড থেকে শুরু করে, রেডপান্ডা, হিমালয়ান শিয়াল সহ একাধিক প্রাণীর প্রজনন চলছে সেখানে। পরবর্তীতে সেগুলিকেই নিয়ে আসা হচ্ছে চিড়িয়াখানায়। এর বাইরে বাঘ, কালো চিতা, গড়াল, এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার সহ একাধিক

শুক্রবার ৭,২৫২ টিকিট বিক্রি

প্রাণী রয়েছে। সম্প্রতি পার্কের অতিথি হয়েছে আরও একজোড়া সাইবেরিয়ান বাঘ। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে বাঘা দুটিকে আনা হয়েছে। রয়েছে ইন্ডিয়ান স্যান্ড বোয়া, ইন্ডিয়ান রক পাইথন, রাসেলস ভাইপারের মতো সরীসৃপ প্রাণী। তাই দার্জিলিংয়ে গেলে পর্যটকরা একবার না একবার চিড়িয়াখানাতে ঢুঁ মারবেনই। প্রতিবছরই তাই গরমের ছুটিতে চিড়িয়াখানায় ভিড় হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কয়েকদিন ধরেই ভিড় একটু একটু করে বাড়ছিল। তাই ভিড় সামাল দিতে সময়ও কিছুটা বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এর পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়তি কর্মী রাখা। শুক্রবার একসঙ্গে কয়েক হাজার পর্যটক গিয়েছিলেন চিড়িয়াখানায়। দিনের শেষে পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই আয় ইতিহাসে প্রথম। এদিকে, সমতলে গরম বাড়ায় আগামী দুই-তিনদিন ভিড় আরও বাড়তে পারে ধরে নিয়ে কর্তৃপক্ষ আরও কিছু পদক্ষেপ করছে।

দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে ভিড়।

অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এবিভিপির ধর্নায় মৃতের পরিবার।

এনবিইউতে ধর্নায় ছাত্রীর পরিবার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : গবেষকের মৃত্যুতে অভিযুক্ত শিক্ষক সিদ্ধার্থশংকর লাহার শাস্তির দাবিতে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসলেন মৃত গবেষকের মা, ভাই এবং কাকা। তাঁদের সঙ্গে ধর্নায় বসেছেন এবিভিপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতারাও। দ্রুত ওই শিক্ষককে বহিষ্কার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। গবেষকের মায়ের বক্তব্য, 'আমরা ন্যায়বিচার চাই। আমার মেয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে এসেছিল। এভাবে যেন আর কোনও মায়ের কোল খালি না হয়। যে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তার কঠোর শাস্তি চাই।' ধর্নায় এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারী, উত্তরবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সম্পাদক দীপ্ত দে উপস্থিত ছিলেন। শুভব্রতের কথায়, 'অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত আমরা ধর্না চালিয়ে যাব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত, গড়িমসি না করে দ্রুত পদক্ষেপ করা।'

তোতাপাড়ার সমাধান অধরাই

জলপাইগুড়ি, ২৪ মে : মালিকপক্ষের গরহাজিরায় ভেস্তে গেল তোতাপাড়া চা বাগান ইস্যুতে শ্রম দপ্তরের ডাকা শুক্রবারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। আগামী ৩ জুন পরবর্তী বৈঠক ডাকা হয়েছে শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে। এদিনের বৈঠকে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা যে বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তা অবশ্য আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালিকপক্ষের তরফে।

উল্লেখ্য, গত ১ মে থেকে কর্মবিরতি চলছে বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া চা বাগানে। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বাগানটির নয় শতাধিক কর্মচারী। বাগানের মালিক সুব্রত ভৌমিক জানিয়েছেন, অন্য একটি মামলাজনিত কারণে শুক্রবারের বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে আগেই শ্রম দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ৩ জুনের বৈঠকে তিনি থাকবেন। জলপাইগুড়ির সহকারী শ্রম আধিকারিক শুভ্রজ্যোতি সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তোতাপাড়া চা বাগানে স্থায়ী ম্যানেজার ছিল না। ২০ জুন বিদ্যুৎ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করেছে মালিকপক্ষ। আশা করছি আগামী ৩ জুনের বৈঠকের পরই বাগানটি খুলে যাবে।'

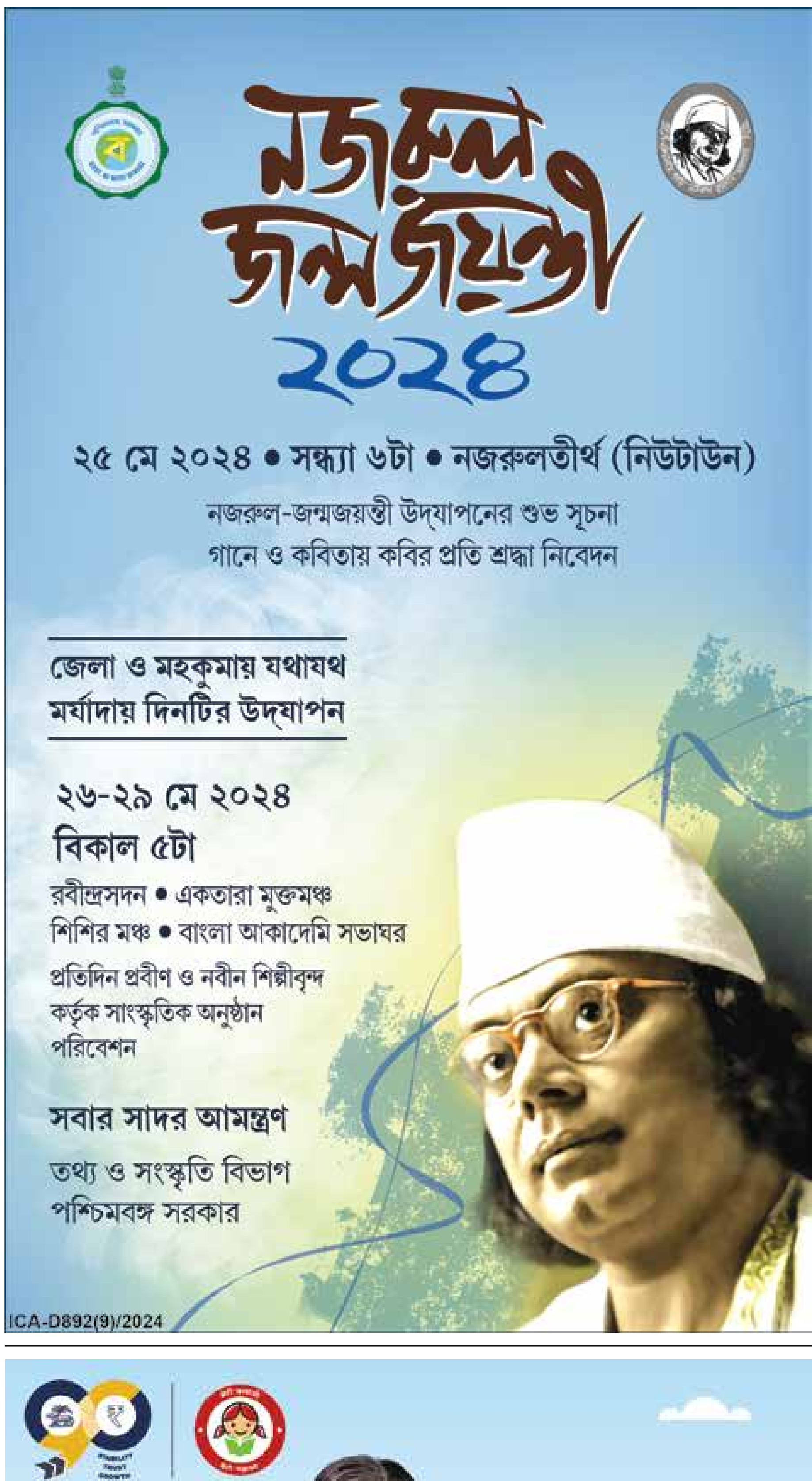

অস্তিত্ব লোপাট ৯ বিমানবন্দরের

শুভ দত্ত

বানারহাট, ২৪ মে : ডুয়ার্সের চা বলয়ে গড়ে ওঠা জমজমাট বেশ কয়েকটি এয়ারপোর্ট এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক সময় রমরমিয়ে চললেও বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রশাসনের নজরের অভাবে জায়গাগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে একপ্রকার মুছে গিয়েছে। ৩১সি জাতীয় সড়ক তখনও তৈরি হয়নি। এমনকি ফরাক্কাতেও সেতু তৈরি না হওয়ার ফলে এই বিমান পরিষেবাই ছিল জলপাইগুড়ি জেলা ও ডুয়ার্সে বসবাসকারীদের কলকাতার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের ভরসা। যাত্রী পরিবহণ ও চা বাগানের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিমানে করে আনা হত। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে ট্রেনে করে পৌঁছাতে বিকেল কিংবা পরের দিন সকাল হয়ে যেত। শহুরে মানুষজন একদিনের বাসি কাগজ হাতে পেলেও, ডুয়ার্সের বিভিন্ন শহর ও ছোটখাটো এলাকার বাসিন্দারা এই বিমান পরিষেবার দৌলতে সকাল ১০টার মধ্যেই কলকাতা থেকে আসা খবরের কাগজ হাতে পেয়ে যেতেন। একটি এয়ারফিল্ড ছিল বানারহাট সংলগ্ন মোরাঘাটে, যে জমির এক প্রান্তে এখন গড়ে উঠেছে বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি কলেজ।

গুজরাটের 'নওয়ানগর' স্টেটের মহারাজা জামসাহেব দিগ্বিজয় সিংজি, রঞ্জিত সিংজি জাদেজা 'জাম এয়ার' এয়ারলাইনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে জামনগর থেকে কলকাতায় সংস্থাটি তাদের হেড অফিস স্থানান্তর করে। মোরাঘাট চা বাগানের থেকে জমি লিজ নিয়ে জাম এয়ার কোম্পানি 'নিউ তেলিপাড়া এয়ারপোর্ট' নামের একটি এয়ারস্ট্রিপ গড়ে তুলেছিল। এখানে ছোট বিমান ওঠানামার উপযোগী রানওয়ের পাশাপাশি অফিস ও দোতলা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের টাওয়ার, প্লেন রাখার হ্যাংগার ছিল। পাশাপাশি ছিল পাইলট ও টেকনিসিয়ানদের জন্য রেস্ট রুম। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় এমনই আরও ৯টি বিমানবন্দর ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের কাছে পাঙ্গা ও আমবাড়ি, ওদলাবাড়ির কাছে সরুগাঁও, গ্রাসমোড় চা বাগান, বানারহাটের তেলিপাড়া, ফালাকাটার কাদম্বিনী, হাসিমারা সংলগ্ন চুয়াপাড়া চা বাগান, আলিপুরদুয়ারের কোহিনুর ও কুমারগ্রাম সংলগ্ন নিউল্যান্ড চা বাগানে গড়ে উঠেছিল এয়ারস্ট্রিপ। ১৯৭৭ সালে এই বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বানারহাটের বাসিন্দা তথা ডব্লিউবিপিপিডিসিএল ও অ্যান্ড্রু ইউল-এর কর্মী মন্টু দে বলেন, 'এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জাম এয়ার কোম্পানি থেকে ওয়েস্ট

নিষ্ক্রিয় প্রশাসন

বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেট লিমিটেড এই জমিটি অধিগ্রহণ করে নেয়। এখানে এসেন্সিয়াল অয়েল বা সুগন্ধি তেল তৈরির জন্য 'লেমন গ্রাস', 'সিট্রোনেলা', 'পামারোজা গ্রাস', 'জামারোজা গ্রাস' চাষ করা হত। ১৯৯৩ সালে জমিটির আবার হাতবদল হয়। সরকারি সংস্থা 'অ্যান্ড্রু ইউল গ্রুপ' ফার্মটি অধিগ্রহণ করে। অ্যান্ড্রু ইউল-এর প্রাক্তন কর্মী দেবাশিস কুণ্ডু জানান, এই ফার্মে কার্নেশান ফুলের চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর জমিটি রাজ্য সরকারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নজরদারির অভাবে এই জমিতে থাকা প্রচুর গাছ রাতারাতি লুঠ হয়ে যায়। বিভিন্ন ইমারত ও ছাউনিগুলি ভেঙে নিয়ে যায় চোরের দল। বিমানবন্দরটি চালু হলে অথবা এই জমিতে বানারহাট ব্লকের প্রয়োজনীয় নানা পরিকাঠামো গড়ে তুললে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য সহায়ক হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় হদিস মৃতের

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ মে : সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁজ মিলল হরিশ্চন্দ্রপুরের নিখোঁজ তরুণের। বাগডোগরা স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধার থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণের। তবে এতে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদা এলাকার তরুণ মনোজিৎ মহন্ত(২৮) ওরফে রিকি কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়ির একটি চায়ের বাগানে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন। ১৭ মে তিনি ফোন করে বাড়ি আসার কথা জানান। কিন্তু তারপর থেকে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। ১৮ মে বাগডোগরা স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। ছ'দিন ধরে খোঁজ না পেয়ে মনোজিতের বাড়ির লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে দেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুলিশ থেকে মনোজিতের বাড়িতে ফোন আসে। জানানো হয়, নিখোঁজ ওই তরুণের মৃতদেহ শিলিগুড়িতে রয়েছে। বাড়ির লোকজন এসে যেন দেহটি শনাক্ত করেন। শুক্রবার সকালে মনোজিতের মামারা শিলিগুড়ি রওনা হয়েছেন ভাগ্নের মৃতদেহ নিয়ে আসতে। তবে কীভাবে মৃত্যু হল বাড়ির ছেলের, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার। তাঁরা এই ঘটনার সঠিক পুলিশি তদন্তের দাবি তুলেছেন। শুক্রবার মনোজিতের বাড়িতে যান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম ও জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনা খাতুন।

হাঁটুর ব্যাথা

পুরানোর থেকে অতি পুরানো যে কোন জয়েন্ট এর ব্যাথা অর্থাৎ বাতের ব্যাথার ১০০ শতাংশ গ্যারেন্টি সমেত কার্যকরী ঔষুধ পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্ট

শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি রোগ যতই পুরোনো হোক না কেন গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে আমাদের এই আয়ুর্বেদিক ঔষুধ।

মদ ছাড়ান

মদ্যপান ব্যক্তিকে গোপনে আয়ুর্বেদিক ঔষুধের চিকিৎসার মাধ্যমে মদ খাওয়া থেকে সম্পূর্ন রূপে নিস্কৃত করা হয়।

স্বাস্থ্যবান হন এবং ওজন বাড়ান

ভালো খাওয়া দাওয়ার পরেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না হয়। রোগা দুর্বল বা যে কোন কারনে যদি ওজন না বাড়ে তাহলে বিশ্ব প্রশিদ্ধ কার্যকরি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন ও স্বাস্থ্যবান হন।

ডায়াবেটিস-পাইলস-লিউকোরিয়া-সাদাস্রাব এছাড়াও গিলোইজুস, নিমরস, সুদ্ধ শিলাজিৎ, পাচন রস, হার্বাল কাড়া, ওজন কমানো, লিভার টনিক, আমলা রস, অ্যালোভেরা জুস, পঞ্চতুলসী, অর্শগন্ধা ক্যাপসুল, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য, চুলপড়া বন্ধ, হার্বাল ফেসওয়াস, এন্টি অ্যাজিং ক্রিম, স্পেশাল চবনপ্রাস ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ এখানে পাওয়া যায়।

গোপাল আয়ুর্বেদিক

হেড অফিস ঃ
শিলিগুড়ি, মঙ্গলদ্বীপ বিল্ডিং-এর বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, কলাবতী মেডিক্যালের নিকটে,
প্রতি সোম থেকে শনি
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা খোলা থাকবে।

শাখা অফিস ঃ জলপাইমোড়, শ্যাম টাওয়ার,
UCO Bank বিল্ডিং, বাসস্ট্যান্ড।

হিলকার্ট রোডে সন্ত স্বাভিমান যাত্রা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

সাধুদের মিছিলে পদ্ম নেতারাই বেশি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : অত্যাচার ও কুকথার প্রতিবাদে পূর্ব ঘোষণামতোই শুক্রবার পথে নামলেন সাধুসন্ন্যাসীরা। বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের তরফে সন্ত স্বাভিমান যাত্রা অবশ্য সামলালেন বিজেপি নেতারাই। ফলে হাতেগোনা সাধুসন্ন্যাসীর মিছিল ভরল বিজেপির যুব ও মহিলা মোর্চার কর্মীদের দিয়েই।

বিজেপির জেলার শীর্ষ নেতা নান্টু পাল থেকে শুরু করে রাজু সাহা, বাপি পালরাই যেমন মিছিলের লাইন সামলেছেন, তেমনই লোক আনার দায়িত্বেও ছিলেন তাঁরা। ফলে রাজনীতির রং লেগে যাওয়ায় খানিক গুরুত্ব হারাল সাধুদের মিছিল।

এদিন বেলা সাড়ে ৩টা নাগাদ বাঘা যতীন পার্ক থেকে স্বাভিমান যাত্রা শুরু হয়। যাত্রার শুরুতে হাতেগোনা ১৫-২০ জন সাধুসন্ন্যাসীকে দেখা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রামকৃষ্ণ মিশন ইস্যুতেই মূলত এই প্রতিবাদ হলেও মিশনের কাউকে সেখানে দেখা যায়নি। সন্তর্পণে স্বাভিমান যাত্রা এড়িয়ে গিয়েছে ইসকন কর্তৃপক্ষও। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেছেন, 'আমাদের কাজ মানবসেবা করা ও শান্তির বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমরা এই কাজেই ব্যস্ত থাকি। তাই শিলিগুড়ি সহ গোটা বাংলায় এদিনের কোনও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করিনি।'

তবে সন্ন্যাসীদের মিছিল ঘিরে শহরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গোটা রাস্তায় শঙ্খধ্বনি করতে থাকেন মহিলারা। বিশেষ করে কোর্ট মোড় হয়ে সন্ন্যাসীরা যখন হিলকার্ট রোডে এসে পৌঁছান তখন পথচলতি বহু মানুষ তাঁদের দেখতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। এদিন প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীরা হেঁটে জংশন পেরিয়ে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে পৌঁছান। সেখানে পুরো ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় মহকুমা শাসককে।

আয়োজকদের পক্ষে লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'বারবার এই রাজ্যে হিন্দুদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। এই কারণেই আমাদের এই যাত্রা।'

এদিন পুলিশকে সন্ত স্বাভিমান যাত্রার কথা জানানো হলেও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও এদিনের মিছিল ঘিরে প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়ন করা হয়েছিল বাঘা যতীন পার্কে। পাশাপাশি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত ছিলেন এসিপি দেবাশিস বসু ও প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার।

রামকৃষ্ণ মিশন ইস্যুতে দলকে আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। যদিও এখনও পর্যন্ত দলের ব্যানারে কোনও কর্মসূচি দেখা যায়নি। সেইজন্যই কি সাধুদের যাত্রার নেপথ্যে রইল পদ্ম শিবির? বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি নান্টু পালের যুক্তি, 'যে কোনও ধর্মের উপর আঘাত করা হলে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। যদিও এটা সাধুদের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু হিন্দু সনাতন মানুষ হিসেবে মিছিলে শামিল হয়েছিলাম। এদিন সাধুরাই গিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।'

সন্ন্যাসীদের মিছিল সামলাচ্ছেন বিজেপি নেতা নান্টু পাল। শুক্রবার।

মিছিলের টুকিটাকি

- বাঘা যতীন পার্ক থেকে স্বাভিমান যাত্রা শুরু
- শুরুতে হাতেগোনা ১৫ থেকে ২০ জন সাধুসন্ন্যাসী
- রামকৃষ্ণ মিশন ইস্যুতে মূলত প্রতিবাদ হলেও ছিলেন না মিশনের কেউ
- স্বাভিমান যাত্রা এড়িয়ে গিয়েছে ইসকন কর্তৃপক্ষ
- নান্টু পাল থেকে রাজু সাহা, বাপি পালরা মিছিলের লাইন সামলান

কেজিএফ গ্যাংয়ের দাদাগিরির আরেক নজির

ভক্তিনগর থানার সামনেও জমি দখল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : 'টাকা না দিলে লাশ ফেলে দেব'- ঠিক এই ভাষাতেই হুমকি দিয়ে দশ লাখ টাকা দাবি করেছে কেজিএফ গ্যাংয়ের গুন্ডারা। রামকৃষ্ণ মিশনে হামলায় সামনের সারিতে ছিল কেজিএফ গ্যাং। সেই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ফের জমি দখল করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। ভক্তিনগর থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের ওই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে শহরে। পুলিশের নাকের ডগায় কীভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গুন্ডারা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। তবে পুলিশের কোনও কর্তা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

শুক্রবার দুপুরে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিক্রম ছেত্রী ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে থানার উলটো দিকে ডাবগ্রাম মৌজায় পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিলেন। সেই জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজও শুরু করেছিলেন। সেই সময় মহম্মদ এরশাদ, মহম্মদ ওয়াজিদ আলি, শিবা পাসোয়ান, হাসির গৌড় এবং নবীন প্রধান পাঁচ জমি মাফিয়া তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে হুমকি দেন এবং দশ লক্ষ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়।

এই জমি দখলের হুমকি দিয়ে দশ লক্ষ টাকা দাবি কেজিএফ গ্যাংয়ের।

বিক্রমের কথা, 'ওরা এসেই কেজিএফ গ্যাংয়ের নাম করে হুমকি দিতে থাকে। আমি ভয় পেয়ে অনলাইনে ওদের একজনকে কিছু টাকা দিয়েছি। বাকি টাকার জন্য সময় চেয়েছি। ইতিমধ্যে ওরা আমার জমির সামনের ঘেরা ভেঙে দিয়েছে। সীমানা প্রাচীরের জন্য জমিতে রাখা ইট, লোহার রড, বালি-বজরি তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। টাকা না দিলে জমিতে ঢুকতে দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। পরিবার নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি।' বিক্রমের অভিযোগ, আগে একদিন অভিযোগ করার জন্য থানায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গুন্ডাদের ঘুরতে দেখে সাহস পাননি। রামকৃষ্ণ মিশনের জমি নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পর অনেক সাহস করে অভিযোগ করেছি। জানি না পরবর্তীতে কী হবে।

দু'দিন আগেই শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) দীপক সরকার জানিয়েছিলেন, কেজিএফ গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা পদক্ষেপ করছেন। তবে ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা বলছে, গুন্ডা দমনে এখনও সেভাবে সক্রিয় হয়নি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কেজিএফের দৌরাত্ম্য কেন বন্ধ হচ্ছে না সেই প্রশ্নে পুলিশ ও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা। যদিও তৃণমূল নেতা এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা কোনও বেআইনি কাজকে সমর্থন করি না। আইন আইনের পথে চলবে।'

তবে মেয়র যাই বলুন না কেন বিজেপি নেত্রী এবং ডাবগ্রামের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'তৃণমূলের আশীর্বাদ নিয়েই জমি মাফিয়ারা শিলিগুড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তৃণমূলের নেতারা জমির কারবার থেকে দু'হাতে টাকা লুটছে। শান্তির শিলিগুড়িকে মাফিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছে তৃণমূলই।'

সিপিএম নেতা এবং শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের খোঁচা, 'শিলিগুড়ির বাসিন্দারা মাফিয়াদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বাড়ি, জমি কেনাবেচা থেকে সামান্য ব্যবসা করতে গেলেও লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা দিতে হচ্ছে। শাসকদল তৃণমূলের মদতেই যাবতীয় কারবার হচ্ছে।'

আর কত ঘটনা ঘটলে সক্রিয় হবে পুলিশ সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে শিলিগুড়ির সর্বত্র।

হয় টাকা নয় খুন

- মিশনে হামলার ঘটনায় নাম জড়িয়েছে কেজিএফ গ্যাংয়ের
- সেই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে আরও একটি জমি দখলের অভিযোগ
- ঘটনাস্থল ভক্তিনগর থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে
- টাকা না দিলে লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি
- পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, সরব বিরোধীরা

অপেক্ষা।। আড়িয়াদহে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ভূগর্ভে বিদ্যুতের তার নিয়ে সোমে বৈঠক

জট কাটল না, ৭ জুন যৌথ পরিদর্শন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : শিলিগুড়িতে মাটির তলায় বিদ্যুতের তার বসানো নিয়ে জটিলতা দূর করতে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল। তবে সমাধান সূত্র অধরা রইল এদিনও। ৭ জুন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের যৌথ প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শনে যাবে বলে ঠিক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বৈঠক ডেকেছেন। তাঁর দাবি, দ্রুত সমাধান সূত্র বের করে কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় অনেক আগেই। সেইমতো অর্থ বরাদ্দ, কাজের জন্য এজেন্সি নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপটিকাল ফাইবার কেবল (ওএফসি) নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু পূর্ত দপ্তর এবং পুরনিগমের ছাড়পত্র না পাওয়ায় কাজ শুরু হয়নি বলে দাবি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার। পূর্ত দপ্তর সেবক রোড সহ অন্য রাস্তা খুঁড়ে তার বসানোর পক্ষপাতী নয়। এদিকে, সংস্থা রাস্তার পাশে এক মিটার চওড়া গর্ত খুঁড়তে চায়। সেই গর্ত দিয়ে ৩৩ হাজার ভোল্ট, ১১ হাজার ভোল্ট এবং সার্ভিস কেবল, এই তিনটি পর্যায়ে ধাপে ধাপে অপটিকাল ফাইবার কেবল বসানো হবে।

পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য, নতুন রাস্তার পাশে যদি এভাবে গর্ত খোঁড়া হয়, তাহলে ব্যাপক ক্ষতি হবে। পাশাপাশি এক মিটার চওড়া গর্ত খোঁড়ার জন্য কাটতে হবে অনেক গাছ। তাই, মাইক্রো টানেলিং পদ্ধতিতে তার বসানো হোক।

এদিন জলপাইগুড়িতে পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে পূর্ত দপ্তর মাইক্রো টানেলের প্রস্তাব দিয়েছে। সূত্রের খবর, সরাসরি ওই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। তাদের পালটা যুক্তি, বিদ্যুতের তার বসানো সংবেদনশীল বিষয়। তিনটি স্তরে বিভিন্ন ক্ষমতার কেবল বসাতে হবে। সেটার জন্য রাস্তা খোঁড়া প্রয়োজন। মতপার্থক্যের জেরে এদিন সমাধানসূত্র মেলেনি। ঠিক হয়েছে, ৭ জুন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের যৌথ দল এলাকা পরিদর্শনে আসবে।

এই ইস্যুতে সোমবার শিলিগুড়িতে মেয়রের ডাকা বৈঠক রয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। পুরনিগমের বক্তব্য, শহরের একাধিক রাস্তার পাশ দিয়ে পানীয় জল, বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার অপটিকাল ফাইবার কেবল সহ সেনাবাহিনীর বিশেষ তার রয়েছে। তাই সবকিছুকে বাঁচিয়ে বিদ্যুতের তার বসাতে হবে।

কাজে মতভেদ

- রাস্তা খুঁড়ে তার বসানোর বিরোধিতা পূর্ত দপ্তরের
- কর্তাদের মত, রাস্তার ক্ষতি ছাড়াও কাটা পড়বে গাছ
- পালটা মাইক্রো টানেলিং পদ্ধতির প্রস্তাব
- সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার
- যুক্তি, তিন স্তরে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন তার বসাতে রাস্তা খোঁড়া প্রয়োজন

শ্রমিকের মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ মে : পেপার মিলে কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। শুক্রবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের ঘটনা। মৃত পরিতোষ সিংহ ডুবানুচি খালপাড়ার বাসিন্দা। তিনি ঘোষপুকুর আমবাড়ির ওই পেপার মিলে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন। মিল কর্তৃপক্ষের দাবি, এদিন কাজ চলাকালীন অসাবধানতাবশত মৃত শ্রমিকের হাত ঢুকে যায় রোলিং মেশিনে। অন্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিতোষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার সেখানেই দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

তবে ওই শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা মত উঠে আসছে। যদিও মিলের ম্যানেজার যুগল কিশোরের দাবি, 'কাজ করার সময়ই দুর্ঘটনা ঘটেছে। জখম অবস্থায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' মিলের শ্রমিক সংগঠন মিল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এসইউসিআইয়ের শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে জয় লোধ বলেন, 'পরিতোষের মৃত্যুতে আমরা সকলে শোকাহত।'

লরির ধাক্কায় মৃত ১, জখম

ইসলামপুর, ২৪ মে : জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় গুরুতর জখম তাঁর স্বামী। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। মৃতার নাম কল্পনা সিংহ। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বাড়ি ইসলামপুর থানার জিয়াগুড়ি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতির মেয়ে ইসলামপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। খবর পেয়ে ওই দম্পতি মেয়ে ও নাতিকে দেখতে বাইকে করে ইসলামপুরের দিকে আসছিলেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে কিশনগঞ্জের দিক থেকে আসা একটি লরি ওই বাইকে ধাক্কা মারে। এতে গুরুতরভাবে জখম হন ওই দম্পতি। এরপর স্থানীয় ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক কল্পনা সিংহ নামে ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, কল্পনার স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ইসলামপুর মর্গে ময়নাতদন্তের পর দুপুরে মহিলার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসপাতালের পথে জখম।

জবরদখলে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দলের একশ্রেণির নেতা-কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের নাম জড়িয়েছে জমি দুর্নীতি কাণ্ডে। অভিযোগ, বিঘার পর বিঘা জমি দখল হয়েছে এলাকায়। কেলেঙ্কারিতে টাকার অঙ্ক ছাড়িয়েছে কয়েক কোটি। এবার সেই নিয়ে সরব হলেন দলের একাংশ নেতা। তাঁদের অভিযোগের আঙুল সেচ দপ্তরের দিকেও।

ক্ষোভের আঁচ মিলল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের বক্তব্যে। বলছিলেন, 'অনেকেই দল করছেন নিজের স্বার্থে। দলের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।'

দেবাশিসের আরও দাবি, 'সেচ দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক আসি যাই মাইনে পাই নীতি নিয়ে কাজ করছেন। দিনের পর দিন মহানন্দার তীর এবং পোড়াঝাড় এলাকায় জমি দখল হয়েছে। আধিকারিকরা চাইলে সেসব রুখে দিতে পারতেন। সবটা জেনেও ব্যবস্থা নেননি তাঁরা।'

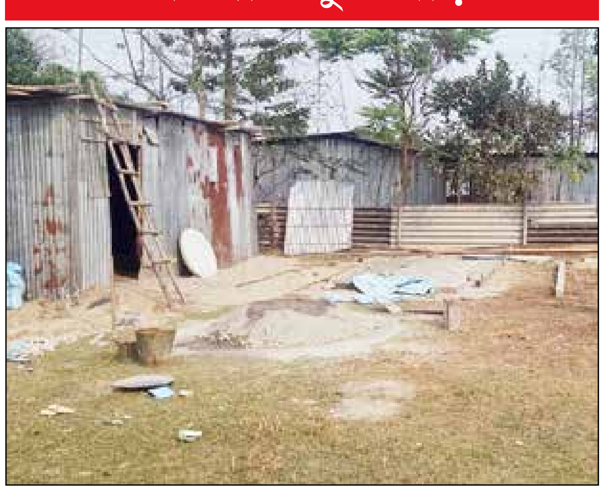

দখল হওয়া সরকারি জমিতে টিনঘেরা বাড়ি। -ফাইল চিত্র

তৃণমূল নেতার মন্তব্য প্রসঙ্গে শুক্রবার সেচ দপ্তরের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের অফিসে গেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসই) স্বপনকুমার সাহাকে পাওয়া যায়নি। এক কর্মী নিজের মোবাইল থেকে ওই আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। জমি দখল হওয়ার প্রসঙ্গ তুললে তিনি মন্তব্য করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

এর আগে তিনি অবশ্য পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর তিন মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরমধ্যে নতুন করে পোড়াঝাড়ে জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে।

পোড়াঝাড়, সাহুডাঙ্গি, ইস্টার্ন বাইপাস সহ বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েক বছরে বহু জমি বেদখল হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাহু ও মহানন্দা নদীকে টার্গেট করে ময়দানে নেমেছে মাফিয়ারা। ইতিমধ্যে এই ইস্যুতে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন এবং জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূলের কিশোর মণ্ডল।

কিশোরের প্রতিক্রিয়া, 'অনেকে তৃণমূলে নাম লেখাচ্ছে জমি দখল করে অবৈধ উপায়ে উপার্জনের জন্য। শতশত বিঘা খালি জমি পড়ে রয়েছে, চাইলে সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে। কোনওভাবেই দখলদারি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিডিও, জেলা শাসককে সবটা জানিয়েছি।' শুধু দেবাশিস বা কিশোর নয়, তৃণমূলের একাংশ জমি দখলের সরাসরি বিরোধিতা করছেন।

সাতের দশকে মহানন্দার তীরে বহু জমি অধিগ্রহণ করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। সেখানকার বাসিন্দাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কয়েকশো একর জমি সেচ দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এতদিন পরও সেচ দপ্তর নিজেদের নামে মিউটেশনের আবেদন করেনি।

ঘটনা প্রসঙ্গে দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মাসতিনেক আগে বলেছিলেন, 'জমি দখল হলেও সমস্যা নেই। সরকার যখন চাইবে নিজের জমি দখলমুক্ত করতে পারবে।'

বাস্তব ছবি অবশ্য অন্য কথা বলছে। দখল হওয়া জমিতে টিনঘেরা তো বটেই, গড়ে উঠেছে পাকা বাড়ি। অভিযোগ, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বোর্ডের একাধিক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বেআইনি কারবারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্তমান বোর্ডের গুটিকয়েক সদস্যর বিরুদ্ধে আঙুল উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া দলের একশ্রেণির নেতা বিভিন্ন এলাকায় জমি মাফিয়াদের সঙ্গে সখ্য রেখে চলেছেন। অবৈধ কারবারে কোটি কোটি তাঁরা পকেটে পুড়ছেন। অথচ নজরদারি নেই।

সূর্য সেন কলেজে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : হিলকার্ট রোডে যখন মুষলধারায় বৃষ্টি হয়, তখন শুকনো থাকে ফুলবাড়ির রাস্তাঘাট। দেশবন্ধুপাড়ায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও পড়ে না কলেজপাড়ায়। কাছাকাছি এলাকাগুলোর মধ্যে আবহওয়ার তারতম্যকে ঘিরে ধন্দে পড়েন সাধারণ মানুষ। আবহওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় তাঁদের মনে।

এমন পরিস্থিতির জন্য যে জলবায়ুর পরিবর্তন অনেকাংশে দায়ী, তা বোঝেন হাতেগোনা কয়েকজন। সমস্যা দূর হতে পারে স্থানীয় স্তরে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। সেই লক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজের পর সূর্য সেন কলেজে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল আবহাওয়া দপ্তর।

শুক্রবার কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ পম্পি সরকারকে নিয়ে জায়গা পরিদর্শন করেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দেড় মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে কেন্দ্র চালু করে দেওয়া হবে।

গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'তাপমাত্রার উত্থানপতন যেমন ঘটছে, তেমন হেরফের দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিপাতে। অনেক সময় সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় না সঠিক তথ্যের অভাবে। সমস্যা সমাধানে মন্ত্রকের তরফে আরও বেশি করে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কলেজের পড়ুয়ারাও উপকৃত হবেন।'

ডঃ পম্পি সরকারের বক্তব্য, 'এখন অধিকাংশ পড়ুয়া মোবাইল ফোন নির্ভর হয়ে পড়েছে। যাবতীয় তথ্য তারা মোবাইল থেকে সংগ্রহ করে। সেটা অনেক সময় ভুল ধারণার জন্ম দেয়। সঠিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ভূগোল বিভাগের পড়ুয়ারা যাতে আরও বেশি করে তথ্যনির্ভর হতে পারেন এবং সেটা গবেষণার কাজে লাগে, সেজন্য এই উদ্যোগ।'

কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র জানালেন, সঠিক শিক্ষাদানের স্বার্থে আবহাওয়া দপ্তরকে অনুরোধ করা হয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরির জন্য। পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। এলাকার সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

সূর্য সেন কলেজে আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

নকশাল আন্দোলন দিবস

নকশালবাড়ি, ২৪ মে : নকশাল আন্দোলন দিবস উপলক্ষ্যে পথসভার আয়োজন করা হল। শুক্রবার নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে সিপিআই (এমএল) কানু সান্যাল সংগঠনের তরফে পথসভাটি করা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এমএল) কানু সান্যাল সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপু হালদার। তিনি বলেন, শনিবার হাতিঘিসায় শহিদ দিবস পালন করা হবে।

হঠাৎ আগুন

চোপড়া, ২৪ মে : শুক্রবার রাতে দাসপাড়া বাজার এলাকায় আচমকা একটি ট্রান্সফর্মারে হঠাৎ আগুন লাগে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর এলাকায় বিদুৎ পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্যুৎ সংস্থার চোপড়া দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার মহম্মদ মান্নান বলেন, 'এলাকায় লোক পাঠানো হয়েছে। কী কারণে সমস্যা হয়েছিল, রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।'

প্রতিবাদ মিছিল

নকশালবাড়ি, ২৪ মে : নকশালবাড়ি সনাতনী সমাজের তরফে বিক্ষোভ মিছিল হল । শুক্রবার খেমচি শ্মশান কালীবাড়ি থেকে এই মিছিল শুরু হয় এবং শেষ হয় নকশালবাড়ি থানার সামনে। সন্ন্যাসীদের হুমকির প্রতিবাদে এই মিছিল করা হয়।

গোরু আটক

নকশালবাড়ি, ২৪ মে : শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ছোট মণিরামজোত এলাকা থেকে এসএসবি ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা পাঁচটি গোরু আটক করে নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দেন।

কমলা চা বাগানে শোকের ছায়া

কুয়ো পরিষ্কারে নেমে মৃত ২ শ্রমিক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ মে : দোরগোড়ায় বর্ষা। প্রতিবছর এই সময়ে চা বাগানের কুয়ো পরিষ্কার করা হয়। সেই মোতাবেক এবারেও কুয়ো পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকার কমলা চা বাগানে। তবে কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে, এমনটা কেউ কল্পনাতেও ভাবেননি। শুক্রবার এই চা বাগানে কুয়ো পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। তাঁদের উদ্ধার করতে নেমে জ্ঞান হারান আরও একজন শ্রমিক। মৃত দুই শ্রমিকের নাম অসিত টোপ্পো ও বিজয় কুজুর।

জানা গিয়েছে, ওই চা বাগানে একাধিক কুয়ো রয়েছে। এবছর বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে সেগুলি পরিষ্কার করার বরাত দেওয়া হয়। সেইমতোই কাজ হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি ঘটল বাগানের বোমরা লাইনে। প্রায় ৩০ ফুট গভীর ওই কুয়োতে জল ছিল সামান্যই। প্রথমে এক শ্রমিক সেখানে নেমে মিথেন গ্যাসের প্রভাবে জ্ঞান হারান। তাঁকে উদ্ধার করতে নামেন আরেকজন শ্রমিক। তিনিও সংজ্ঞা হারান। পরে, ওই দুজনকে উদ্ধার করতে নামেন আরও একজন, তাঁরও একই হাল হয়। বেশ কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কুয়োতেই পড়ে থাকেন তিনজন।

ততক্ষণে খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এবং মাটিগাড়া ও শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের দুটি ইঞ্জিন বাগানে পৌঁছায়। তবে, রাস্তা ছোট হওয়ার কারণে গাড়ি ঢুকতে পারেনি বলে অভিযোগ ওঠে। দমকলকর্মীরা কুয়োতে বাইরে থেকে হাওয়া প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করেন।

আহত শ্রমিক।

মিথেনের প্রভাব

- কমলা চা বাগানের বোমরা লাইনে কুয়ো পরিষ্কার করতে নামেন দুই শ্রমিক
- এরপর তাঁরা মিথেন গ্যাসের প্রভাবে জ্ঞান হারান
- তাঁদের উদ্ধার করতে নামেন আরও একজন, তিনিও সংজ্ঞাহীন
- দমকল এসে সকলকে উদ্ধার করে, দুজন মারা যান, একজন চিকিৎসাধীন
- আগাম সতর্কতা ছাড়াই কুয়ো পরিষ্কার করতে নামা নিয়ে নানান প্রশ্ন চা বাগানে

একদম শেষে যিনি কুয়োতে নামেন তাঁর নাম ভানু টিগ্গা। একমাত্র তাঁরই জ্ঞান ফেরে। তিনি দড়ি দিয়ে বাকি দুজনকে বাঁধেন। এরপর সকলকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অসিত, বিজয় দুজনকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভানু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পাশের গুদাম লাইনের বাসিন্দা তথা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। হাসপাতালে যান ফাঁসিদেওয়ার জয়েন্ট বিডিও মঈদুল ইসলাম যান।

আগাম ব্যবস্থা ছাড়াই শুধুমাত্র মোমবাতি দিয়ে শ্রমিকদের গভীর কুয়োতে নামানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাগান সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল কুয়োটি। পরিষ্কার করে কুয়োর জল পানের উপযোগী করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। রিনা বলেন, 'বাগান থেকে কুয়োতে না নেমে পরিষ্কার করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকরা কুয়োতে নেমে পড়তেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।'

শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক অমর দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন কুয়োটি ব্যবহার না হওয়ায় ভিতরে মিথেন নামক টক্সিক গ্যাস সৃষ্টি হয়। সতর্কতা ছাড়াই কুয়েতে নামায় এই বিপত্তি ঘটেছে।' চা বাগানের বাসিন্দা ধীরেন কুজুরের বক্তব্য, মোমবাতি নিয়ে গভীর কুয়োয় নামা উচিত হয়নি। তাই এই দুর্ঘটনা ঘটল। আগামীদিনে সতর্কতা নিয়ে কাজ করা হবে। বাগানের শ্রমিক নেতা কেলমেন কেরকাট্টা, চৌকিদার তিলক বাহাদুরও একই মন্তব্য করেছেন।

ঘটনার পর চা বাগানজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে, এই দুর্ঘটনা থেকে আগামীদিনে শ্রমিকরা এবং বাগান কর্তৃপক্ষ কী শিক্ষা নেন, সেটাই দেখার। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার অ্যাপোলো সরকার বলেন, 'শ্রমিকদের জলের সমস্যা মেটাতে আমরা এই কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তবে, আমরা কুয়োতে নামার কথা বলিনি। দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। আমরা শ্রমিক পরিবারগুলির পাশে আছি।'

গরমে নাজেহাল অবস্থা। শুক্রবার ফুলবাড়ি ক্যানালে তৃপ্তির স্নান। ছবি : সূত্রধর

পাইপলাইন ফাটা, বোরিংয়ে জল অমিল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ মে : নকশালবাড়ির রায়পাড়াতে সকাল হলে জলের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কারণ একমাত্র রায়পাড়ার এই কল থেকে জল পড়ছে। সকাল হলেই তাই বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসিন্দারা টোটো, বাইক, স্কুটিতে করে জারে ভরে ভরে জল নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের কোনও হেলদোল নেই। কিন্তু কেন? জানা গেল, কোথাও বোরিংয়ে জল মিলছে না। কোথাও আবার রিজার্ভারের পাইপলাইন থেকে পাইপ ফেটে জল পড়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ, নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় পাম্পহাউস থেকে দশদিন ধরে জল মিলছে না। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। এর জেরে নকশালবাড়ি বাজারের অধিকাংশ সংসদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। নকশালবাড়ি ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্রকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

নকশালবাড়ির বিডিও অফিসের পেছনে অবস্থিত রিজার্ভার থেকে বাবুপাড়া, রায়পাড়া, বুধকরণজোত ইত্যাদি এলাকার প্রায় দশ হাজার বাসিন্দার ঘরে জল পৌঁছায়। কিন্তু বোরিংয়ের জল না মেলায় আপাতত পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত। বাবুপাড়ার সুবীর পাল বললেন, 'এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে জল মিলছে না। রোজ জল আনতে ২-৩ কিমি দূরে যেতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, রায়পাড়ার শ্মশান কালীবাড়িতে অবস্থিত আরেকটি রিজার্ভার থেকেও পানীয় জল বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছাচ্ছে না। অভিযোগ, এই রিজার্ভারের বেশ কয়েকটি জায়গায় পাইপলাইন ফেটে জল বেরিয়ে পড়ছে। একই সমস্যা মিরজাংলা, বীরসিংজোতের রিজার্ভারগুলিতেও। বুধকরণজোতের প্রহ্লাদ বর্মনের মুখেও অভিযোগের সুর। তিনি জানান, এক-দেড় মাস ধরে পানীয় জল পরিষেবা ব্যাহত এলাকায়। এখনও কোনও সমাধান বের করা হল না প্রশাসনের তরফে। রোজ জল আনতে কয়েক কিমি দূরে যাওয়া অসম্ভব, বলছেন তিনি।

রায়পাড়ায় জল নিতে লাইন। শুক্রবার।

অব্যবস্থা

- রায়পাড়ার কল থেকে জল পেতে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা
- পিএইচই'র আধিকারিকদের ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে ক্ষোভে ফুঁসছেন ব্লকবাসী
- দ্রুত কোনও ব্যবস্থা না নিলে বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস তালাবন্ধ করে রাখার হুঁশিয়ারি মিলেছে

এদিকে শান্তিনগর, নকশালবাড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় নলকূপগুলিতেও জল পড়ছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের অজয় ওরাওঁ বলেন, 'এই গরমে নকশালবাড়িজুড়ে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। জলের পাইপ ফেটে রাতদিন জল পড়ে যাচ্ছে। অথচ পিএইচই'র আধিকারিকরা শীতঘুমে রয়েছেন।' তোতারামজোত কেরকেরুবস্তিতে আবার জল মিলছে না প্রায় দু'বছর ধরে। বাসিন্দা মহম্মদ আকবর বলেন, 'বাড়িতে জলের পাইপলাইন আছে। এই পাইপলাইন দিয়ে দয়ারামজোতের মানুষ জল পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা পাঁচশো পরিবার জল পাচ্ছি না। কুয়োর জল খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে।' দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করা হলে বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস তালাবন্ধ করে রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষও সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'যে কয়েকজন ঠিকাদার রয়েছেন, তাঁরা সারাদিন রাজনীতি করে বেড়ান। তাঁরা কথা শোনেন না।'

নদীর মাটিতেই শহরের রাস্তা মেরামত

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : শিলিগুড়িতে নদী সংস্কারের পর তোলা মাটি শহরে নানা কাজে ব্যবহার করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। রাস্তায় খানাখন্দ, গর্ত ভরাট, বৃক্ষরোপণ সহ নানা কাজে সেগুলি ব্যবহৃত হবে। ইতিমধ্যে শহরের সমস্ত কাউন্সিলারের কাছে এ ব্যাপারে তালিকা চাওয়া হয়েছে। শহরের কোন এলাকায় কোন রাস্তা ভাঙা, সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্বাচনি আচরণবিধি না ওঠা অবধি ভাঙা রাস্তাগুলি আপাতত চলাচলযোগ্য করতেই নদীর ওঠা মাটি ফেলা হবে বলে খবর। একইসঙ্গে বর্ষার আগে নদী সংস্কারের কাজ কী পর্যায়ে রয়েছে তা সরেজমিনে দেখতে শহরের নানা এলাকায় গেলেন পুরনিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, আধিকারিক সহ মেয়র পারিষদ দল। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'নদী থেকে আরও যে মাটি উঠবে বা উঠছে সেগুলি ভালো মানের। তাই, সেগুলি যাতে কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।' এদিন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে-র কথায়, 'আমরা বর্ষার আগেই নদী সংস্কারের কাজ শেষ করতে চাইছি। ফলে, শহরে জল জমা সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।'

বহুদিন বাদে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, পঞ্চনই, সাহু সহ একাধিক নদী সংস্কারে হাত লাগিয়েছে সেচ দপ্তর। প্রথম পর্যায়ে নদী থেকে তোলা প্রচুর আবর্জনা পুরনিগম ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চলছে নদী খনন করে মাটি তোলা। সেই মাটি শহরের নানা এলাকায় রাস্তা সংস্কারে ব্যবহার করা হবে। এজন্য সমস্ত কাউন্সিলারের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে। তা পেলেই পুরনিগম সংস্কারের কাজ শুরু করবে বলে খবর।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : ফুলবাড়ির জটিয়াকালি এলাকার একটি বাড়ি থেকে শুক্রবার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম আফিজার হুসেন (৪০)। এদিন দুপুরে আফিজারের মেয়ে ঘরে ঢুকে তাঁর বাবাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পাঠায়।

গাড়ি আটক

চোপড়া, ২৪ মে : চোপড়া থানার বিভিন্ন অবৈধ বালিরঘাটে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে ১০টি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাম্পার এবং লরি সমেত এদিন মোট ১০টি গাড়ি আটক করা হয়েছে। ১০ জন চালককেও আটক করা হয়। অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছে চোপড়া থানা।

ধূপগুড়ি কাণ্ডে জেল হেপাজত

ধূপগুড়ি, ২৪ মে : ধূপগুড়ি কাণ্ডে ধৃত ৪২ জনকে আগামী ১১ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে সকলকেই জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ৪২ জনের মধ্যে রয়েছেন ধূপগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক মিতালি রায়ও। চারদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে তাঁকেও এদিন আদালতে তোলে পুলিশ। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত এদিন বলেন, 'সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কোনও কাজে কেউ যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরাতে পুলিশ সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' শনি ও রবিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের কাছে পৌঁছানো সমস্ত ছবি ও ভিডিও খতিয়ে দেখে এখনও অনেককেই চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

শিশুকন্যাকে নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : দু'দিন আগে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এক ব্যক্তিকে। এবার ওই থানা এলাকায় বৃহস্পতিবার মাত্র সাড়ে আট বছরের শিশুকন্যাকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় উঠেছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশের তরফে তাকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত সেখানেই চিকিৎসাধীন।

ওইদিন ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। সেই সময় অভিযুক্তের ছেলে ও ভাইপো গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত ছাড়া আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানায় নাবালিকার পরিবার। শুক্রবার অভিযুক্তের ছেলে ও ভাইপোকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এর আগেও অভিযুক্ত ওই শিশুর ওপর নির্যাতন করে বলে প্রতিবেশীদের তরফে জানা গিয়েছে। ঘটনায় শিশুকন্যার পরিবার ও প্রতিবেশীরা অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি করেছেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তৃণমূলের ফুলবাড়ি অঞ্চল সভাপতি ধীরেশ রায়। তিনি বলেন, 'অপরাধীর শাস্তি হোক। ঘটনার খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পাম্প সংস্কারের দাবি

চোপড়া, ২৪ মে : সোলার পাম্প সংস্কারের দাবি উঠেছে। ভৈষপিটা থেকে কাঁচাকালী রুটের বেরং সেতু সংলগ্ন এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পাশে পানীয় জলের জন্য সোলার পাম্প বসানো হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সোলার প্যানেল সহ ট্যাংক খুলে নেওয়া হয়েছে। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'পাম্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আপাতত জিনিসপত্র খুলে রাখা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি পুনরায় পরিষেবা চালু করা হবে। সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

অন্য সংস্করণের খবর

শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরের বাকি জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এবার এক ঝলকে

সম্পত্তি বিবাদ, শুনানি শীঘ্রই

জলপাইগুড়ি, ২৪ মে : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাড়াও অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঘটনায় রাজগঞ্জের ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুখেন রায়কে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন। কেন রাজগঞ্জ ব্লকেই জমি সংক্রান্ত ঝামেলা বাড়ছে, এই প্রশ্ন তুলে বিএলঅ্যান্ডএলআরও-কে কড়া হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, জুনের প্রথম সপ্তাহে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেবক হাউসের সম্পত্তি বিবাদ নিয়ে শুনানি ডাকা হয়েছে রাজগঞ্জের বিএলঅ্যান্ডএলআরও'র দপ্তরে। লোকসভা নির্বাচনের ৪ জুনের আগে বা পরের দিন এই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রামকৃষ্ণ আশ্রম ছাড়াও বিবাদীপক্ষকেও ডাকা হয়েছে শুনানিতে। শুক্রবার অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য নিজের অফিসে ডেকে রাজগঞ্জের বিএলঅ্যান্ডএলআরও-কে জমি সংক্রান্ত অনৈতিক কাজকর্ম যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

সম্প্রতি সেবক হাউসের ভেতরে ঢুকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সাধুদের উপর অত্যাচার করা, বাইরে বের করে আনার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে জমি মাফিয়ারা। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

দুই ধর্মস্থান আগলে নজির আলতাগ্রামে

ধূপগুড়ি, ২৪ মে : আজান দিতে মোয়াজ্জিন ইসমাইল হোসেন প্রতিদিনই ভোররাতে মসজিদে পৌঁছে যান। নমাজ শেষে টুকিটাকি কাজ সারতে সারতেই দিনের আলো ফুটে যায়। বাড়ি ফেরার পথে উলটোদিকের দুর্গামণ্ডপে রাতভর জ্বলে থাকা লাইটের সুইচ নেভানোটা মাঝবয়সি ইসমাইলের পুরোনো অভ্যাস। যে মসজিদে তিনি আজান দেন সেখানে লাগানো ছোট চারাগুলোয় প্রতিবেশী কাশীনাথ রায় রোজ জল দেন। কৃষক রবিউল ইসলাম উলটোদিকের দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণ নিয়মিত সাফসুতরো রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বাইরের কারও কাছে এই ঘটনাগুলো একটু অন্যরকম মনে হতে পারে।

ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের পারকুলাই গ্রামের আলতাগ্রাম স্টেশনপাড়ায় কিন্তু এটাই রোজকার রুটিন। গত সপ্তাহে টানা দু'দিন ধূপগুড়ি শহর ও শহরতলিজুড়ে যে অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল তা থেকে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে ব্লকেরই এই পারকুমলাই স্টেশনপাড়ার অবস্থান। আপাতত খলাইগ্রাম ও ধূপগুড়ির ঘটনায় গ্রামের সবাই স্টেশন প্ল্যাটফর্মের পাশের দুর্গামণ্ডপ ও ঢিলছোড়া দূরত্বে পথের উলটোদিকের মসজিদ আগলে রাখতে রাত জাগছেন। এলাকার বাসিন্দা ইতিহাসে এমএ পড়ুয়া দেবাশিস রায়ের কথায়, 'মোবাইল অ্যালার্ম তো কিছুদিন হল এসেছে। তার আগে এত বছর ভোরের আজান শুনেই আমাদের পাড়ার ছাত্রছাত্রীরা ঘুম ভেঙে পড়া শুরু করত। ধর্ম নিয়ে কারও কোনও সমস্যা নেই। ভয়টা ধর্মের রাজনীতিকরণ নিয়ে। এলাকায় এসব নোংরামো রুখতেই পালা করে রাত জাগছি।' শুক্রবার বিকেলে জুম্মার নমাজ পড়ে স্টেশনের সামনে মন্দিরের মাঠের আড্ডায় বছর পঞ্চান্নর আজিবুল হক শামিল হন। মিলেমিশে এক হয়ে থাকাটা কী, আলতাগ্রাম স্টেশনপাড়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

স্টেশনপাড়া দুর্গামণ্ডপে আড্ডায় দুই ধর্মের মানুষ।

সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ

জলপাইগুড়ি, ২৪ মে : বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে খারিজ করল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয় গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল সার্ভিসের তরফে মাটিগাড়া থানায় এই মর্মে এজাহার করা হয় প্রতিষ্ঠানের একজন পদস্থ কর্তা ৩৪ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এজাহারের পর দীর্ঘদিন ওই পদস্থ কর্তা সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল সার্ভিসের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করা হয়। মামলাটির শুনানির পর তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তদন্তকারী অফিসার পীযূষকান্তি সেন সরকারকে ৫০০ কিমি দূরে বদলির নির্দেশ দেন। ওই মামলার তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হয়। সিআইডি অভিযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে। রাজ্যের তরফে বদলির নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করা হয়। সরকারি পক্ষের আইনজীবী নবাঙ্কুর পাল শুক্রবার বলেন, 'মামলাটি বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয় গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চে উঠেছিল। শুনানির পর ডিভিশন বেঞ্চ পীযূষকান্তিকে বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেয়।'

প্রচ্ছদ কাহিনী দূর নীতি

ভোটের আবহে দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর বক্তৃতা দিলেন সব পার্টির নেতারা। বোঝাতে চাইলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে তাঁদের। ভোটাররাও নীতিহীন নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার রইলেন সারাক্ষণ। তবে ভোটে দেখা যাবে, দুর্নীতিগ্রস্ত অনেক নেতাই জিতে গিয়েছেন। মানুষই তাঁদের ভোট দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক তাহলে কারা? আমরা মানুষরাই। আমরাই নীতি থেকে দূরে থাকা অভ্যাস করে ফেলেছি। আমাদের ব্রত দূর নীতি। নীতি থেকে দূরে থাকো। দুর্নীতিকে আলিঙ্গন করো। এবারের প্রচ্ছদে চর্চায় দূর নীতির কথা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সেবন্তী ঘোষ, কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত ও অমিতাভ মালাকার

গল্প : অম্লান চক্রবর্তী

কবিতা : প্রাণজি বসাক, স্নেহাংশু বিকাশ দাস, সৌভিক, সৌম্যজিৎ আচার্য, সোমা দে, জয়ন্ত সরকার ও সৈকত পাল মজুমদার

বিপুল দাসের ধারাবাহিক অলীক পাখি, পর্ব ৪

শনিবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৫ মে ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৭ সংখ্যা

বিধির পরোয়া নেই

আর মাত্র দু'দফা ভোট বাকি। দেশের নাগরিকরা যে ৫৪৩ জনকে সাংসদ হিসেবে বেছে নেবেন, তাঁদের মধ্যে একজন অন্তত হয়তো হবেন জনতার পাশাপাশি ঈশ্বরের স্বঘোষিত প্রতিনিধি। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর মন্তব্য নিয়ে এখন জোর চর্চা। তিনি বলেছেন, তাঁর জন্ম বায়োলজিকাল হতে পারে, কিন্তু কাজ করার অনুপ্রেরণা এবং শক্তি তিনি পান 'পরমাত্মা'র কাছ থেকে। ঈশ্বর কিছু লক্ষ্যপূরণের জন্য তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রীর দাবি।

একইসঙ্গে নিরাকার ভগবান ও সাকাররূপী ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আশীর্বাদ তিনি পান বলে মোদি বার্তা দিয়েছেন। নির্বাচনের ভরা মরশুমে এরকম ঐশ্বরিক বার্তায় বিরোধীরা কটাক্ষ করতে পারে, কিন্তু ভক্তকুল বিশ্বাসের ধারণাকে পোক্ত করছে। জনতার ভোটে নির্বাচিত দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে দৈবিক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দাবি নজিরবিহীন। রসিকতার সুযোগ এনে দিয়েছে এই প্রচারে যে, মর্ত্যে নয়, নির্বাচন হচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে বেকারত্ব নেই, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চোটে নাজেহাল জনতা নেই, চূড়ান্ত আয় বৈষম্য নেই।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এসব কথাবার্তার সমালোচনা করেছেন। সুযোগ পেয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না যে, পরমাত্মা যাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি মানুষের সমস্যা, দুঃখকষ্ট দেখে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন কেন? সে সব হয়তো বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা কিংবা ভোটের স্বার্থে বলা। কিন্তু কোথায় থাকবে নির্বাচনি বিধি। ধর্মের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া যায় না বলে নির্বাচন কমিশনের গাইডবুকে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাহলে মোদির মুখনিঃসৃত এমন বাণীর পর কমিশন চুপ কেন?

প্রধানমন্ত্রী অবশ্য চলতি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রথম থেকেই প্রচারে ধর্মকে নিয়ে চলেছেন। রাজনীতি ও ধর্মের মেলবন্ধন ঘটে যাচ্ছে আরও কারও কারও প্রচারে। শুধু বিজেপি নয়, বিরোধীদের কেউ কেউও সেই রকমের প্রচারে হাওয়া দিচ্ছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে নারায়ণ বাস করেন। ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এসব কি নির্বাচনি প্রচারের ভাষ্য হতে পারে? কমিশনের বিধি অনুযায়ী পারে না। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। ঈশ্বরের দূত দাবি করা হচ্ছে সেই বিধির তোয়াক্কা না করেই।

তাহলে নির্বাচন কমিশন করছেটা কী! সম্প্রতি বিজেপি ও কংগ্রেসের দুই সর্বভারতীয় সভাপতিকে লেখা চিঠিতে দলগুলির তারকা বক্তাদের প্রচারে ভেদাভেদ, বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেছে কমিশন। তারপরেও সে সব বার্তা বন্ধ হয়নি। কিন্তু কমিশনের পরবর্তী কোনও পদক্ষেপের কথা শোনা যায়নি। ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের কাজের হিসেব দেওয়ার বদলে ভাষণে হিন্দুত্বের প্রচার করে চলেছেন।

২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা পালন করেছেন, তার হিসেব কিন্তু প্রচারে অধরা থেকে যাচ্ছে। অথচ নির্বাচন এলে তো সেটাই আশা করে দেশের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে মূল্যবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর পূর্বসূরি মনমোহন সিংয়ের সমালোচনা করতেন। কিন্তু ১০ বছরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের পর ভারতে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে তিনি নীরবই থাকছেন।

প্রায়ই তিনি দাবি করেন, তাঁর জমানায় দেশে প্রচুর আইআইটি হয়েছে, আইআইএম তৈরি হয়েছে। কিন্তু একটি আরটিআই-এর উত্তরে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে আইআইটি পাশ ৩৮ শতাংশ তরুণ এখনও কোথাও চাকরি পাননি। ২০২৩ সালে ওই হার ছিল ২১ শতাংশ। ২০২২ সালে হার ছিল ১৯ শতাংশ। নিজেকে পরমাত্মার দূত দাবি করলেও কর্মসংস্থান সম্পর্কে কোনও কথা উচ্চারণ করছেন না মোদি। এই পরিস্থিতি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও শুভ নয়।

অমৃতধারা

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এগুলি বরাবর চালু রাখা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এগুলি এমনকি বিশিষ্ট মুনিঋষিদেরকেও পর্যন্ত পবিত্র করায়। তাই এইসব আলোচনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তপস্যা মানব মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। তবে তপস্যা সম্বন্ধে বহু কথা বলা যেতে পারে। তপস্যা সম্বন্ধে কারও কারও ক্ষেত্রে ভ্রম ধারণা জাত হতে পারে। কেউ এরূপ মনে করতে পারে যে, গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বায়ু আহার, জলাহার করে কিংবা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যা করতে হয়। অবশ্য সেরকম তপস্যা আছে। তা হচ্ছে কঠিন তপস্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যে তপস্যার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সহজ ও সরল তপস্যা।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ব্যাঘ্রসুন্দরীর মৃত্যুশতবর্ষ ও নারী স্বাধীনতা

সার্কাসে প্রথম ভারতীয় তরুণী সুশীলাসুন্দরীর প্রয়াণ ১৯২৪-এর মে মাসে। এখন নারীর সাহসিকতা, স্বাধীনতা কী জায়গায়?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই তো আর একটা মে মাস চলে যাচ্ছে। ঠিক একশো বছর আগের এমনই এক মে মাসে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন সুশীলাসুন্দরী নামে এক বঙ্গললনা। অকুতোভয়। অসমসাহসী।

সার্কাসের দলে প্রথম ভারতীয় তরুণী এই সুশীলা। তাঁকে বলা হত ফ্লাইং ট্র্যাপিজে উড়ন্ত পরি। ঘোড়ার সঙ্গে খেলতেন। হাতির সঙ্গে খেলতেন। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল, দুটি বাঘের সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধরে খেলতেন তাঁদের খাঁচায় ঢুকে। জড়িয়ে ধরতেন ওদের। চুমু খেতেন। বাঘেরাও তাঁকে চুমু খেত। বাঘেদের সামনের পা তুলে ধরে তাদের নাচাতেন।

এই সময়টা সে সময় হলে কী হত জানি না, প্রিয়নাথ বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে বাঘ দুটির নাম ছিল লক্ষ্মী ও নারায়ণ। সুশীলা এই বিপজ্জনক খেলায় নাও যেতে পারতেন। সার্কাসটা ছিল তাঁদেরই পারিবারিক ব্যবসা। প্রিয়নাথ ছিলেন সুশীলার স্বামী মতিলালের ভাই। তবু অ্যাডভেঞ্চারিজম সার্কাসে নিয়ে যায় তাঁকে। তিনিই ছিলেন সার্কাসের এক নম্বর আকর্ষণ।

একশো বছর আগে, মাত্র পঁয়তাল্লিশে প্রয়াত এক বঙ্গতরুণীর কথা বলছি। তাঁর স্বামী মতিলাল ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ক্লাসমেট, বন্ধু। তাঁদের বাড়ি ছিল বিবেকানন্দের বাড়ির কাছেই। বিধান সরণি ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে। সার্কাসে সুশীলার বাঘের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া দেখে রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ভারতী'তে লিখেছিলেন, 'একটি ক্ষুদ্র বালিকা নির্ভয়ে বাঘের মুখচুম্বন করিতে লাগিল। বাঘটি যেন তাহার একটি পোষা কুকুর।' প্রায় কুড়ি বছর নানা বাঘের সঙ্গে খেলা দেখানোর পরে ফরচুন নামে একটি বাঘ সুশীলাসুন্দরীকে আক্রমণ করেছিল। সবে সে বাঘ নতুন এসেছিল। ক্ষুধার্ত ছিল। ট্রেনিং হয়নি ভালো। সুশীলা তাকে সামলাতে পারেননি। থাবা মেরে মেরে এতই রক্তাক্ত করেন, সুশীলা অবসর নিতে বাধ্য হন। আর সেরে ওঠেননি।

তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পর কল্পনা করা কঠিন, সুশীলাসুন্দরীর জনপ্রিয়তা তখন কতটা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে কত লোক চোখের জল ফেলেছিল। সার্কাস এবং বাঘের খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর স্বামী মতিলালের আখড়ায় লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, কুস্তি, সাইক্লিংয়ে অংশ নিতেন সুশীলাসুন্দরী। অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল তাঁর। পরে এই ছেলেমেয়েদের অনেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে বিপ্লবী হিসেবে কাজ করেছেন। মৃত্যুর আগে সুশীলা তৈরি করে গিয়েছেন অসংখ্য বিপ্লবী। বাঘের খাঁচার মধ্যে বসে আছেন সুশীলাসুন্দরী, কোনও সময় বাঘের গলায় চেন পরিয়ে হাঁটছেন- এমন দুটো ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তখন।

একশো বছর আগে প্রয়াত এক বাঙালি নারী নিয়ে আজ হঠাৎ লেখা শুরুর কারণটা কী? আধুনিক বং পাঠক পুরোনো দিনের কথা শুনতে চান না। উশখুশ করেন। এসবের বদলে বরং মহুয়া মৈত্র, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধরদের নিয়ে লিখলে আজকাল সাগ্রহে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

সুশীলাসুন্দরীর কথা মনে পড়ল সম্প্রতি তিন শহরে তিন রাজ্যের তিন নারী মিছিলের পিছন পিছন হাঁটতে। আগ্রায় তাজমহল দেখার ভিড়ে একঝাঁক রাজস্থানি মহিলা যাচ্ছিলেন কার্যত লাইন দিয়ে। তাঁদের সামনে মুখিয়া জাতীয় তিন-চার পুরুষ। অযোধ্যায় রাম মন্দির থেকে হনুমান গরহি যাওয়ার মিছিলে উত্তরপ্রদেশেরই কনৌজের গ্রামের একঝাঁক মহিলা। সামনের দিকে দুই পুরুষ। পিছনে একজন। বারাণসীতে ওরকমই ছোট মিছিলে দেখি জনা পনেরো তামিল নারী। সালেম থেকে এসেছেন। তাঁদেরও সামনে পিছনে জনা তিনেক বয়স্ক পুরুষ। কিছু মনে করবেন না, তুলনাটা অত্যন্ত কুৎসিত শোনাতে পারে। দেখে মনে হচ্ছিল, সন্ধ্যার মুখে গৃহপালিত পশুদের নিয়ে বাড়ি ফিরছে গৃহস্থরা। পুরো মিছিলটাই শব্দহীন। প্রাণের কলকাকলি নেই। সবাই বাক্যিহারা।

এঁদের সরল মুখ দেখে দুম করে মনে পড়ে গেল, মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত দু'-তিনজন গুজরাটি ও রাজস্থানি বড় কর্তার মন্তব্য। তাঁরা উচ্চশিক্ষিত। পেশায় সফল। অথচ সটান বলেন, 'মেয়েরা পড়াশোনা করুক। তারপর চাকরি করে কী করবে? আমার বৌ-কে তো বলে দিয়েছি, চাকরি করার দরকার নেই। রানির মতো থাকো। টাকাপয়সা সব পাবে। সংসার করো।' অতএব কাজ করছেন না এঁদের স্ত্রীরা। শপিং মলে ঘুরছেন। ইচ্ছেমতো চুটিয়ে বাজার করছেন। পড়াশোনা করা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদির পরেই গুজরাটে দু'বছর সাতাত্তর দিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অনাদিবেন প্যাটেল। পরে তাঁকে সরিয়েই দেওয়া হয়। সরোজিনী নাইডুর পর তিনি উত্তরপ্রদেশের দ্বিতীয় মহিলা রাজ্যপাল এখন। যোগীরাজ্যে কোনও কাজ নেই। সম্পূর্ণ আড়ালে। অথচ শুরুর দিকে ভালো কিছু কাজ করেছিলেন গুজরাটে।

একশো পঁচিশ বছর আগে বাংলায় এক গৃহবধূ কিছু করার তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন বাঘবন্দি খেলা, যেখানে জীবন ও মরণ ঝুলত এক সুতোয়। এখনও যে সব বঙ্গ মহিলা খুব ভালো আছেন, তা নয়। এখনও অনেক গ্রামে প্রধানদের দাপট। স্ত্রী প্রধানদের হয়ে কাজ চালান স্বামীরা। অনেক শহরের উপকণ্ঠে বসে সালিশি সভা বা খাপ পঞ্চায়েত।

সাম্প্রতিক বাংলার বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে প্রচুর প্রবাসী বাঙালি ইদানীং অতীব সরব। বাংলার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেল। বাংলার বাইরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বাংলা ও বাঙালির খুঁত ধরে ফেলতে সিদ্ধহস্ত। ভালো কিছু চোখে পড়ে না। হোয়াটসঅ্যাপের কিছু গ্রুপে প্রবাসী বাঙালিদের সকালটাই শুরু হয় বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিকে গালাগাল দিয়ে। এঁরা যদি একবার নিজেদের বর্তমান রাজ্যে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ভালো করে খতিয়ে দেখেন, তা হলে বুঝতে পারবেন, কতটা পিছনে তাঁরা পড়ে। বড় কারখানা, বড় রাস্তা গড়েও কোনও লাভ হয় না যদি আমাদের মাতৃকুল পিছনেই পড়ে থাকেন। সংসারে বন্দি থাকেন।

দক্ষিণ ভারত এ ব্যাপারে বাংলার মতোই উদার, আধুনিক। সাধারণভাবে শিক্ষিত হওয়ার পর গৃহবন্দিত্ব মেনে নেবেন না তাঁরা। পাহাড়ের মহিলারাও। কিন্তু গো বলয়ের এক বিশাল অংশে আজও মেয়েদের স্বাধীনতার কোনও দাম দেয় না পুরুষশাসিত সমাজ। কী গ্রামে, কী শহরে।

সম্প্রতি কিরণ রাওয়ের 'লাপতা লেডিজ' ছবিটি নিয়ে হইচই হচ্ছে প্রচুর। বহু আলোচিত 'অ্যানিমাল'-কেও হারিয়ে দিয়েছে ভিউয়ারশিপে। এক কোটি ৩৮ লক্ষ লোক দেখে ফেলেছেন ছবিটা। কাল্পনিক এক রাজ্য নির্মলপ্রদেশে দুই নববিবাহিতা তরুণী স্বামীর সঙ্গে ফিরছিলেন একসঙ্গে। তাঁদের মুখ ছিল ঘুঙ্গটে ঢাকা। ট্রেন থেকে নামার পর এক তরুণী আর এক বরের সঙ্গে বাড়ি চলে গেল। আর এক তরুণী হারিয়েই গেল বড় জংশন স্টেশনে। কাল্পনিক নাম নির্মলপ্রদেশ। বাস্তবে এটা আসলে উত্তরপ্রদেশ হতেই পারে। যে রাজ্যের সাংসদ প্রধানমন্ত্রী মোদি, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তী প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার যোগী আদিত্যনাথ। ওই ছবিটি আরও একবার জানিয়ে দেয়, ভারতীয় গ্রামের মেয়েরা এখনও কীভাবে অসহায় পড়ে রয়েছেন।

শেষ বিকেলে হয়তো হিন্দি বলয়ের কোনও গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন আপনি। মাঠ এখন কার্যত ফসলহীন। উত্তরপ্রদেশে গোরু-মহিষ চড়ানোর কাজ করেন পুরুষরা। ছাগল মেষ চড়ানোর কাজটা করেন মেয়েরা। বিকেলে যেতে যেতে আপনি অবধারিত দেখবেন, অন্তত একশো-দেড়শো ছাগল চড়ছে খেতে। তাদের ঘিরে মহিলা, কিশোরী ও শিশু। কিশোরীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটাই তোমার কাজ।

বাংলায় অন্তত এই ধারণার মূলে কুঠার চালানো হয়েছে বহু যুগ হল। একশো পঁচিশ বছর আগে আমাদের বাংলায় এক গৃহবধূ নিজে কিছু করার তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন বাঘবন্দি খেলা, যেখানে জীবন ও মরণ ঝুলত এক সুতোয়। আজ এতদিন পরে, এখনও যে সব বঙ্গ মহিলা সবাই যে খুব ভালো আছেন, তা নয়। ভাবাটাই ভুল। এখনও অনেক গ্রামে রয়েছে প্রধানদের দাপট। স্ত্রী প্রধানদের হয়ে কাজ চালান স্বামীরা। অনেক শহরের উপকণ্ঠেও বসে সালিশি সভা বা খাপ পঞ্চায়েত। এখনও রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হন পরিবারে অনেক অত্যাচারিত নারী। তারপরেও নারীদের যা রয়েছে, সেটাই অনেক বড় কথা, অনেক বড় প্রাপ্তি। স্বাধীনতা। চাইলে শেকল খুলে বেরোনোর রাস্তা তাঁদের সামনে। উন্মুক্ত। নারীরা সঠিক পথ জানলে তাঁদের জন্য প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর জেগে থাকে।

হলদিবাড়ি-এনজেপি সকালের ডেমুতে বহু প্রবীণা আসেন শাকসবজি নিয়ে। রবিবারে বিধান মার্কেটের সামনে অন্তত গোটা কুড়ি মহিলা সাপ্তাহিক বাজারে আসেন বাড়িতে তৈরি জিনিস বিক্রি করতে। সেবক রোডের অ্যাক্রোপলিস মলের সামনে প্রতি রবিবার গাড়িতে পাহাড় থেকে মেয়েরা আসেন গ্রামীণ হাটে জিনিস বেচতে। এনবিএসটিসির বাসে প্রচুর মেয়েরা যান বহু দূরে শিক্ষকতা করতে। মালদা, বালুরঘাটে অনেক রাতে মেয়েরা ফেরেন রবীন্দ্র সন্ধ্যার রিহার্সাল সেরে। কলকাতা বা শিলিগুড়িতে অনেক নারী কাকভোরে বেরিয়ে রাতে বাড়ি ফেরেন রুটি রোজগারের জন্য। ভয়ডরহীন, পরিশ্রমী। আমার ইচ্ছেমতো জীবন বেছে নেওয়ার কারিগর।

এসব দেখেশুনে ভাবি, কয়েক যুগ আগে সুশীলাসুন্দরীর স্বপ্ন স্বার্থক। জীবন এক সার্কাস। মেরা নাম জোকার ছবির রাজ কাপুর-মান্না দে'র যুগলবন্দির গানের মতো–'পহলা ঘণ্টা বচপন হ্যায়, দুসরা জওয়ানি হ্যায়, তিসরা বুড়াপা হ্যায়।' সুশীলাসুন্দরীও তো তিন ঘণ্টার শো-তে এমনই স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিলেন। এমন স্বাধীনচেতা হওয়ার। তিনিও এমন স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রথম এমএ পাশ করা বাঙালি চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু)-এর কথা মনে পড়ে। তাঁরাও তো এইরকম উত্তরসূরি চেয়েছিলেন। এমন স্বাধীনতার স্বাদই।

আজ

১৮৮৬

স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী বসুর জন্ম ১৮৮৬ সালে আজকের দিনে।

১৮৯৯

১৮৯৯ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

আলোচিত

প্রশান্ত কিশোর যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলের হয়ে কাজ করেছেন, সেই রাজ্যে বিজেপি শক্তিশালী হয়েছে। নীতীশ কুমার স্বীকার করেছিলেন অমিত শা-র নির্দেশে প্রশান্তকে জেডিইউর সহ সভাপতি করা হয়। প্রশান্ত আসলে বিজেপির সদস্য।

- তেজস্বী যাদব

ভাইরাল/১

কেরলের কোচিতে বৃষ্টির জেরে রাস্তায় হাঁটু ডোবা জল। সেখানকার এক কর্পোরেট অফিসের ছাদ থেকে জল পড়ে গোটা ভবনটি ভাসিয়ে দিয়েছে। অফিসের ক্যান্টিন জলে থইথই করছে। শতাধিক কর্মী জলে দাঁড়িয়ে। সেই জলছবির ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

গান হোক বা খাবার, বিদেশিদের ভারতপ্রীতি নতুন নয়। ইতালির মিলান ক্যাথিড্রালের বাইরে জর্জি বি'র গান চলছিল। সেই পঞ্জাবি গানের তালে ছোট-বড় সবাই নিজস্ব ভঙ্গিতে নাচছেন। জনসমুদ্রে নাচের তুফান সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

প্রতিভার বিচ্ছুরণ

সমর্পিতা বর্মন।

ছোটবেলা থেকেই নানা শিল্পে নিজেকে সঁপে দিয়েছে কালিয়াগঞ্জের দশম শ্রেণির পড়ুয়া সমর্পিতা বর্মন। লেখাপড়ার বাইরে নাচ, গান, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, ভাষণ, যোগাসনে মজে থাকে। বাঁশি, দোতারা, গিটার, তবলা, মাউথ অর্গ্যানে বেশ সাবলীল। স্বরচিত কবিতা ও গল্প লেখায় হাত পাকিয়েছে। মায়ের অনুপ্রেরণায় তার এই শিল্প পথে এগিয়ে যাওয়া। বাবার সমর্থন ষোলোআনা। শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেড়শোরও বেশি পুরস্কার জুটেছে। কত্থক ও ভরতনাট্যম, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, আধুনিক গান, শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকসংগীত ও ভাওয়াইয়া গানে সাবাসি কুড়িয়েছে। সমর্পিতার বাঁশির সুর মন ভোলায়। ক্যারাটেতে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় রুপোর পদক অর্জন করেছে। আবৃত্তি ও গানে একাধিকবার রাজ্যস্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। বাঁশিতে জেলাস্তরে দ্বিতীয় হয়েছে। বহুমুখী প্রতিভা ভাণ্ডারে রয়েছে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার অভিজ্ঞতাও।

–সুকুমার বাড়ই

বুকে বাংলা

মধু লাখোটিয়া।

মধু লাখোটিয়া আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার দেবীগড়পল্লির বাসিন্দা। হিন্দিভাষী। তবে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আদি ও অকৃত্রিম টান। সমরেশ মজুমদার, সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, শ্রীজাতদের মতো প্রথিতযশাদের লেখার অন্ধভক্ত। তাঁদের লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে মধু বাংলায় একের পর এক গল্প, কবিতা ও ছড়া সৃষ্টি করে চলেছেন। সেগুলি আলিপুরদুয়ার জেলার নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে পাঠকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইংরেজিমাধ্যমের এক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষিকা মধু সৃজনে সামাজিক প্রেক্ষাপটকেই বেশি গুরুত্ব দেন। বলছেন, 'হিন্দি সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত চর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকেও সঙ্গী করে এতে আজীবন ডুবে থাকতে চাই।' –জ্যোতি সরকার

সাহিত্যেও সমান

জয়ন্ত চক্রবর্তী।

জয়ন্ত চক্রবর্তী দিনহাটা উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা মানুষটি আদতে রসায়নের শিক্ষক। এই বিষয়টি যতটা মন দিয়ে পড়াতে ভালোবাসেন, সমানভাবে ভালোবাসেন সাহিত্য সৃষ্টিও। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বহু নামী পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। জয়ন্তর লেখা কবিতার পাশাপাশি তাঁর লেখা গল্প, প্রবন্ধ পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরুর পর থেকেই সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর মন দেওয়া। তারপর থেকেই উত্তরবঙ্গের বহু ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে জয়ন্তর লেখা ছাপা হতে থাকে। জয়ন্তর কথায়, 'বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে যে কাউকে পুরোপুরিভাবে সাহিত্যবর্জিত হতে হবে না নয়! একইসঙ্গে দুটিরই সাধনা করা যায়। নামীদামি অনেকেই করেছেন। আমিও তাঁদের মতো করেই কিছু করতে চাই।' –শুভাশিস দাশ

চালশে সরিয়ে ফের তুল্যমূল্যে মেলানো

স্কুলের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া মানে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করানো। সতীর্থদের অন্য চোখে দেখা।

মৈনাক ভট্টাচার্য

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'কাকাতুয়া' কবিতার ভেতর থেকে তুলে আনা দুটো মাত্র লাইন- 'সময় চলিয়া যায়-/নদীর স্রোতের প্রায়'। স্কুল জীবনের বয়ে যাওয়া এই সময়ের নিয়মানুবর্তিতার পাঠ হাতড়ে বড় হয়নি, এমন মানুষ বিরল। চাকরি আর পরিবার জীবনের জাঁতাকলের ফাঁকে বয়ে যাওয়া এই সময় ফিরিয়ে, ফুরফুরে হয়ে বেঁচে থাকার রসদের খোঁজে এক সর্বজনীন নান্দনিকতায় সবাই সহমত।

স্কুলের হীরক কিংবা প্ল্যাটিনাম যেই জয়ন্তীই হোক। গুটিগুটি পায়ে তাই ভিড় জমায় ব্যারিস্টার বীরেন থেকে চরণ চাপরাশির সকলেই। কতদিন পর দেখা। স্কুলবেলার সেই ছোট্ট সরল মুখের সঙ্গে সামাজিক ব্যক্তিত্বের নানা ঘাতপ্রতিঘাত মেশানো বয়স্ক মুখটা মিলিয়ে নিতে একটু যা সময় লাগে। তারপর যেন সময়কলে চেপে সবাই মিলেমিশে স্মৃতি রোমন্থনের প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়ানো।

স্কুলের চিলেকোঠায় প্রথম বন্ধুত্বের সেই দস্তাবেজ। টিফিন কৌটো খুলে সবুজ জ্যামের প্রলেপে দু'ফালা ত্রিকোণ পাউরুটির বদলে অন্য কারও টিফিন কৌটো থেকে ফিরে পাওয়া তার মায়ের মাখন চিনির পুরে প্যাঁচানো তাওয়া রুটির বার্গার বা মেক্সিকান ব্যারিটো।

সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা এখন বন্ধনের ইচ্ছেবাড়ি। সময় ফুরিয়েও তাই কোথাও কোথাও রাশ থেকে যায় এই পুনর্মিলনের। বন্ধুত্ব বেড়ে ওঠে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে। তৈরি হয় 'হোয়াটসঅ্যাপ' গ্রুপ। কোন

প্রাক্তনী দলের যে 'গাছকাকা' মানুষটা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শহরের পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে এতদিন এককভাবে গাছ লাগাতেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সেই উদ্যোগকে আরও বিস্তারিত করে উত্তরবঙ্গজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নেয় বাকিরা। এমন অনেক ফলিত উদাহরণ এই শহরে কান পাতলেও শোনা যায়। চাকরি সূত্রে সন্তানসন্ততি বাইরে। স্কুল জীবনের বন্ধুদের পাশে থাকার আশ্বাসে ভর করে কাটিয়ে ওঠা যায় নিঃসঙ্গের বিষণ্ণতা। প্রাক্তনী পুনর্মিলনের নির্যাসে বাঞ্ছারাম হয়ে আবার নতুন করে বেঁচে ওঠার গল্পও এখন নানা শহর, গ্রামে। এইসব পুনর্মিলন নিয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষণাও তাই কম হচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ডেটাবেসের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আবরণ মানুষের সুখী হওয়ার প্রধান কারণগুলির একটি। মনের বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব বয়সিদেরই উজ্জ্বলতা পায় স্নেহ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সততার মতো বিষয়গুলি। অভ্যেস তৈরি করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার।

প্রাক্তনী পুনর্মিলনে তাই, চোখের চালশে সরিয়ে সেই সময়ের মূল্যবোধের সঙ্গে আজকের দিনে নিজেকে আর একবার তুল্যমূল্যে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বন্ধুদের মেলমেলাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কত বৈচিত্র্য।

এমনভাবেই হঠাৎ হঠাৎ হয়তো চোখের সামনে উঠে আসে হেরো কিছু বন্ধুর হিরো হয়ে ঘুরে দাঁড়াবার লড়াইয়ের গল্পও। পুনর্মিলন সেই রূপকথাদের ঠাকুরদার ঝুলিতে যত্ন করে তুলে রাখে। যদি উত্তরসূরিদের জীবন গড়ায় কাজে লাগে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৪৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জাপানি প্রণালীর কুস্তি ৩। কালী, চাণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ ৫। চিনির রসে পাক দেওয়া বড় দানার মতো মিষ্টান্নবিশেষ ৭। মহা শক্তিশালী আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ, তোপ ৯। অতি দুরন্ত বা অশান্ত ১১। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ১৪। সোনা বা রুপোর পাত, বন্দুক ১৫। প্রয়োজন, ঠেকা।

উপর-নীচ : ১। জোনাকি ২। সৎলোক, সজ্জন ৩। অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধন, নৈপুণ্য ৪। অভিলাষ, ইচ্ছা,মনোরথ ৬। টাকজাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ ৮। অধিকারী, কর্তা, প্রভু ১০। গণেশ, ভুঁড়িওয়ালা ১১। মোটা পশমিকাপড়বিশেষ ১২। ধর্মপরায়ণ, ধর্মে অনুরাগী ১৩। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৮৪২

পাশাপাশি : ১। ফিনকি ৩। রব ৫। রঙ্গ ৬। আতর ৮। নগর ১০। ইলেক ১২। নিতল ১৪। রাকা ১৫। ইন্দু ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। ফিনফিন ২। কিরকির ৪। বয়েত ৭। রপ্ত ৯। শনি ১০। ইহকাল ১১। কদাচার ১৩। তরাই।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

Volume No. 45 Issue No. 7

শেষ মেট্রো

২৪ মে থেকেই বাড়ানো হল শেষ মেট্রোর সময়। রাত ১১টায় শেষ মেট্রো ছাড়বে দমদম ও কবি সুভাষ স্টেশন থেকে। আপাতত শুধু ব্লু লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ভোটের আগে বৌবাজার এলাকা থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল এসটিএফ। এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ট্রেন বাতিল

রেমালের আশঙ্কায় দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ২৬ মে ও ২৭ মে একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত।

ভবিষ্যদ্বাণী

রেখা পাত্র ৩ লক্ষের বেশি ভোটে হারবেন বলে দাবি শেখ শাহজাহানের। শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলার সময় মন্তব্য করেন তিনি।

পুলিশকে সতর্কবার্তা তৃণমূল নেত্রীর

‘কেন্দ্রের গাড়িতে টাকা ঢোকাচ্ছে পদ্ম’

কলকাতা, ২৪ মে : কেন্দ্রীয় সরকারের গাড়িতে করে ভোটের এলাকায় বিজেপি টাকা ঢোকাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাজ্যের ৮টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির জনসভা থেকে এই অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে সতর্কও করেন। বলেন, ‘পুলিশকে আরও বেশি করে নাকা চেকিং করতে বলব।’ পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, মুসলিমদের সঙ্গে তপশিলিদের দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার জন্যই ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এদিন রায়দিঘি ও সাগরে জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী। দুই সভা থেকে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রলোভিত করার জন্য টাকা বিলানোর গুরুতর অভিযোগ করেন। বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপির নেতাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দাসপুরে নাকা চেকিংয়ের সময় এক বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার করা হয়।’ তাঁর অভিযোগ, যেখানে ভোট হবে, সেই এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের গাড়িতে করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি। দাসপুরের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ‘যতটা জানতে পেরেছি বিজেপির ওই নেতার কাছে ওই টাকার কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। গত পাঁচ বছর কোনও কাজ না করে এখন টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে। নির্লজ্জ বিজেপি দল।’

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল প্রসঙ্গেও বিজেপিকে তোপ দাগেন মমতা। তাঁর সাফ কথা, সংবিধানে তপশিলিদের সংরক্ষণের কথা বাবাসাহেব আম্বেদকর বলে গিয়েছেন। তা বাতিল করার ক্ষমতা কারও নেই। এই বিষয়ে তিনি মোদি, অমিত শা ও সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ জানান। তাঁর অভিযোগ, ভোটের মধ্যে বিজেপি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। তিনি জানান, আদালতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হলেই বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করবে রাজ্য।

নির্বাচনি সভায় সাগরদ্বীপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার। - রাজীব মণ্ডল

উদ্ধার ২৪ লক্ষ

কলকাতা, ২৪ মে : ভোটের আগের দিন ঘাটালের বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হল। ইতিমধ্যেই ওই বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরাকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি দাসপুর বিধানসভার নির্বাচন কমিটির বিজেপির আহ্বায়ক। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে দাবি ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের। পালটা গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী তথা দেব।

প্রার্থী না হলেও প্রচারের মুখ মীনাক্ষী

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ মে : আদরের পলিকে চোখে হারান নবতিপর ঠাকুমা। তিনি শয্যাশায়ী। কিন্তু সারাদিন দেখতে না পেলে নাতনিকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু পলির যে সময়ই নেই। ভোটে মহাব্যস্ত তিনি। অথচ প্রার্থী নন। কিন্তু ভোটের বাজারে চষে বেড়াচ্ছেন। এ জেলা, ও জেলা। এ প্রান্ত, ও প্রান্ত। সারাক্ষণ শুধু ছুটছেন। ঠাকুমার আদরের পলি আসলে বামেদের যুব নেত্রী। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় নামে যাঁকে সবাই চেনেন।

যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন। ছোট থেকে শৃঙ্খলার যে পাঠ পেয়েছেন পরিবারের কাছ থেকে, সংগঠনে তা মেনে চলেন। ব্যক্তি মীনাক্ষীকে নিয়ে আলোচনা করা একদম নাপসন্দ। নিজেকে নিয়ে খুব বেশি বলতেও চান না। ব্যস্ততার ফাঁকে কথায় কথায় শুধু বললেন, ‘রাজ্যে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র। কোথাও বামেদের, কোথাও কংগ্রেসের প্রার্থী। আমার নির্দিষ্ট কোনও শিডিউল নেই। তবে সারাদিন প্রচারে কাটছে।’

কার কার হয়ে প্রচার করলেন? উত্তরে বোঝা যায় ব্যস্ততাটা কেমন। মীনাক্ষীর কথায়, ‘গুনে বলা কঠিন। তবে অনেকের হয়ে প্রচারে বেরিয়েছি। বারাসত, বসিরহাট, আরামবাগ সহ অনেক জোটপ্রার্থীর পক্ষেও প্রচার করছি।’ খোদ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু তাঁকে ‘ক্যাপ্টেন’ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই সম্বোধনে তাঁর বেজায় আপত্তি। নিজেকে শুধু সিপিএম কর্মী পরিচয় দেওয়াতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতির কথায় বিনয় ঝরে পড়ে, ‘আমাদের দলে অনেক কর্মী। সকলেই প্রচারে যাচ্ছেন। আমিও দলের একজন কর্মী হিসেবে প্রচার করছি।’

প্রার্থী না হলেও বামেদের প্রচারের অন্যতম মুখ তিনিই। কুলটির জলধি কুমারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ মীনাক্ষী স্নাতক হয়েছেন আসানসোলের বিবি কলেজ থেকে। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং বিএড। ছেলেবেলা থেকে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় একবার ঠান্ডায় বাবার কাছে সোয়েটার কিনে দেওয়ার আবদার করেছিলেন। কিন্তু যৌথ পরিবারে সামান্য বেতনের চাকুরে বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায় মেয়ের সেই আবদার তখন মেটাতে পারেননি।

অর্থের অভাবে পড়ার বই জোগাড় করতেও হিমসিম খেতে হত। স্কুলজীবনে জ্যাঠতুতো দিদির পুরোনো বই ছিল সম্বল। অর্থাভাবে প্রাইভেট টিউশনও নিতে পারেননি। অথচ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার সময় প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা খরচে কোচিং সেন্টার তৈরি করেন। পোশাক ও চালচলনে এখনও সাদামাঠা। স্নাতকোত্তর হওয়ার পর কুলটি কলেজে একটি কাজ পান। ২০১৮ সালে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর সেই কাজে ইস্তফা দেন।

বাবা ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। একসময়ে দলের জোনাল কমিটির সদস্য মনোজবাবুকে দেখে বাম রাজনীতির প্রতি ঝোঁক বাড়ে মীনাক্ষীর। তাঁর ভাষায়, ‘বাবাকে লালঝান্ডা হাতে নিয়ে আন্দোলন করতে দেখেছি। আমার পরিবারে সকলেই বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী।’ গান শুনতে ভালোবাসেন। ঘরের কাজ করার মধ্যেও নাকি তাঁর ভালোলাগা লুকিয়ে আছে। অবসর সময়ে তাই ঘরের কাজ করেন।

১৪ বছর বামেরা ক্ষমতায় নেই। দলের দুর্দিন আর দলবদলের আবহে কখনও মনে হয়নি অন্য দলে যাওয়ার কথা? মীনাক্ষীর উত্তর, ‘আমাদের দল ক্ষমতায় নেই, লড়াইয়ে আছে। সিপিএমের জন্যই নির্বাচনি বন্ডের মতো দুর্নীতি সামনে এসেছে।’ একুশের নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন নন্দীগ্রামে দুই হেভিওয়েট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর বিপরীতে।

তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে অনেক তরুণ মুখকে সিপিএম প্রার্থী করলেও মীনাক্ষীকে মনোনয়ন দেয়নি। এজন্য কোনও আক্ষেপ আছে নাকি বিমান বসুর মতো কখনও নির্বাচনে না লড়ার পথে? উত্তর এড়িয়ে বাম যুব নেত্রীর মন্তব্য, ‘দলের নির্দেশে কাজ করতে হয়।’ কুলটির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা মীনাক্ষীর চোখে-মুখে গভীর প্রত্যয় ঠিকরে বেরোয়, ‘সেটাই শেষকথা। দলের কথাই চূড়ান্ত।’ দলবদল, দলের প্রতি আনুগত্যহীনতার বাতাবরণে যেন ভিন্ন মুখ মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে সিপিএমে অনেক প্রত্যাশা।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়ের শঙ্কা

রেমাল মোকাবিলায় বৈঠক নবান্নয়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ মে : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘রেমাল’-এর মোকাবিলায় শুক্রবার নবান্নয় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল। ওই বৈঠকে পূর্ত, জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, শুক্রবার তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যার জেরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা সহ পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হবে।

ইতিমধ্যেই দুই ২৪ পরগনা জেলায় আবহাওয়া দপ্তর লাল সতর্কতা জারি করেছে। রবিবার এই দুই জেলায় ঘণ্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের পাশাপাশি প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন ক্যানিংয়ে নির্বাচনি প্রচারসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এখানে আসার সময় দেখলাম আকাশে মেঘ করেছে। একেবারে জলভরা মেঘ। এই জলভরা মেঘের পাশ কাটিয়ে এলাম।’

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছিল তা নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং তা উত্তর-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে। শনিবার সকালে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তখন তার নাম হবে ‘রেমাল’। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘূর্ণিঝড় প্রবল আকার নেবে। পরবর্তীকালে তা উপকূলের দিকে এগোতে থাকবে। যার জেরেই দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টি শুরু হবে। রবিবার মধ্য রাতে বাংলাদেশের খেপুপাড়া ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপের উপকূলবর্তী এলাকায় তা আছড়ে পড়বে।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবেই শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইবে ওইসময়। রবিবার ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়ার ফলে দুই ২৪ পরগনায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। ওই দুই জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও নদিয়াতেও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবারও দুই ২৪ পরগনায় প্রবল ঝড়ের সঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার সন্ধের পর থেকে ঝড় ও বৃষ্টি কমতে পারে।

গোটা পরিস্থিতির মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খুলছে নবান্ন। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বিপর্যয় মোকাবিলায় সমস্তরকম প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পর্যটকদেরও গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

রেমালের আগাম সতর্কতায় মাইকিং। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি জেলায়।

ঘূর্ণিঝড়ের ভাবনা সব দলেরই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুর, ২৪ মে : ষষ্ঠ দফা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে নজর আবহাওয়ায়। ধেয়ে আসছে রেমাল। তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে যেসব জেলায়, তার মধ্যে অন্যতম পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর। রেমালের প্রভাবে কখন দুর্যোগ শুরু হবে, সেই খবর রাখাও ভোটের আগের দিন রাজনৈতিক দলগুলির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আবহাওয়ার মতিগতির ওপরেই নির্ভর করবে ভোট করানোর স্ট্র্যাটেজি।

শুক্রবার বিকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। জায়গায় জায়গায় কালো করে জমেছে মেঘ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শনিবার বেলা বাড়তে বৃষ্টি শুরু হবে। শনিবার মেদিনীপুর, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথিতে ভোট। নির্বিঘ্নে ভোট করানো নিয়ে উদ্বেগে রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন। প্রয়োজনে বিপর্যয় মোকাবিলার কৌশল ঠিক করতে শুক্রবার দফায় দফায় বৈঠক করেন জেলা শাসকরা। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গেও ভিডিও কনফারেন্স হয় তাঁদের।

শুক্রবার ছিল রাস্তাঘাট শুনসান। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে কেরানিটোলা হয়ে কালেক্টরেট মোড়, সর্বত্র দোকানপাট বন্ধ। সন্ধ্যার দিকে কিছু দোকান খুললেও রাস্তাঘাট ফাঁকাই। কমিটেড ভোটারদের সকাল সকাল বুথে নিয়ে যেতে স্থানীয় নেতাদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে সব দলেরই। মেদিনীপুর শহরে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে একটি হোটেলে রয়েছেন মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া। এদিন সকাল থেকে দলের জেলা অফিসে দলীয় বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল আছেন খড়্গপুর শহরে অস্থায়ী বাসভবনে।

যুযুধান দুই দলের লক্ষ্য একটাই, সকাল থেকে যত বেশি ভোটারকে বুথমুখী করা যায়। তাঁদের আশঙ্কা, দুর্যোগ শুরু হলে ভোটাররা আর বুথে আসবেন না। সেক্ষেত্রে ভোটদানের হার কমতে পারে। তৃণমূলের ধারণা, ভোট যত বেশি পড়বে, তাদের জয়ের সম্ভাবনা তত বেশি হবে। বিজেপি মনে করছে, ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট পড়লে মেদিনীপুর আসন ধরে রাখা তাদের পক্ষে সহজ হবে। জুন বলেন, ‘ভোটারদের সকাল সকাল ভোট দিতে প্রথম থেকে আবেদন করেছি। আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ তো রয়েছেই।’

অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই। তবে চাইব, বেশি সংখ্যক ভোট পড়ুক। ভোটাররা সকাল সকাল বুথে গেলে ভোট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোবে।’ শুক্রবার বিকালে মেদিনীপুর শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল দেখা গেল। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক এবং বিডিওরা। ভোট শেষ হওয়ার পর ভোটকর্মীরা ডিসিআরসিতে পৌঁছোতে অসুবিধায় পড়লে রিটার্নিং অফিসারকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নন্দীগ্রামের খুনে রিপোর্ট তলব বোসের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ মে : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক চরমে। আইন-আদালতে গিয়েও ঠেকেছে বিষয়টি। তারই মধ্যে নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় রাজ্যের কাছে অবিলম্বে ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ চেয়ে পাঠালেন রাজ্যপাল। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনা নিয়েও আবার সরব হয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল বলেছেন, ভোটের আগে এই রক্তস্নান বন্ধ হোক। এই ব্যাপারে সরকারকেও সক্রিয় হতে হবে। রাজ্যে ভোটের আচরণবিধি যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হয়, তা দেখতে হবে সরকারকে।

রাজ্যপাল শুক্রবার নন্দীগ্রামের রিপোর্ট তলব করলেও নবান্নে প্রশাসনের তরফে তেমন সক্রিয় কোনও মনোভাব এদিন দুপুর পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলের একাংশের মতে, এই মুহূর্তে রাজ্যে লোকসভা ভোট চলছে বলে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি এখন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারে। নন্দীগ্রামের ঘটনার ওপর নির্বাচন কমিশনই একমাত্র রিপোর্ট দিতে পারে রাজ্যপালকে।

ভোটে চৌকিদার হবেন শুভেন্দু

কলকাতা, ২৪ মে : বসিরহাট জিততে ভোটের দিন চৌকিদারের মতো পাহারা দেবেন শুভেন্দু। শুক্রবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে সন্দেশখালি বাজারে সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘ভোটের দিন সকাল থেকে চৌকিদারের মতো আমি পাহারা দেব।’ বসিরহাট জিততে সন্দেশখালিতে তৃণমূলের প্রার্থীকে এক লাখ ভোটে হারানোর জন্য সন্দেশখালির মানুষের কাছে আর্জি জানান শুভেন্দু।

শুক্রবার সন্দেশখালির সভা থেকে শুভেন্দু বলেন, ‘হাড়োয়া, বাদুড়িয়ার অঙ্ক মেলাতে হবে। অনেক যোগ-বিয়োগ-অঙ্ক কষা বাকি আছে।’ ভোট লুট ঠেকাতে ভোটের দিনে সন্দেশখালি সহ বসিরহাটে নিজেই চৌকিদারের মতো পাহারা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু। এর আগে দুর্নীতি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেকে দেশের চৌকিদার বলেছিলেন। এদিন বসিরহাটের ভোট লুট ঠেকাতে শুভেন্দুর মন্তব্যে তারই ছায়া দেখছে রাজনৈতিক মহল।

ধর্মের ছকে জয়ের অঙ্ক বসিরহাটে

অরূপ দত্ত

বসিরহাট, ২৪ মে : টাকি স্টেশনের টোটোস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো সব টোটো, অটোর পিছনে নুরুলের ছবি। হাজি নুরুল বসিরহাটে তৃণমূল প্রার্থী। ভোটের কথা বলতেই এক অটোচালক একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললেন, ‘পেটের দায়ে ছবিটা লাগাতে হয়েছে। আমরা দিদির পার্টি করি ঠিকই, কিন্তু এবার ভোট দেব বিজেপিতে। নাহলে এখানে বাঁচা দায়। যা-ই করি না কেনও, আগে তো আমরা হিন্দু।’

ধামাখালির খেয়াঘাটের কাছে আলাপ হল ক্যাবচালক স্থানীয় এক তরুণের সঙ্গে। সন্দেশখালির কথা তুলতেই থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলির মতো ছিটকে এল তাঁর উত্তর। ‘এখানে দুটো দল। হিন্দু আর মুসলিম। মুসলমানরা ভোট দেবে তৃণমূলকে। হিন্দুরা দেবে বিজেপিকে। রাজনৈতিক দল দেখে বসিরহাটের মানুষ আর ভোট দেবে না।

বাদুড়িয়া মোড়ে চায়ের দোকান সাতসকালেই ভোটের আলোচনায় সরগরম। রঞ্জিত মান্না (নাম পরিবর্তিত) আচমকা ফুঁসে উঠে বললেন, ‘শাহজাহান কি ধোয়া তুলসীপাতা? আমাদের নেতারা কি জানতেন না? দলের নেতারা কি কেউ আজ পর্যন্ত বলেছেন, এটা অন্যায় হয়েছে? আমরা কি দলের কেউ নই? মুসলিম বলে অপরাধী জেনেও চুপ করে থাকতে হবে? লিখে রাখ, না জিতলেও বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপির ভোট বাড়বে।’

বসিরহাটের বাতাসে এখন সন্দেশখালির বার্তা। বিজেপির বসিরহাট জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ মানলেন, ‘কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ঠিকই, তবে সন্দেশখালি আন্দোলনের জেরে সেই ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে আনতে পেরেছি। গোটা বসিরহাটে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। সন্দেশখালির জমি লুট আর মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদের প্রতীক এখন রেখা পাত্র।’

ভোটবাদ্যি

দু’একটি জায়গায় ব্লক ভোটের সম্ভাবনা মেনে নিলেও তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর দাবি, ‘সন্দেশখালি আন্দোলন যে নাটক, সেটা মানুষ ধরতে পেরেছে। তবে এটা ঠিক, জোর করে জমি দখল করে, নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ির ব্যবসায় আমাদের নেতারা অন্যায় করেছেন। তার জন্য আমরা মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছি।’ সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার বলেন, ‘তৃণমূল, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ভোটের ভাগাভাগি করতে চাইছে। আমরা মানুষকে আমাদের সাধ্যমতো বোঝাচ্ছি। মানুষ ভোট দিতে পারলে তৃণমূল-বিজেপি যেমন ভাবছে, তেমন নাও হতে পারে।’

হাড়োয়া বাজারে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি টাঙানো দড়িতে ঝুলছে হাজি নুরুলের বিশাল কাটআউট। রাস্তার দু’ধারে যতদূর চোখ যায় শুধু ঘাসফুলের পতাকা। মাঝে দু’একটা কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা লাল পতাকা আর সবুজ রংয়ের ওপরে আইএসএফ লেখা পতাকা জানান দিচ্ছে হাড়োয়ার মাঠে তারা আছে। ৫৮ শতাংশ মুসলিমর বাস হাড়োয়ায়।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকাতেই মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ বা তার বেশি। বসিরহাট উত্তরে সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশ, হাড়োয়ায় ৫৮, মিনাখাঁ, বাদুড়িয়া ও বসিরহাট দক্ষিণে প্রায় ৫০ শতাংশ। সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জে ২৫ শতাংশের আশপাশে। সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জে মতুয়াদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। হিঙ্গলগঞ্জে প্রায় ৫৬ শতাংশ, সন্দেশখালিতে ২৫ শতাংশ। বসিরহাট দক্ষিণে হিন্দু ও সংখ্যালঘু ভোট সমান সমান। বাদুড়িয়াতেও তাই। এই অঙ্ক মাথায় রেখে সন্দেশখালি, বসিরহাট দক্ষিণ, হিঙ্গলগঞ্জ ও বাদুড়িয়ায় জেতার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি।

জারি ১৪৪ ধারা

কলকাতা, ২৪ মে : কলকাতা জুড়ে হিংসাত্মক ঘটনার ছক চলছে। কলকাতা পুলিশের কাছে এসেছে এই রিপোর্ট। এই ছক বানচাল করতেই ২৮ মে থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত দু’মাসের জন্য কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে। কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সংবাদ জানিয়েছেন। মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোড শো করার কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রোড শো হবে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ১ জুন যে নির্বাচন হবে, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতার কেন্দ্রগুলি। তার আগেই কলকাতায় হিংসাত্মক ঘটনার ছক কষা হয়েছে। বিশেষ করে বৌবাজার ও হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায় ওই হিংসাত্মক ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ধর্মতলার কেসি দাস মোড় থেকে ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে টিপু সুলতান মসজিদের কাছাকাছি এলাকায় গণ্ডগোলের সম্ভাবনা রয়েছে।

সাধু-সন্ন্যাসীদের অপমানের প্রতিবাদে রাজপথে মিছিলে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন সহ একাধিক হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের সাধু-সন্তরা। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি থেকে সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত বর্ণাঢ্য মিছিল করেন তাঁরা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

জঙ্গলমহলে কমিশনের চ্যালেঞ্জ হাতি

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ২৪ মে : জঙ্গলমহলে বিচ্ছিন্নভাবে দাপিয়ে বেড়ানো ১০০ হাতিকে সামাল দিয়ে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করাই কমিশনের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। মাত্র কয়েক বছর আগেও মাওবাদী অধ্যুষিত জেলা বলে পরিচিতি থাকলেও মাওবাদীরা এখন ঝাড়গ্রামের মাথাব্যথার কারণ নয় বললেই চলে। বর্তমানে দুশ্চিন্তার কারণ হাতির দল। তাই ভোটের দিন এবং তার আগের দিন হাতিদের সামাল দিতে প্রশাসনিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলার বনাঞ্চলগুলি চারটি বন বিভাগে বিস্তৃত। এরমধ্যে রয়েছে রূপনারায়ণ, খড়্গপুর, মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম। এই চারটি বন বিভাগে প্রায় ১০০টি হাতি অবস্থান করছে। তার মধ্যে শুধু ঝাড়গ্রাম বিভাগেই রয়েছে ৭৩টি হাতি। খড়্গপুর বিভাগে রয়েছে ২২টি। বাকি মেদিনীপুর এবং রূপনারায়ণ বিভাগে ২/৩টি করে রয়েছে।

জঙ্গলমহলে যত্রতত্র হাতির বিচরণে উদ্বেগে কমিশন।

হাতিদের গতিবিধি অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম বন বিভাগ ইতিমধ্যে ১৪০টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাকি তিনটি বিভাগ নিয়ে মোট স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ২০০-এর বেশি। জঙ্গল লাগোয়া এইসব বুথে থাকছে বিশেষ নজরদারি।

রেঞ্জ অনুযায়ী ভাগ করে প্রতিটি রেঞ্জে ৩ থেকে ৫টি করে মোবাইল টিম, ২টি করে হুলা টিম, এবং ৩টি করে গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সেইসঙ্গে থাকছে হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়ি। প্রয়োজন অনুসারে ঐরাবত ঘুরবে। জঙ্গল লাগোয়া বুথে যাওয়ার আগে হাতির গতিবিধি জেনে তারপরই ভোটকর্মীদের নিরাপদ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বুথ এলাকার পাশাপাশি হাতি থাকলে তৎক্ষণাৎ হুলাপার্টি দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হবে।

শুক্রবার সকাল থেকেই প্রতি মুহূর্তে হাতির দলের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে বন দপ্তর। বন দপ্তরের ৪টি বিভাগেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকার ভোটাররা সকাল সকালই জঙ্গলের রাস্তা ধরে বুথে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান। হাতি থাকলে রাত থেকেই সেইসব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। বসানো হচ্ছে ড্রপ গেটও।

সবমিলিয়ে হাতির হানায় যাতে একজন ভোটারেরও ক্ষতি না হয় সেজন্য জঙ্গলমহলজুড়ে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু ও হিরণ

কলকাতা, ২৪ মে : পুলিশি অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে একযোগে মামলা দায়ের করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। কোনও তথ্য ও নথি ছাড়াই পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। এই অভিযোগে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা। শুক্রবার মামলা দুটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার কোলাঘাটে শুভেন্দুর ভাড়াবাড়িতে পৌঁছোয় ৭০ থেকে ৮০ জন পুলিশের দল। ওইদিন মধ্যরাতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়কের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। ওইদিন বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সৌমেন মিশ্র ও মেদিনীপুরের বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। এই নিয়েই এবার মামলা করলেন বিরোধী দলনেতা ও হিরণ।

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাওয়াতের। শুক্রবার মান্ডির নির্বাচনি সভায়।

নবীনকে হারাতে পদ্মের শ্রীক্ষেত্র তাস

পুরী, ২৪ মে : নীতিগত অবস্থান ধরলে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডির সঙ্গে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই নরেন্দ্র মোদির বিজেপির। গত এক দশকে প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় ইস্যুতে বিজেপির পাশে ছিল বিজেডি। যে-কোনো বিলে সম্মতি থেকে শুরু করে পদ্মপ্রার্থীদের সমর্থন, সবেতেই নবীন মোদির সঙ্গে সেঁটে ছিলেন ছায়ার মতো। বিজেপি-বিজেডির মিল মন্দির ইস্যুতেও। রাম মন্দির নিয়ে মোদি যতটা বিহ্বল, নবীন ততটাই আপ্লুত জগন্নাথ মন্দির নিয়ে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালা মূর্তি প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন আগেই পুরীতে শ্রীজগন্নাথ হেরিটেজ করিডর প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সেই সময় রাম মন্দিরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল পুরীর উপকূলে। ঘরে ঘরে উড়েছিল ভাগোয়া ঝান্ডা।

এনডিএ শিবিরে বিজেডি ছিল ১৯৯৮ সাল থেকে। ২০০৯-এ কান্ধমালে সাম্প্রদায়িক হিংসার পর এনডিএ শিবির ছাড়লেও বিজেপির সঙ্গে সখ্য নষ্ট হয়নি নবীনের। তারা সমস্ত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটেই আসন রফা করে ক্ষমতা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। চলতি লোকসভা ভোটের আগেও তারা গলা জড়াজড়ি করেই চলছিল। এক সভায় মোদি ভাষণ শুরু করেছিলেন এই বলে যে, 'মুখ্যমন্ত্রী মেরে মিত্র শ্রীমান নবীন পট্টনায়েকজি'।

কিন্তু শেষবেলায় বাধ সাধলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ, তাঁরা দেখলেন, সিকি শতক ক্ষমতায় থাকার জেরে রাজ্যে তীব্র নবীন বিরোধী হাওয়া বইছে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে জগন্নাথধামের খোলনলচে বদলে ফেলার নবীন-পরিকল্পনায় অসন্তোষ দানা বেঁধেছে প্রাচীনপন্থী ও ধর্মভীরু রাজ্যবাসীর মধ্যে। তৃতীয়ত, পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে জগন্নাথ

জগন্নাথ মন্দিরে মোদি ও নবীন পট্টনায়ক। -ফাইলচিত্র

মন্দিরের সংস্কার নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে শ্রীক্ষেত্রের বাসিন্দাদের।

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের কেন্দ্রকে বোঝালেন, জোট বেঁধে ক্ষমতা ভোগের আর প্রয়োজন নেই ওড়িশায়। এবার একাই লড়াই করা উচিত দলের। লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একইসঙ্গে হওয়ায় এক ঢিলে দুই পাখি মারার এর চেয়ে ভালো মওকা আর হয় না।

রাতারাতি রং ও রুট বদল হল বিজেপির। মোদির মিত্র থেকে শত্রু হয়ে গেলেন নবীন। করিডর বানাতে গিয়ে কীভাবে ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক শ্রীক্ষেত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে, নির্বিচারে ভাঙা হয়েছে শয়ে শয়ে প্রাচীন মঠ, মন্দির, এমনকি উন্নয়নের বেদিমূলে বলি দেওয়া হচ্ছে জগন্নাথধামের সৌন্দর্যকেও, সেসব অভিযোগ উঠে এল মোদি, অমিত শা এবং পুরীর বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্র ও তাঁর দলবলের গলায়। মোদি বললেন, 'গত ২৫ বছরে উন্নয়ন হয়নি ওড়িশার, বিশেষত শ্রীক্ষেত্রের। এখন করিডরের নামেও নয়ছয় চলছে। নবীনের হাতে না রাজ্যবাসী না জগন্নাথদেব, কেউই নিরাপদ নন। আমরা তেমন কাউকেই মুখ্যমন্ত্রী চাইব যিনি ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতি জানেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন এবং যিনি বহিরাগত নন।' একদা বন্ধুকে মোদি বিঁধেছেন জগন্নাথের রত্নভাণ্ডার দুর্নীতি নিয়েও।

অমিত শা-র কথায়, 'ওড়িশা প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন এখানের তরুণদের চাকরি নেই? কেন তাঁদের কাজ খুঁজতে ভিনরাজ্যে যেতে হয়? উপকূলবাসীর এত দারিদ্র্য কেন? এই রাজ্যকে পালটে দেওয়াই এখন একমাত্র লক্ষ্য বিজেপির।'

স্থানীয় সাংবাদিক থেকে শুরু করে সমাজকর্মীরাও বলছেন, মোক্ষম চাল চেলেছেন মোদি-শা-রা। মিত্রতার চোরাবাঁকে নৌকা, মন্ত্রী সব খুইয়ে নবীন এখন কিস্তিমাতের দোরগোড়ায়।

আমি পদত্যাগ করলে মমতা, বিজয়ন সরকারের পতন : কেজরি

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তী জামিনে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বিজেপি বিরোধী সুর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই চড়া মেজাজেই দেখা গেল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ফের জেলে যেতে হলেও তিনি যে বিজেপি বিরোধী অবস্থান বজায় রাখবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেজরিওয়াল।

তাঁর সাফ কথা, তিনি বা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা জেলে গেলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতা চালিয়ে যাবে আপ। হাজতবাসের সময়ও তিনি যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন আপপ্রধান। কেজরিওয়ালের দাবি, তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে নিশানা করবে কেন্দ্র। তাঁর কথায়, 'আমি কখনই চেয়ার বা পদের লোভ করিনি।... মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ৪৯ দিনের মাথায় ইস্তফা দিয়েছিলাম। নীতিগত কারণে তা করেছিলাম। এবার পদত্যাগ করিনি সেটা আমার লড়াইয়ের অংশ।'

কেজরিওয়াল আরও বলেন, 'ওরা আমায় মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। যাতে আমি পদত্যাগ করি ও দিল্লিতে সরকার পড়ে যায়। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমি যদি আজ পদত্যাগ করি তাহলে আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনারাই বিজয়নের সরকার পড়ে যাবে। যেখানেই বিজেপি হারবে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং সরকারের পতন ঘটবে। এই যুদ্ধে লড়তে হবে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য,

'গণতন্ত্রকে জেলে পাঠালে জেল থেকেই গণতন্ত্র চলবে। আমরা দাঁত-নখ দিয়ে হলেও লড়াই চালিয়ে যাব।' আবার জেলে যেতে হলে তিনি যাতে তিহারে বসেই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

এদিন বিজেপির অন্দরে ক্ষমতার টানাপোড়েন চলছে বলেও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। অন্যান্য নেতাদের এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অমিত শা'কে সমর্থন করেছেন বলে দাবি কেজরিওয়ালের। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বিজেপির অন্দরে একটি উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলছে। অমিত শা'র পথ পরিষ্কার করতে সব বড় নেতাদের সরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদির মুখে ফের বাংলার ওবিসি-রায়

মান্ডি, ২৪ মে : হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর সরকারকে তালাবাজ সরকার বলে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২২ সালের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার জেরে গত বছর অক্টোবরে হিমাচলপ্রদেশ স্টাফ সিলেকশন কমিশন ভেঙে দিয়ে হিমাচলপ্রদেশ রাজ্যচরণ আয়োগ তৈরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য সরকার। সেই ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, '১ লক্ষ চাকরি দেওয়া তো দূর অস্ত, রাজ্যের তালাবাজ সরকার নিয়োগ কমিশনে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, কোনও ক্ষতি হতে দেব না।' কংগ্রেসকে বিঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওরা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিল। আমরা রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু কংগ্রেস ভোটব্যাংক তোষণের স্বার্থে সেই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল।'

এসসি, এসটি, ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি রায়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'মুসলিমদের ৭৭টি শ্রেণিকে ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ভোটব্যাংকের স্বার্থে নেওয়া ওই সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বাতিল করে দিলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা মানতে চাইছেন না।

> ১ লক্ষ চাকরি দেওয়া তো দূর অস্ত, রাজ্যের তালাবাজ সরকার নিয়োগ কমিশনে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, কোনও ক্ষতি হতে দেব না।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

কংগ্রেসও ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চাইছে।' হিমাচলের চারটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জেতানোর বার্তা দেন মোদি।

এদিন হিমাচলের পাশাপাশি পঞ্জাবেও জনসভা করেন মোদি। সেখানে তিনি আপ এবং কংগ্রেসকে বিঁধে বলেন, 'কংগ্রেসের ফোটোকপি পার্টি মিডিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করছে। দিল্লিতে দোস্তি, পঞ্জাবে কুস্তি। একজনকে ভোট দেওয়ার অর্থ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'পঞ্জাবের প্রগতি মোদির গ্যারান্টি। জলন্ধরের শিল্পোদ্যোগ ইন্ডিয়া জোটের কারণে বিপর্যস্ত। বিজেপি জিতলে পঞ্জাবের বিকাশ হবে। গরম যতই হোক, ভোটদানের রেকর্ড হওয়া উচিত।'

জলন্ধরের সভায় মোদি বলেন, 'আপনারা সেবার প্রতিমূর্তি। ষষ্ঠ দফার ভোট আগামীকাল। যাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে বেলুন ফোলাচ্ছিলেন, তাঁদের বেলুন ফেটে গিয়েছে। আর কেউ কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়াকে ভোট দিতে চান না। আপনারা যাকে জিজ্ঞাসা করবেন তিনিই বলবেন মোদি সরকার ফের আসবে। ঈশ্বররূপী জনতা জনার্দন যখন মোদিকে ক্ষমতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তাহলে কেউ কি অন্য কিছু করতে পারে।' তাঁর দাবি, মোদি জমানায় ২৫ কোটি মানুষ গরিবি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

বিজেপির দালাল পিকে, দাবি লালুপুত্রের

পাটনা, ২৪ মে : ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে সরাসরি বিজেপির দালাল বলে আক্রমণ শানালেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিজেপি এবারের নির্বাচনে হারতে চলেছে। তাই তৃতীয়, চতুর্থ দফার ভোটের পর একটি ন্যারেটিভ তৈরির জন্য প্রশান্ত কিশোরের ডাক পড়েছে। পিকে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিজেপি লোকসভা ভোটে জিতবে বলে দাবি করেছিলেন।

তাঁর সেই বক্তব্য খণ্ডন করে তেজস্বী বলেন, 'প্রশান্ত কিশোর তাঁর দলে বেতনভোগী জেলা সভাপতি রেখেছেন। যা বিজেপিতেও নেই। আমি জানি না উনি কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছেন। উনি প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করেন। একজনের তথ্য অন্যজনকে দেন। উনি শুধু বিজেপির দালালই নন। উনি বিজেপি মানসিকতার একজন লোক। বিজেপির মতাদর্শই মেনে চলেন উনি। বিজেপি তাদের দলের স্ট্র্যাটেজি মেনে ওঁকে টাকা দেয়।'

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ে সহ সভাপতি হয়েছিলেন পিকে। কিন্তু পরে নীতীশ তাঁকে দল থেকে অপসারিত করেন। কংগ্রেসের সঙ্গেও মাঝে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল পিকের। কিন্তু সেই কথাবার্তাও বেশি দূর এগোয়নি। পিকে বর্তমানে জনসূরয পার্টি নামক একটি সংগঠনের মাথা। তেজস্বী বলেন, 'আমার চাচা নীতীশ কুমার বলেছিলেন, অমিত শা-র হস্তক্ষেপে প্রশান্ত কিশোরকে জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় সহসভাপতি করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত অমিত শা কিংবা প্রশান্ত কিশোর সেই দাবি খণ্ডন করেননি। একেবারে গোড়া থেকে বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন পিকে। উনি যে দলে যাবেন সেই দলকেই ধ্বংস করবেন।'

মৃত বেড়ে ১১

মুম্বই, ২৪ মে : মহারাষ্ট্রের থানে এলাকার ডোম্বিভ্যালির এমআইডিসি ফেজ-২-এ অমুদন কেমিক্যাল কোম্পানির রাসায়নিক কারখানার আগুনের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১। এখনও কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন হাসপাতালে। মহিলা সহ ৬৪ জন কমবেশি জখম হয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মৃতদের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও তিনি ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা হেলিকপ্টারের। শুক্রবার রুদ্রপ্রয়াগে।

কেদারগামী কপ্টারের জরুরি অবতরণ

দেরাদুন, ২৪ মে : শুক্রবার সকালে কেদারনাথগামী হেলিকপ্টারে মাঝ আকাশে দেখা দিল যান্ত্রিক ত্রুটি। তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট হেলিকপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করালেন। নির্ধারিত হেলিপ্যাডের ১০০ মিটার আগে নামল কপ্টার। যাত্রীরা অক্ষত আছেন। হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ঘটনার কথা কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণমন্ত্রককে জানানো হয়েছে। কপ্টারটিতে হঠাৎ কেন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিল, তা নিয়ে তদন্ত করা হবে। রুদ্রপ্রয়াগের জেলাবিপর্যয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ছ'জন যাত্রীকে নিয়ে কপ্টারটি সিরসি থেকে কেদারনাথ ধামের উদ্দেশে উড়েছিল। রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক সৌরভ গাহারওয়ার জানান, কপ্টারের পিছনের দিকে সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

প্রোজ্জ্বলকে শোকজ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : অবশেষে জেডিএস থেকে সাসপেন্ড হওয়া হাসানের বিদায়ি সাংসদ প্রোজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নাতির পাসপোর্ট বাতিলের প্রক্রিয়াও শুরু করেছে জয়শংকরের মন্ত্রক। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া প্রোজ্জ্বলের কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করার জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন। তারপরেই এই ব্যবস্থা।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রোজ্জ্বল রেভান্নার কূটনৈতিক পাসপোর্টে জার্মানিতে গেলেও এই ভ্রমণের জন্য তিনি বিদেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র নেননি। কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলে জার্মানিতে যাওয়ার জন্য ভিসা লাগে না। এই অবস্থায় প্রোজ্জ্বলের কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করা হলে তার সেদেশে থাকা অবৈধ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে, কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করা হলে প্রোজ্জ্বলের দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

অষ্টাদশ লোকসভার ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন প্রোজ্জ্বলের একাধিক অশ্লীল ভিডিও নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, গৃহপরিচারিকা সহ বহু মহিলার ওপর টানা তিনবছর ধরে যৌন হেনস্তা, ধর্ষণ চালিয়েছেন দেবেগৌড়ার বড় ছেলের ছেলে তথা হাসানের জেডিএস-বিজেপি প্রার্থী প্রোজ্জ্বল রেভান্না। ভিডিওকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিতে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে প্রোজ্জ্বল মামলার দায় রাজ্য সরকারের উপরেই চাপিয়েছেন।

বিভবের জেল হেপাজত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : স্বাতী মালিওয়াল নিগ্রহ কাণ্ডে চারদিনের জেল হেপাজত হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী বিভব কুমারের। শুক্রবার দিল্লির একটি আদালত বিভবকে চারদিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে। ২৮ মে তাঁকে আবার আদালতে হাজির করা হবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ও লাগোয়া এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিভিআর যাতে নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে, সেই আবেদন আদালতে জানান বিভবের আইনজীবী।

ভূমিধসে ঘুমের মধ্যে জীবন্ত সমাধির আশঙ্কা শতাধিকের

সিডনি, ২৪ মে : পাপুয়া নিউগিনিতে শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ ভূমিধসে ঘুমের মধ্যে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিধস নেমেছে এনগা প্রদেশের কাওকালান গ্রামে। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ৩ টের ঘরে। সকলেই গভীর ঘুমে। ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধসে চাপা পড়ে যান বহু মানুষ। ৫০টিরও বেশি বাড়ি ধসের কবলে পড়েছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩০০ হতে পারে। এক গ্রামবাসী তাঁর দুই সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে রাক্ষুসে ধস এসে তাঁদের সবাইকে চাপা দেয়। ভূমিধস কবলিত জায়গাটি পাথুরে। সেখানে বড় বড় গাছ রয়েছে। তাই ধসে চাপাপড়াদের উদ্ধার করা কঠিন। উদ্ধার কাজে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে স্থানীয়রা হাত লাগিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজনকে জীবন্ত উদ্ধার করা গিয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

উৎখাতের হুংকার খাড়গে-তেজস্বীর

দেওঘর, ২৪ মে : দেশ থেকে বিজেপি এবং মোদি সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রবিরোধী সুর চড়ান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনও। শুক্রবার দেওঘরে ইন্ডিয়া জোটের এক নির্বাচনি জনসভায় তাঁরা ভাষণ দেন। খাড়গে বলেন, 'ইংরেজদের মতো নরেন্দ্র মোদিও গত ১০ বছরে ঝাড়খণ্ডের জল, জঙ্গল এবং জমি নিজের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিও বিক্রি করে দিচ্ছেন তিনি। উনি আমাদের কাছে ৫৫ সালের কাজের হিসেব চাইছেন। আমরা তা দিতে রাজি আছি। কিন্তু আপনি ১০ বছরে কী করেছেন তার হিসেব আগে দিন।' কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী দলিত, আদিবাসীদের অপমান করেছেন। ইন্ডিয়া জোটের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী খাড়গে বলেন, এবার আমরা বিজেপিকে হারিয়ে দেখাব। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে ইন্ডিয়া জোট। আমরা যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছি সেগুলি আমরা পালন করব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উনি ৫ কেজি র‍্যাশন বিনামূল্যে দেবেন গরিবদের। উনি কি নিজের ঘর থেকে এনে দিচ্ছেন? আমরা সবুজ বিপ্লব করেছিলাম, খাদ্য সুরক্ষা আইন তৈরি করেছিলাম বলেই তো উনি দিতে পারছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে বিনামূল্যে ১০ কেজি র‍্যাশন দেব।'

পিঠ এবং কোমরের ব্যথায় কাবু তেজস্বী চেয়ারে বসে বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের সবথেকে মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী। উনি মিথ্যা কথা বলার কারখানা। বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মানুষের সঙ্গে সবসময় প্রতারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদিজি ইস্যু নিয়ে কথা বলেন। আপনার মুখ থেকে গরিবির গ বেরোয় না, মূল্যবৃদ্ধির ম বেরোয় না, বেকারত্বের ব বেরোয় না। আপনি কতজন তরুণকে চাকরি দিয়েছেন গত ১০ বছরে হিসেব দিন। আগামী ৫ বছরে ঝাড়খণ্ডের জন্য কী কাজ করবেন তা নিয়েও কিছু বলছেন না।'

শিশুর লিঙ্গ জানতে স্ত্রীর পেট কাটায় স্বামীর যাবজ্জীবন

লখনউ, ২৪ মে : বিশ্বায়নের ভারতে মেয়েরা সব দিকে এগোলেও, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা যাচ্ছে না। ছেলেকে এখনও বংশের প্রদীপ বলে মনে করা হয়। কোনও বধূ একাধিক কন্যার জন্ম দিলে বহু পরিবারে তাঁর মর্যাদা থাকে না। এখনও অনেক স্বামী চান, তিনি যেন ছেলের বাবা হতে পারেন। এক পরিবারের কর্তার এমনই এক বাসনার উগ্রপ্রকাশের সাক্ষী চার বছর আগেই হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বদাউন।

পাঁচবার কন্যাসন্তান প্রসবের পর ষষ্ঠবার স্ত্রীর গর্ভের ভ্রূণ ছেলের না মেয়ের, তা জানতে স্ত্রীর পেট চিরে ফেলেছিলেন পান্নালাল। প্রচুর রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও স্ত্রী বেঁচে যান। সেই ঘটনায় আদালত শুক্রবার পান্নালালের যাবজ্জীবনের সাজা দিল। স্ত্রী বাঁচলেও গর্ভের সন্তানকে কিন্তু বাঁচানো যায়নি। সেই সন্তানটি ছিল পুত্রসন্তান। বর্তমান বিশ্বে ছেলের চেয়ে মেয়েরা কোনও অংশে কম নয়। মানুষ করতে পারলে পুত্রের কাজ করে কন্যা। তবুও মন থেকে পুত্রের প্রতি দুর্বলতা কমানো যাচ্ছে না।

কন্যার জন্মদিলে মায়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ বহু পরিবারে একটা প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। সমাজের এ এক জঘন্য ব্যাধি। যোগীরাজ্যের পান্নালালও এই ব্যাধিগ্রস্ত। স্ত্রী অনীতার সঙ্গে তার নিত্য ঝগড়া হত। ষষ্ঠবার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর অশান্তি চরমে পৌঁছোয়। একদিন পান্নালাল আট মাসের গর্ভবতীকে বলে, সে পেট চিরে দেখবে গর্ভস্থ শিশু ছেলে না মেয়ে? মেয়ে হলে স্ত্রীকে পরিত্যাগের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল। ভীত স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছুটতে শুরু করলে সে তাকে পাকড়াও করে। যা বলেছিল সেটাই করে। অনীতার চিৎকারে পাশের দোকান থেকে ছুটে আসেন তাঁর ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পান্নালাল চম্পট দেয়।

পোর্শে কাণ্ডে অপরাধের দায় নিলেন গাড়িচালক

পুনে, ২৪ মে : পুনের পোর্শে কাণ্ডে নয়া মোড়। ঘাতক গাড়িটি চালানোর দায় স্বীকার করেছে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ির গাড়িচালক। তাঁকে জেরা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত নাবালকের বাবা-মায়ের চাপে এবং টাকার লোভে গাড়িচালক দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন। এদিকে চালকের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিযুক্ত কিশোর এবং তার দুই বন্ধুও দাবি করেছে, ঘটনার রাতে গাড়িচালকের হাতেই পোর্শের স্টিয়ারিং ছিল।

পুনের পুলিশ কমিশনার অমিতেশ কুমার শুক্রবার বলেছেন, 'পোর্শের ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় ১৭ বছর বয়সি কিশোরের বদলে এক গাড়িচালককে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। নাবালকের বিরুদ্ধে যাতে অভিযোগ না ওঠে, সেই জন্য দুর্ঘটনার রাতেই তার বদলে অন্য একজনকে চালক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল।' কমিশনারের কথায়, 'এটা সত্যি যে শুরুতে চালক বলেছিলেন, তিনিই পোর্শে

নেপথ্যে চাপ ও টাকার খেলা, সন্দেহ পুলিশের

চালাচ্ছিলেন। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। কার চাপে চালক এমন কথা বলেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।''

নাবালকই যে দুর্ঘটনার রাতে পোর্শের চালকের আসনে ছিল তা প্রমাণ করার মতো সিসিটিভি ফুটেজ তাঁদের কাছে রয়েছে বলে পুলিশকর্তা জানিয়েছেন। এর আগে ওই নাবালক যে বন্ধুদের সঙ্গে ২টি বারে মদ্যপান করেছিল, সেই সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের হাতে

এসেছে। এদিন অমিতেশ কুমার জানান, মদ্যপান করলেও নাবালক ও তার বন্ধুরা সজ্ঞানে ছিল। এমনটা নয়, নেশার ঘোরে তারা বুঝতে পারেনি যে গাড়ির গতি বেড়ে গিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তারপরেও ওই কিশোর গাড়ির গতি কমায়নি। পরিণামে সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া দুই তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান। মৃতদের নাম অনীশ আওয়াধিয়া এবং অশ্বিনী কোস্তা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ১৯ মে গাড়ি দুর্ঘটনার কয়েকঘণ্টা আগে অভিযুক্ত ও তার বন্ধুরা ২টি পাবে মদ ও খাওয়াদাওয়া বাবদ মোট ৬৯ হাজার টাকা খরচ করেছিল। কিশোরের বাবা তথা এক রিয়েল এস্টেট সংস্থার মালিক বিশাল আগরওয়ালকে ২১ মে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পরেই কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হলেও কয়েকঘণ্টার মধ্যে সে জামিন পেয়ে গিয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কিশোরকে পিৎজা, বার্গার কিনে খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু গাড়ির ধাক্কায় দুই তরুণের মৃত্যুর জেরে পুনেতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। এরপরেই ফের সক্রিয় হয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় কিশোরকে। তাকে একটি পর্যবেক্ষণ হোমে পাঠানো হয়েছে।

বুথওয়াড়ি পরিসংখ্যান নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়

ভোট-তথ্য দিতে হবে না কমিশনকে

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : নির্বাচন কমিশনকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রতিটি বুথের ভোটদানের পরিসংখ্যান প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন নেই।

নির্বাচন কমিশনকে তাদের ওয়েবসাইটে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ভোটদানের চূড়ান্ত তথ্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই আর্জি শুক্রবার বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ। তারা বলেছে, লোকসভা নির্বাচনের পরে বিষয়টির শুনানি হতে পারে। বেঞ্চ আরও বলেছে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝখানে কমিশনের কর্মকাণ্ডে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়।

শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পাঁচ দফার ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। আর মাত্র দুই দফা বাকি আছে। রাত পোহালেই শুরু হবে ষষ্ঠ দফার ভোট। এই অবস্থায় বুথওয়াড়ি ভোটদানের যাবতীয় তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলে প্রয়োজনীয় লোকবল সংগ্রহ করা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কঠিন হবে।

বিচারপতি দত্তের কথায়, 'আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে। নির্বাচনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো ঠিক হবে না। সমস্যার নিষ্পত্তি করার উপায় না থাকলে তাকে আরও জটিল করে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।'

বেঞ্চের আরও বক্তব্য, 'আবেদনটি শুধুমাত্র সন্দেহ এবং আশঙ্কার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নির্বাচন পরিচালনা করা একটি কঠিন কাজ যাতে জাতীয় স্বার্থেই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'

বুথওয়াড়ি ভোট-তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে শীর্ষ আদালতে একটি অন্তর্বর্তী আবেদন করেছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)। শুক্রবার সেই আবেদনটি স্থগিত রাখে অবকাশকালীন বেঞ্চ। বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে এই বিষয়ে যে মূল আবেদনটি করা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই আবেদনের বক্তব্য প্রায় এক। মূল আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটি এখনও চলছে। নির্বাচনের পরে নিয়মিত বেঞ্চে বর্তমান মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছে অবকাশকালীন বেঞ্চ। আদালতের এদিনের নির্দেশের ফলে ভোটের মধ্যে কোন বুথে কত ভোট পড়ল, তা আপাতত জানতে পারবেন না সাধারণ মানুষ।

প্রতিটি বুথে ভোটগ্রহণের পর 'ফর্ম ১৭সি'-তে ভোটদান সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করেন সংশ্লিষ্ট বুথের প্রিসাইডিং অফিসার। ভোটগ্রহণের পরই ওই ফর্মের প্রথম অংশ স্ক্যান করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছিল এডিআর। ১৭ মে নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। কমিশনের জবাব ছিল, নির্বাচনি আইনে কোথাও ভোটদানের তথ্য প্রকাশ করতেই হবে, এমন কথা বলা নেই। তাছাড়া এই বিপুল সংখ্যক বুথের তথ্য এত দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠীর ভোটে আজ নজর ৫৮টি কেন্দ্রে

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : শাসকের দাবি, অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে তৃতীয় মোদি সরকারের বোধনের পক্ষেই রায় দেবেন জনতা। বিরোধীদের যুক্তি, মোদি সরকারের বিসর্জনের বাজনা বেজে গিয়েছে। ৪ জুন শুধু ঘোষণা বাকি। বোধন নাকি বিসর্জন, এই ধাঁধার মধ্যেই শনিবার ষষ্ঠ দফার ভোটে নামছে দেশের ৫৮টি লোকসভা কেন্দ্র। ৮টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ওই ৫৮টি কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে দিল্লির ৭, হরিয়ানার ১০, উত্তরপ্রদেশের ১৪, বিহারের ৮টি আসন। পশ্চিমবঙ্গের যে ৮টি আসনে শনিবার ভোট নেওয়া হবে সেগুলি হল, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর।

ঝাড়খণ্ডের ৪, ওড়িশার ৬টি আসনেও শনিবার ভোট নেওয়া হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরি আসনেও শনিবার ভোট হবে। সেখানে ৭ মে তৃতীয় দফায় ভোট হওয়ার কথা ছিল। ভোটের সময় যাতে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

ভোট-ষষ্ঠীতে মোট ৮৮৯ জন প্রার্থীর ভাগ্যনির্ধারণ হবে। তাঁদের মধ্যে নজরকাড়া প্রার্থীরা হলেন সুলতানপুরের বিজেপি প্রার্থী মানেকা গান্ধি, সম্বলপুরের বিজেপি প্রার্থী ধর্মেন্দ্র প্রধান, পুরীর বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্র, উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি প্রার্থী মনোজ তিওয়ারি ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তথা কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়া কুমার, অনন্তনাগ-রাজৌরি আসনের পিডিপি প্রার্থী মেহবুবা মুফতি, কার্নালের বিজেপি প্রার্থী মনোহরলাল খাট্টার, কুরুক্ষেত্রের বিজেপি প্রার্থী নবীন জিন্দাল, রোহতকের কংগ্রেস প্রার্থী দীপেন্দ্র সিং হুডা, গুরগাঁওয়ের কংগ্রেস প্রার্থী রাজ বব্বর।

২০১৯ সালের ভোটে দিল্লির সাতটি এবং হরিয়ানার ১০টি আসনেই বিজেপি জিতেছিল। বিহারের যে ৮টি আসনে শনিবার ভোট হবে সেগুলি হল, বাল্মীকিনগর, পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, শেওহর, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ, মহারাজগঞ্জ এবং বৈশালী। ৮টি আসনে প্রার্থী রয়েছেন মোট ৮৬ জন। তাঁদের ভাগ্যনির্ধারণ করবেন প্রায় দেড় কোটি ভোটার। ওড়িশার ৬টি লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যের ৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটও হবে শনিবার।

কাশ্মীরে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে তৎপরতা

অস্তিত্বের লড়াইয়ে মেহবুবা-ইলতিজা

শ্রীনগর, ২৪ মে : রাত পোহালেই লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে যাবে। এই পর্বের ৫৮টি আসনের তালিকায় রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরি। জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় এখানকার সবকটি বুথে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে প্রশাসন। শুক্রবার বিকালের মধ্যে ভোটকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে গিয়েছেন ভোটকর্মীরা। বুথ ঘিরে মোতায়েন হয়েছে যৌথ বাহিনী। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন যখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করাকেই পাখির চোখ করেছে, তখন আক্ষরিক অর্থে রাজনৈতিক জীবনের কঠিনতম লড়াইয়ে ব্যস্ত মেহবুবা মুফতি।

> আমি আগে জনগণের নেত্রী, তারপর তোমাদের মা। আজ আমি মায়ের হয়ে আপনাদের কাছে একটি মূল্যবান জিনিস চাইতে এসেছি। আপনাদের ভোট।
>
> **ইলতিজা মুফতি**

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শেষ মুখ্যমন্ত্রী এবার পিডিপির টিকিটে এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর লড়াই কংগ্রেস সমর্থিত ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) প্রার্থী মিঞা আলতাফ এবং আপনা পার্টির জাফর ইকবাল মানহাসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকালে ভোটপ্রচারের শেষলগ্নেও জনসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন মেহবুবা। প্রায় ৩ দশক আগে এই আসনেই বাবা মুফতি মহম্মদ সঈদের ভোটপ্রচারের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচনে প্রধান প্রতিপক্ষ ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ধরাশায়ী করেছিল মুফতি-মেহবুবার পিডিপি। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশায় মেহবুবা কন্যা ইলতিজা মুফতি।

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পরেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মেহবুবা। সেই সময় মায়ের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির দায়িত্ব নিয়ে প্রথমবার প্রচারের আলোয় এসেছিলেন তিনি। এবার সেই মায়ের হয়েই পুরোদস্তুর প্রচারে নেমে পড়েছেন ইলতিজা। শেষবেলায় ভেরিনাগের প্রত্যন্ত গ্রাম কুটেতে এক জনসভায় তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমি যখন খুব ছোট ছিলাম সেই সময় মেহবুবা মুফতি রাজনীতিতে এসেছিলেন। তখন নিজের জুতোর ফিতেও বাঁধতে পারতাম না। মা আমাদের বলেছিলেন, আমি আগে জনগণের নেত্রী, তারপর তোমাদের মা। আজ আমি মায়ের হয়ে আপনাদের কাছে একটি মূল্যবান জিনিস চাইতে এসেছি। আপনাদের ভোট।' হাততালির শব্দব্রহ্ম মেহবুবা কন্যার আবেদনকে সমর্থন জানায়।

ইন্ডিয়া জোটের শরিক হলেও জম্মু ও কাশ্মীরে আলাদা লড়াই করছে এনসি ও পিডিপি। কংগ্রেস এবং এনসি'র মধ্যে আসন সমঝোতা হয়েছে। একা লড়লেও তাঁরা যে ইন্ডিয়া জোটের শরিক তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মেহবুবা। তবে মাঠ-ময়দানের রাজনীতি অন্য কথা বলছে। গত লোকসভা ভোটে পিডিপি'র এই সাবেক দুর্গে জয় পেয়েছিল আবদুল্লাদের এনসি। জেতা দুর্গ তাই বিনা যুদ্ধে মেহবুবাকে ছাড়তে রাজি হননি ফারুক, ওমররা। গত বিধানসভা ভোটের পর মেহবুবার সঙ্গে বিজেপির জোট সরকার গঠন ও সেই সরকার ভেঙে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে এনসি প্রার্থী মিঞা আলতাফের প্রচারে।

ইলতিজা ও মেহবুবা মুফতি। *-ফাইলচিত্র*

বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন যে উপত্যকায় পিডিপির জনসমর্থনে ভাঙন ধরিয়েছে, তা একান্ত আলোচনায় স্বীকারও করেন দলের নেতারা। তবে মেহবুবা খোদ প্রার্থী হওয়ায় পিডিপি'র সংগঠন ইদানীং অনেক চাঙ্গা। মেহবুবা-ইলতিজা জুটি এবার অনন্তনাগ-রাজৌরিতে দলের ভোট বৈতরণি পার করাতে পারে কি না এখন সেদিকে তাকিয়ে উপত্যকার রাজনৈতিক মহল।

সিদ্ধিবিনায়কের মন্দিরে পুজো পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডার। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

উত্তর ভারতে বাড়ছে হিটস্ট্রোকের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে শুক্রবার সকাল থেকে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহ। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের বিদর্ভ, পঞ্জাবের কিছু অংশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁইছুঁই। সোমবার পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহ চলবে বলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অন্যদিকে দক্ষিবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে, গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হিটস্ট্রোকের ঘটনা। সূত্রের খবর, চলতি বছর মার্চ থেকে এপর্যন্ত দেশজুড়ে হিটস্ট্রোকের ১৬,৩৪৪টি সন্দেহজনক ঘটনা সামনে এসেছে। ২২ মে একদিনেই হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮৬ জন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল সেন্টার অফ ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি)। যদিও এব্যাপারে শুক্রবার পর্যন্ত কোনও সরকারি বয়ান জারি করা হয়নি।

দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক অতুন গোগিয়া বলেছেন, 'দিল্লিতে তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে তাতে হিটস্ট্রোকের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। আমাদের হাসপাতালের বহির্বিভাগে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ক্লান্তি, দুর্বলতা, মুখ শুকিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা নিয়ে অনেকেই আসছেন।' তিনি জানান, রোগীদের অনেকের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে পড়া, প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার মতো উপসর্গ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীরে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি, দেহের তাপমাত্রা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

তীব্র গরমে দিল্লিতে বুথেই চিকিৎসার ব্যবস্থা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : ৪৭ ডিগ্রি গরমে হাঁসফাঁস করছে দিল্লিবাসী। এরই মধ্যে আগামীকাল দিল্লির সাত লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কোমর বেঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। কাল তাপপ্রবাহের মধ্যে রাজধানীতে একদিকে যেমন ভাগ্যপরীক্ষা প্রার্থীদের, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষা ভোটারদেরও। আইএমডির অনুমান, তাপমাত্রা শুক্র এবং শনিবার ৫৪-৫৬ ডিগ্রি পর্যন্ত অনুভব হতে পারে। আইএমডির এক আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, ২৫ মে সন্ধ্যা থেকে পশ্চিম দিকে বাতাস বইবে। এই কারণে রবিবার আর্দ্রতা কম থাকতে পারে। তাই ভোটারদের কথা ভেবে দিল্লির প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্যারামেডিকেল টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সূর্যের আলো থেকে ভোটারদের রক্ষার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো দিল্লির ভোটকেন্দ্রগুলিতে মেডিকেল রুম তৈরি করা হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্সও মজুত রাখা হচ্ছে প্রতিটি বুথে। পাশাপাশি মজুত রাখা হচ্ছে ওষুধ। থাকবে ওআরএস, কুলার ও ফ্যানের ব্যবস্থাও। দিল্লিতে মোট ২,৬২৭টি ভোটকেন্দ্রে দুজন করে প্যারামেডিকেল স্টাফ মোতায়েন করা হয়েছে।

মোট দেড় কোটি ভোটারের জন্য মোতায়েন হয়েছে ৬০,০০০ সুরক্ষা কর্মী। দিল্লির সাতটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে নয়াদিল্লি আসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন, ইন্ডিয়া গেট, সুপ্রিম কোর্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এই কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ড্রোন ক্যামেরা সহ নজরদারিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে ড্রোন মোতায়েন করা হবে। ৫০টিরও বেশি ড্রোন ব্যবহার করবে। এর মাধ্যমে দিল্লির ৪২৯টি সংবেদনশীল বুথের ওপর নজরদারি করা হবে। একটি ড্রোন দিয়ে ১২ থেকে ১৪টি বুথ পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

অন্যদিকে দিল্লিতে ভোটারদের বুথমুখী করতে একাধিক সুযোগসুবিধা দিচ্ছে এবার রেস্টুরেন্ট, বিউটি পার্লার, শপিং সেন্টারগুলি। কেএফসি, ট্যাকোবেল-এর মতো ফুডচেনগুলি দিল্লিতে গ্রাহকদের ভোট দানের পর ৫০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে। বিউটি পার্লারগুলি জানিয়েছে যে সমস্ত গ্রাহকরা ২৬ মে সার্ভিস নিতে আসবেন তাঁরা আঙুলে ভোটদানের চিহ্ন এবং আই কার্ড দেখালেই ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া বাইক সার্ভিস র‍্যাপিডো ভোটের পর ভোটারদের বাড়িতে বিনামূল্যে রাইড দেওয়ার ঘোষণা করেছে। কেনাকাটায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

মানহানি দোষী মেধা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : বিপাকে সমাজকর্মী মেধা পাটকর। একটি পুরোনো মানহানি মামলায় শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে এই মানহানি মামলা করেছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। সেই মামলায় এদিন দিল্লির সাকেত আদালতের বিচারক রাঘব শর্মা দোষী সাব্যস্ত করেন মেধাকে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আইন অনুযায়ী মেধার দু'বছরের জেল কিংবা জরিমানা বা দুই-ই হতে পারে।

২০০০ সাল থেকে এই মামলায় আইনি লড়াই চলছিল সাক্সেনা ও মেধার মধ্যে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য সাক্সেনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন মেধা। অন্যদিকে দুটি মানহানি মামলা দায়ের করেন তৎকালীন আহমেদাবাদের এনজিও ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিসের প্রধান ভিকে সাক্সেনা। তারই একটিতে শুক্রবার মেধাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। আদালত জানিয়েছে, 'কাউকে ভীতু-কাপুরুষ, দেশদ্রোহী, হাওয়ালা লেনদেনের সঙ্গে জড়িত বলা শুধু মানহানিকর নয়, জনমানসে তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে।'

তৎকালীন সময়ে আহমেদাবাদে সরকারি আমলা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ভিকে সাক্সেনা। গুজরাটের মাটিতে তখন জোরকদমে চলছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। তাতে নেতৃত্বে ছিলেন মেধা। সেই সময়ে এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাক্সেনার উদ্দেশে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি।

দুর্ঘটনায় মৃত ৭ তীর্থযাত্রী

চণ্ডীগড়, ২৪ মে : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত সাত পুণ্যার্থীর। জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা।

সকলেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং পরস্পরের আত্মীয়। আমবালা-দিল্লি-জম্মু জাতীয় সড়কে মোহরা গ্রামের কাছে তাঁদের মিনিবাস একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ সাতজনের। ২৫ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই আহতদের আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করেন। আপাতত তারা চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার ভোরের এই ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'হরিয়ানার আম্বালায় সড়ক দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনদের হারালেন, সেই সব পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

লোকসভা ভোটকে কেন্দ্র করে জুয়ার লাগামছাড়া কারবার

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : বহুরূপে সম্মুখে তোমার, এ এক অন্য বাজি বাজার। এই বাজারে টাকা ওড়ে ডিজিটাল মিডিয়ায়। বেআইনি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন হয় হাজার হাজার কোটি টাকার। মেঘের আড়ালে থেকে লাভ তুলে নেয় মেঘনাদ বাজিগররা।

হয় না, হচ্ছে। শুধু এই প্রশ্নগুলি সামনে রেখে—কে জিতবে ভোট? দিল্লি তখতের দখল নেবে কোন দল? প্রধানমন্ত্রীই বা হবেন কে?

চলতি লোকসভা ভোটের আবহে এই প্রশ্নগুলিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে খাবার টেবিল থেকে রকের আড্ডায়। ট্রেনে, বাসে কিংবা হাটেবাজারে কান পাতলেও প্রশ্নমালা হাজির। এমনিতে নির্বাচন নিয়ে বরাবরের আগ্রহ মানুষের। এবার যেন সেটা একটু বেশিই। সাধে কী আর গণতন্ত্রের মহোৎসব বলা হয় লোকসভা নির্বাচনকে!

এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্রিয় হয়েছে জুয়াড়িরা। অনলাইনে বেআইনি জুয়ার রমরমা চলছে। একাধিক অফশোর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বেআইনি জুয়ার আসর পেতে বসেছে আলোআঁধারি জগতের বাদশারা।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধান থেকে জানা যাচ্ছে, ডজন ডজন অ্যাপ আর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একশো টাকা থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকার বাজি ধরতে পারছেন আম পাবলিক। দল, কেন্দ্র এবং প্রার্থীদের নিয়ে নানা ধরনের বাজি ধরার সুযোগ থাকছে অফশোর অ্যাপ ও ওয়েবসাইটগুলিতে।

যেমন ধরুন, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে একসময় বাজি ধরার সুযোগ দিত বেটিং অ্যাপ ফেয়ারপ্লে। এখন তা ভারতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে কী! লোকসভা ভোটের ঘোলা জলে ফায়দা তুলতে তারাও নেমে পড়েছে। মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সংস্থা বার্তা পাঠাচ্ছে এই বলে যে, 'প্রিয় ব্যবহারকারী, লোকসভা ২০২৪ নির্বাচনের বাজার এখন বাজি ধরার জন্য উপলব্ধ!' একই ধরনের টোপ ফেলেছে জন্নত বুক নামের বেটিং অ্যাপও।

প্রতারণামূলক বা ভুয়ো অ্যাপ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ধরতে সিদ্ধহস্ত যে সংস্থা সেই এমফিল্টারইট-এর সমীক্ষা বলছে, ওএম২৪৭.কম, জয়বুক.কম,

স্যাটস্পোর্ট২৪৭.কম, ব্যাকার্ডি৭৭৭.কম সহ অন্তত এক ডজন ওয়েবসাইট বেআইনি বেটিংয়ের মাধ্যমে টাকা লুটতে গোপনে লোকসভা ভোটের আবহকে ব্যবহার করছে। এগুলির বেশিরভাগই ভারতের বাইরে থেকে কাজ করছে এবং সম্ভবত একটি কোম্পানিই হরেককিসিমের অ্যাপ সিন্ডিকেট খুলে এহেন বেওসা চালাচ্ছে।

অ্যাপ বা ওয়েবসাইটগুলিতে ঢুকলেই দেখা যাবে, কে জিতবে—কংগ্রেস, বিজেপি না অন্য কেউ, কোন রাজ্যের কোন কেন্দ্রের ফল কী হবে, রাহুল-মোদি-শা-রা জিতবেন কি হারবেন, কোথায় কোন হেভিওয়েট প্রার্থীর পতন হবে, কোথায় কোন নবাগত মারবেন রাজাউজির, কোথায় কত শতাংশ ভোট পড়বে—এমন হাজারো প্রশ্ন নিয়ে প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজি লড়ার সুযোগ রয়েছে। জনপ্রিয় বাজি কোনগুলি, কোনদিকে বাকি জুয়াড়িদের আগ্রহ, তার খুঁটিনাটি বিষয় অ্যাপ বা ওয়েবসাইটই জানিয়ে দেবে আপনাকে।

ডিজিটাল জালিয়াতি প্রতিরোধ সংস্থা এমফিল্টারইটের অন্যতম কর্ণধার ধীরাজ গুপ্তের কথায়, 'এদের কোনও বাছবিচার নেই সব অর্থনৈতিক স্তরের লোককেই এরা ধরতে চায়। বাজির পরিমাণ ১০০ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাখা হয়েছে। ইউপিআই পেমেন্ট বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ মিউল বা গোপন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। এই সমস্ত অর্থ এই অ্যাকাউন্টগুলি এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলি ব্যবহার করে কোনও কর না দিয়েই দেশের বাইরে চলে যায়। যাচ্ছে।'

গুপ্ত বললেন, এই 'মিউল' অ্যাকাউন্টগুলি ভারী সাংঘাতিক। এগুলি মূলত বেআইনি লেনদেনের জন্যই ব্যবহার করা হয়। বেআইনি কারবারিরা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ মিউল অ্যাকাউন্টে জমা করে, তারপর সেই অর্থকে বৈধ উৎস থেকে আসার মতো দেখানোর জন্য বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে। অ্যাকাউন্টগুলি ভুয়ো নাম-ঠিকানা দিয়ে খোলা হয়। এইসব ভুয়ো বেটিং চক্রের কবলে পড়ে কীভাবে তাদের টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে, জনতা জানতেও পারে না।

আইনজীবী তথা গেমিং এক্সপার্ট জয় সায়তা, ধ্রুব গর্গ প্রমুখ বললেন, এই বেআইনি জুয়ার আসর পাঁচ বছর আগেও ছিল। কিন্তু এখন তার বহর কয়েক গুণ বেড়েছে। রাজনীতির পরিসরে এর উৎপাত দিন দিন বাড়ছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, এর সঙ্গে জাতীয় ও নাগরিক নিরাপত্তাও জড়িয়ে রয়েছে। এটা নির্মূল করা আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ।

ছাতা, প্রয়োজনে ও ফ্যাশনে

ছাতার মাথা। কথাটা আমরা অনেকেই বলে থাকি রাগ করে। কিন্তু এই ছাতাই আমাদের সত্যিকারের মাথা বাঁচায়। আমাদের আগলে রাখে। তবে শুধু প্রয়োজনে নয়, ফ্যাশনেও ছাতার জুড়িমেলা ভার। সেই সুচিত্রা সেনের আমল থেকেই ছাতা-ফ্যাশন শুধু রুপোলি পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও। বিশেষ করে আজকের দিনে ছাতা নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে যদি বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে চাই তাহলে ছাতা শুধু রোদের তাপ থেকেই আমাদের রক্ষা করে এমন নয়, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকেও রক্ষা করতে পারে। এর জন্য বাইরে গেলে সবার প্রথমে ছাতা রাখতে হয়।

ছাতা এখনও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। আবার অনেকের জন্য শুধুই ফ্যাশনের অংশ। ফ্যাশন যদি হয়েও থাকে তখন আবার সুরক্ষার পুরোটা নাও মিলতে পারে। এসব ভেবেই আসলে ছাতা কিনতে হয়।

ভালো ছাতা চিনবেন কীভাবে

ছাতা তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের কাপড় দিয়ে। তাই কাপড়ের মান দেখে নেওয়া জরুরি। বাজারে বিভিন্ন কাপড়ের ছাতা পাওয়া যায়। প্যারাসুটের কাপড়ের ছাতা ভালো মানের। এই ধরনের কাপড় সহজে ছিদ্র হয় না, নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এছাড়া কিছু ছাতা রয়েছে যেগুলোতে দুই স্তরের কাপড় ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে রোদ-বৃষ্টিতে ছাতার বাইরের কাপড় গরম কিংবা ভেজা থাকলেও ভেতরের কাপড় একই রকম থাকে। ছাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিক। শিক নিম্ন মানের হলে হালকা বৃষ্টি কিংবা তুফানে ছাতা উল্টে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর ছাতায় শিক বেশি হলে ঝড়-বৃষ্টিতেও উল্টে যাওয়ার ভয় থাকে না। স্টিলের শিক ভেজা থাকলে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্টেইনলেস স্টিলের শিক, অ্যালুমিনিয়ামের শিকগুলো বেশ উন্নত মানের। ছাতার হাতলের দিকেও নজর রাখবেন। ভালো প্লাস্টিকের হাতলযুক্ত ছাতা মজবুত ও টেকসই হয়।

প্যারাসুটের কাপড়ের ছাতা ভালো মানের। এই ধরনের কাপড়ে সহজে ছিদ্র হয় না, নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে।

কোন রঙের ছাতা?

রোদে ত্বকের ক্ষতি হচ্ছে তেমনি ঘর্মাক্ত শরীরে বাসা বাঁধছে নানা রোগ। রোদে নষ্ট হয় চুলের উজ্জ্বলতাও। বর্তমানে বিভিন্ন ফ্যাশনেবল ছাতা থাকলেও একদম হালকা রঙের ছাতা এড়িয়ে চলুন। যত বেশি হালকা হবে রং, ততই বেশি গায়ে লাগবে রোদ। কড়া রোদ থেকে নিজেকে আড়াল করতে হলে চাই গাঢ় রঙের ছাতা। ব্যবহার করতে পারেন কালো রঙের ছাতাও। রঙিন ছাতা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি আটকে দিতে পারে। বাজারে এখন দুই রকমের ছাতা বেশি পাওয়া যায়। কালো ছাতা এবং ভাঁজযুক্ত নানা রকমের রঙিন ছাতা। এই ধরনের ছাতাগুলো বেশ টেকসই। শিশুদের জন্য রয়েছে উজ্জ্বল রং ও নকশার ছাতা। দেশি ছাতার পাশাপাশি বিদেশি ছাতার চাহিদাও বেশ।

ছাতা তৈরির পিছনের গপ্পো

এখনকার ফ্যাশনে সুইচ দিয়ে খুলবে এবং বন্ধ হবে এমন ছাতা পাওয়া যায়। মেয়েদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র্যময় ছাতা। এছাড়াও লাল, সবুজ, হালকা কমলা, বেগুনি, বিভিন্ন প্রিন্টের, পাতার নকশাসহ নানা ডিজাইনের ছাতাও ব্যবহার করতে পারেন। আর পোশাকের সঙ্গে মিল রেখেও ছাতার রং বেছে নিতে পারেন। এতে আপনার ফ্যাশনেবল 'লুকটা' আলাদা মাত্রা পাবে। তবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য লম্বা ধরনের ছাতাই ভালো। কারণ তারা ছাতা হারিয়ে ফেলে বেশি। দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে চাইলে সুইচযুক্ত ছাতার থেকে ম্যানুয়াল ছাতা অনেক ভালো। সুইচযুক্ত ছাতা ভেঙে গেলে সহজে মেরামত করা যায় না। যেমনই হোক না কেন অপেক্ষাকৃত ভালো ব্র্যান্ডের ছাতা কিনবেন। দোকানেই বারবার ছাতা খুলে ও বন্ধ করে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

হোটেলের মতো ঘরেও সাদা চাদর!

কোথাও বেড়াতে যাবেন? হোটেল বুকিং করতেই হবে। আর হোটেলের ক্ষেত্রে ঘরের পরিচ্ছন্নতা অনেক জরুরি। বিছানায় পাতা চাদর, তোয়ালে কিংবা অন্য কোথাও যেন নোংরা না থাকে, সে বিষয়েও খেয়াল রাখা দরকার। অধিকাংশ হোটেলের চাদরই থাকে সাদা। প্রশ্ন হচ্ছে, সাদা রংটাই তো সহজে ময়লা হয়। তাহলে কেন সাদা চাদর বেছে নেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। এর কি কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আছে?

হোটেল কর্মীদের মতে, হোটেলের ঘরের বিছানায় সাদা চাদর পাতার নানা কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাদা পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতার প্রতীক। তাছাড়া সাদা রং অতিথিদের মনে ইতিবাচক মনোভাব প্রভাব ফেলতেও সাহায্য করে।

দাগ সহজে চোখে পড়ে

সাদা রঙের জিনিসে দাগ লাগলে তা সহজে চোখে পড়ে। দাগ একবার শনাক্ত হলে দ্রুত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা যায়। রঙিন চাদর, বালিশের খোল বা তোয়ালেতে দাগ লাগলে চট করে তা চোখে পড়ে না।

হোটেলের ঘরের বিছানায় সাদা চাদর পাতার নানা কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাদা পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতার প্রতীক। তাছাড়া সাদা রং অতিথিদের মনে ইতিবাচক মনোভাব প্রভাব ফেলতেও সাহায্য করে।

আরও উজ্জ্বল দেখায়

সাদা রঙের চাদর, বালিশ থাকলে হোটেলের ঘরগুলিকে আরও উজ্জ্বল দেখানো সম্ভব হয়। সাদা রঙের আলোর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি হয়। তাই ঘরের আসল মাপের চেয়ে তা একটু হলেও বড় দেখায়।

অফিসে ডায়েট করবেন?

আপনি কি অফিস-কাছারিতে কর্মরতা? তাহলে তো আপনার দিনের বেশি সময়টাই কাটে অফিসে। শত ব্যস্ততার মাঝে ভুলে যান নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে। বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য সচেতন।

বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে সঠিক ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া হয় না। অনেকেই তাই বেছে নেন অস্বাস্থ্যকর খাবার। সেখানে যুক্ত হয় বিভিন্ন ধরনের ভাজা-পোড়া খাবার, অতিরিক্ত তেলে রান্না করা খাবার ইত্যাদি। যার ফলে আপনি চাইলেও পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছেন না। এতে শরীরে ফ্যাট জমে যায় এবং বসে বসে কাজ করার ফলে ভুঁড়িও বেড়ে যায়। তাই অফিসের কাজের ফাঁকে নিজের শরীরেরও খেয়াল নিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আপনাকে মেনে চলতে হবে।

অফিসে বাড়ির খাবার

বাইরের খাবার খাওয়া বাদ দিতে হবে এবং ঘরে বানানো খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এতে যেমন ভালো এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যাবে, তেমন খরচও কম হবে। ফলে ভুঁড়ি বাড়ার ভয় থাকবে না, শরীরও ভালো থাকবে।

অফিসের শেষে হাঁটুন

অফিসের ফাঁকে ফাঁকে একটু হাঁটাহাঁটি করে নিতে পারেন। এতে ক্লান্তি ভাব যেমন থাকবে না তেমনি শরীরও ভালো থাকবে। অফিসে আসার ক্ষেত্রে চাইলে পায়ে হেঁটেও অফিসে আসতে পারেন যদি অবশ্য কাছের পথ হয়। এতে বাড়তি ক্যালরি ঝরে যাবে। সম্ভব না হলে অফিসের পর সময় নিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করতে পারেন।

বাদাম রাখুন ব্যাগে

কাজের ফাঁকে খেতে পারেন একমুঠো বাদাম। এটি বাড়তি খিদে দূর করতে সাহায্য করে এবং শরীরের জন্য ভালো কাজ করে। কারণ, এতে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, যা আপনাকে সব সময় ফিট রাখতে সাহায্য করবে।

নিয়মিত জল পান

সুস্থ থাকার একমাত্র পথ হল নিয়মিত জল পান করা। তাই চেষ্টা করুন প্রতিদিন ৮-১০ গ্লাস জল পান করার। তাই নিয়মিত অফিসের ডেস্কেই রাখুন জলের বোতল। এতে করে জল পান করা হবে এবং মেদ হওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে।

নিয়মিত ফল খান

স্বাস্থ্য যদি ভালো রাখতে চান তাহলে খেতে হবে বিভিন্ন রকমের ফল। তাই প্রতিদিন অফিসে নিয়ে যান ফল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খেয়ে নিতে পারবেন। তাই সুস্বাস্থ্য পেতে চাইলে জাঙ্ক ফুড ও কোল্ড ড্রিংক বাদ দিতে হবে খাবারের তালিকা থেকে। এভাবেই ডায়েট মেন্টেন করতে পারবেন অফিসে।

রূপচর্চায় ফল

শসার রসের সঙ্গে সামান্য হলুদগুঁড়ো ও মধু মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে ১৫-২০ মিনিটের জন্য রাখুন। ধুয়ে ফেলুন।

সৌন্দর্য চর্চা কিংবা রূপচর্চা মানেই পার্লারে গিয়ে অনেকটা ও অনেকটা টাকা ব্যয় করা নয়। ঘরে বসেও খুব অল্প সময়ে খুব অল্প উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন। তাই খুব সহজেই কিছু ফেসপ্যাক বানানো যাক। সেগুলো যদি হয় মৌসুমি ফল দিয়ে তাহলে তো কথাই নেই। তাহলে চলুন কিছু মৌসুমি ফল দিয়ে রূপচর্চা করা যাক:

পাকা আমের ফেসপ্যাক

আমে আছে ভিটামিন সি, এ, ই ও বি৬। এই ভিটামিনগুলো ত্বক ভালো রাখতে দারুণ কার্যকরী। সেইসঙ্গে আমে থাকে কপার এবং ফোলেট। এই উপাদানগুলো ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১ চামচ মুলতানি মাটি, ১/২ চামচ টক দই, ১/২ চামচ মধু ও পাকা আম মিক্স করে ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন ত্বক মসৃণ উজ্জ্বল এবং কোমল লাগবে। সঙ্গে ত্বকে একটা বাড়তি উজ্জ্বল ভাবও আসবে।

পেঁপে, কলার ফেসপ্যাক

পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং কলাতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে। দুটোই ত্বকের জন্য খুবই ভালো। পেঁপে এবং কলার মিশ্রণটি একসঙ্গে মিক্স করে সেখানে হাফ চা চামচ চন্দনগুঁড়ো ও জল মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট ত্বকে রাখুন, তারপর ধুয়ে ফেলুন ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব। ময়লাও দূর হয়ে যাবে।

শসার ফেসপ্যাক

রোদে পোড়া দাগ দূর করে ত্বক উজ্জ্বল করতে পারে শসা। শসা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সিলিকা সমৃদ্ধ, যা ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। শসার রসের সঙ্গে সামান্য হলুদগুঁড়ো ও মধু মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ত্বকে ১৫-২০ মিনিটের জন্য রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন।

বজ্রপাত? নিরাপদ রাখুন নিজেকে

সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বাড়ছে। আবার কেউ মারা না গেলেও তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো জীবনযাপন করতে হয়। বজ্রপাতের বিষয়ে কোনও আগাম সতর্কতা সেভাবে মেলে না। কিন্তু কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

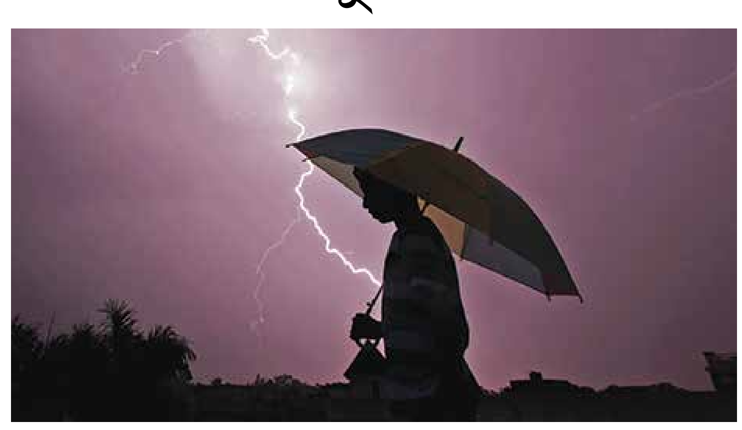

ঘরে আশ্রয় নিন

বাজ পড়ার সময় ঘরের বাইরে থাকলে অবশ্যই ছাদ আছে এমন কোনও জায়গায় আশ্রয় নিন। আপনি যদি রাস্তায় থাকেন তাহলে বাড়িঘরের কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় নিন তবে উন্মুক্ত জায়গায় মোটেও থাকবেন না।

খোলা জায়গায় থাকলে

একান্তই খোলা জায়গায় থাকলে কী করবেন? বাজ পড়ার সময় যতটা সম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত করে বা কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে পড়লে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। না শুয়ে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে মাটির কাছাকাছি থাকলেও বাজের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে বজ্রপাতের সময় গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথার গল্প মনে আছে? ঈশ্বর কটাক্ষ করে চাইলেই কিন্তু বিপদ।

জলাশয়ে থাকলে

বজ্রপাতের সময় আপনি যদি ছোট কোনও পুকুরে সাঁতার কাটেন বা জলাবদ্ধ স্থানে থাকেন, তা হলে সেখান থেকে সরে পড়ুন। জল কিন্তু খুব ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী, তাই সাবধান।

বৈদ্যুতিক খুঁটির নীচে নয়

বজ্রপাত হলে বিদ্যুতের খুঁটিতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এসব স্থানে আশ্রয় নেবেন না। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতরে থাকলে সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনও কংক্রিটের ছাউনির নীচে আশ্রয় নিন। গাড়ির ভেতরের ধাতব বস্তু স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

মে মাসের বিষয় : দহনবেলা

চিত্র বিচিত্র আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আইসক্রিমে আরাম (ভাটিবাড়িতে খুদে)

প্রথম : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন জেড৬-২

স্বস্তির ঝাঁপ (ওদলাবাড়িতে ঘিস নদীতে)

দ্বিতীয় : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

আমিই সেরা (জলপাইগুড়িতে তিস্তার স্পারে)

তৃতীয় : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

দিঘিতে দস্যিপনা (ত্রিমোহিনীর দাপট কালী মন্দির চত্বরে)

চতুর্থ : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং এস২১এফই৫জি

জীবন-সান্নিধ্যে (শিলিগুড়িতে)

পঞ্চম : চন্দ্রাণী সরকার
(উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি) নিকন কুলপিক্স পি৯০০

দারুণ স্বাদ (রোহিণীতে বেড়াতে গিয়ে)

ষষ্ঠ : অভিষেক পাল
(১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি) আইফোন ১১

সচেতনতা প্রয়োজন (কলকাতায় তোলা ছবি)

সপ্তম : সৌরনীল মৌলিক
(অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১৩০০ডি

স্নেহের ছেলেবেলা (পতিরামের ছবি)

অষ্টম : অভিজিৎ সরকার
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং জে৭ ম্যাক্স

জীবিকার টানে (জয়ন্তীর এক নদীতে)

নবম : স্বরূপ গুপ্ত
(হাসপাতাল রোড, কোচবিহার) ক্যানন ইওএস ৭০০ডি

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

সৃজিত দাস, সৌভিক রায়, সাগ্নিকা পাল, সৌমেন্দু লাহা, জয়াশিস বণিক, শংকর সাহা, দীপঞ্জয় ঘোষ, বিধান বর্মন, শৌভিক রায়, বিশ্বজিৎকুমার লস্কর, ইন্দ্রজিৎ সরকার, সুমন চক্রবর্তী, শুভম শর্মা, সাহেব মোদক, আনসাদ চৌধুরী, দিলীপ দে সরকার, ঋক দত্ত ও দীপক অধিকারী।

জুয়ার জগৎ

- নেপালের নাগরিকদের ক্যাসিনোয় প্রবেশ নিষিদ্ধ
- তবু পানিট্যাংকি সীমান্তের ওপারে বেশ কয়েকটি হোটেলে ক্যাসিনো চলছে
- এই ক্যাসিনোর খদ্দের মূলত উত্তরবঙ্গের বাসিন্দারা
- এপার থেকে খালি হাতে গিয়ে একরাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ওড়ানো হচ্ছে
- শিলিগুড়ি, শিবমন্দির বা বাগডোগরা নয়, ইসলামপুর, ডালখোলা, রায়গঞ্জ থেকেও অল্পবয়সীরা ক্যাসিনোয় গা ভাসিয়েছে
- শনিবার এবং রবিবার সহ ভারতের সরকারি ছুটির দিনগুলিতে ভিড় বাড়ছে

কীভাবে লেনদেন?

- এপার থেকে কেউ ক্যাসিনো খেলতে গেলে নগদ নিয়ে যেতে পারবেন না
- সীমান্তে নগদ নিয়ে ধরা পড়লে মুশকিল
- শিলিগুড়ির দু'জায়গায় হুন্ডির কাউন্টার রয়েছে
- এখানে টাকা জমা দিলে ১০, ২০ অথবা ৫০ টাকার নোট মিলবে
- নোটটি নেপালে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখালে নগদে টাকা পাওয়া যাবে

নেপালের ক্যাসিনোয় ওড়ে উত্তরের টাকা

হুন্ডিতে লেনদেনের কাউন্টার শিলিগুড়িতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : মেচি সেতু পেরোলেই ক্যাসিনোর হাতছানি। আর শুধু ক্যাসিনো খেলাই বা বলি কেন, টাকা ছড়ালে সেখানে এক ছাদের তলায় বিনোদনের অঢেল আয়োজন হাতের নাগালে। তা সে মদ্যপান হোক বা নাচগান সহ অন্য কিছু। আর তাতে মজে গিয়ে সপ্তাহান্তে দলে দলে অনেকেই ছুটছেন নেপালে। পানিট্যাঙ্কিতে গাড়ি রেখে ওপারে গিয়ে নেপালের গাড়ি ধরে গন্তব্যে।

সূত্রের খবর, প্রতি সপ্তাহে ভারতীয়দের কাছ থেকে এভাবেই কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে নেপাল। টাকা লেনদেন হচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। তার জন্য নতুন কাউন্টারও খোলা হচ্ছে চম্পাসারির গান্ধি মোড়ে। সেখানে টাকা জমা রেখেই ওপারে 'জুয়া' খেলতে যাচ্ছেন অনেকে।

শুধু শিলিগুড়ি, শিবমন্দির বা বাগডোগরা নয়, ইসলামপুর, ডালখোলা, রায়গঞ্জ থেকেও অল্পবয়সিরা ক্যাসিনোয় গা ভাসিয়েছে। শনিবার এবং রবিবার সহ ভারতের সরকারি ছুটির দিনগুলিতে ভিড় বাড়ছে কাঁকরভিটা, ধুলাবাড়ি, বিরতা মোড়ের ক্যাসিনোয়। সবচেয়ে বেশি ভিড় জমছে ধুলাবাড়ির বিলাসবহুল হোটেল মেচি ক্রাউনে।

এসএসবি'র যুক্তি, ভারত-নেপালের মধ্যে অবাধ যাতায়াত রয়েছে। পরিচয়পত্র নিয়ে যে কেউ যাতায়াত করতে পারে। কাজেই কে কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তা বোঝা সম্ভব নয়।

পানিট্যাঙ্কির কোনও একটি স্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে মেচি সেতু পেরিয়ে কাঁকরভিটায় পা রাখলেই হল। কাঁকরভিটা, ধুলাবাড়ি, বিরতা মোড়, ইলমে ক্যাসিনোর রমরমা কারবার চলছে। সেদেশের মানুষের জন্য নিষিদ্ধ এই জুয়ার ঠেকে ভারতীয়দের প্রবেশ অবাধ।

মূলত প্রতি শনিবার এবং রবিবার ক্যাসিনোগুলিতে ভিড় করছেন ভারতীয়রা। সবচেয়ে বেশি ভিড় হচ্ছে ধুলাবাড়ি থেকে ২০০ মিটার আগে থাকা একটি বিলাসবহুল হোটেলে। মেচি ক্রাউন নামে ওই হোটেলে একই ছাদের নীচে ক্যাসিনো খেলার পাশাপাশি সুরাপান, নাচ-গানের আসর এবং অঢেল খাবারের আয়োজন থাকছে। আবার রাতে হোটেল থেকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

প্রতি রাতে ভারতীয়রা এক লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জুয়া খেলছেন। সঙ্গে খাবার, আমোদপ্রমোদের জন্য আরও টাকা খরচ হচ্ছে। ফলে হোটেল ব্যবসায়ীদের ব্যবসার রমরমা। শুধু ভারতীয় হিসাবে একটি সচিত্র পরিচয়পত্র দেখালেই কেল্লা ফতে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে নেপালে যাচ্ছেন ভারতীয়রা? প্রশ্ন করতেই জবাব এলে, কেউ পকেটে টাকা নিয়ে যান না, আবার জুয়ায় জিতে টাকা নিয়ে ফিরতেও হয় না। সমস্ত লেনদেন হুন্ডিতে হয়।

কী এই হুন্ডি?

ধরুন নেপালে গিয়ে প্রচুর টাকা প্রয়োজন। কিন্তু পানিট্যাঙ্কির মেচি সীমান্ত হয়ে নেপালে যাতায়াতের সময় এসএসবি এবং নেপাল পুলিশের কড়া তল্লাশির মুখে পড়তে হয়। তাই লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ওপারে যাতায়াত ঝুঁকির। সেইজন্যই হুন্ডি। হুন্ডিতে টাকা জমা দিলেই সব সমস্যার সমাধান। ধরুন কেউ হুন্ডিতে ১০ লক্ষ টাকা জমা দিলেন। তাঁকে এখান থেকে একটি ১০, ২০ অথবা ৫০ টাকার নোট দেওয়া হবে। ওই নোটটি দেখালেই ওপারে গিয়ে পুরো টাকা মিলবে। টাকা নেওয়ার পর ওই নোট ছিঁড়ে ফেলতে হয়। যাতে ওই নোটের নম্বর দেখিয়ে আবার কেউ টাকা দাবি করতে না পারে। আসলে এটা দুই দেশের মধ্যে চলা অবৈধ একটা কারবার। আগে মহাবীরস্থান এলাকায় হুন্ডি ছিল। বর্তমানে চম্পাসারির গান্ধি মোড় সংলগ্ন জায়গায় আরও একটি হুন্ডি চালু হয়েছে। এই দুটি জায়গায় টাকা জমা দিয়েই নেপালে যাচ্ছেন সিংহভাগ মানুষ।

কসাইয়ের ১২ দিনের সিআইডি হেপাজত

মধুচক্রের 'ফাঁদে' বাংলাদেশি সাংসদ

কলকাতা, ২৪ মে : বাংলাদেশি সাংসদ আনোয়ারুল আজম আনার খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই পেশাদার কসাই জিহাদ হাওলাদারকে বনগাঁ থেকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। শুক্রবার তাকে বারাসত আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাকে ১২ দিনের সিআইডি হেপাজতে পাঠিয়েছে। সাংসদের দেহাংশ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এদিন ভাঙড়ের পোলেরহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় দেহাংশের খোঁজে তল্লাশি চালায় সিআইডি। জিহাদকে হেপাজতে নিয়ে খুনের আসল উদ্দেশ্য ও দেহাংশ কোথায় ফেলা হয়েছে তা জানতে চেষ্টা চালাবেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, মধুচক্রের ফাঁদে ফেলে সাংসদকে নিউটাউনের ওই আবাসনে আনা হয়। তারপর তাঁকে খুন করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের হাতে ধৃত তিন অভিযুক্ত আমানুল্লা, শিলাস্তি, ফয়সলের ৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। মামলার তদন্তের জন্য তাদের ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন পুলিশের সিনিয়ার সহকারী কমিশনার মাহফুজুর। সিআইডির আধিকারিকরা বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁরা এই তিন ধৃতকে তদন্তের স্বার্থে এদেশে আনতে পারেন বলেই সূত্রের খবর।

ধৃতকে বারাসত আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। -পিটিআই

এই ঘটনায় ওই আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে একটি সবুজ ট্রলি হাতে এক অভিযুক্তকে ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায়। আরও একজনকে তিনটি ছোট ছোট ব্যাগ হাতে বের হতে দেখা যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, তাতে করেই সাংসদের দেহাংশ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, সাংসদের বন্ধু ও ব্যাবসায়িক সহযোগী শাহিনের বান্ধবী শিলাস্তি রহমানকে দিয়ে তাঁকে টোপ দেওয়া হয়। ১৩ মে সাংসদকে খুনের পরই ১৫ মে অন্যতম অভিযুক্ত আমানুল্লার সঙ্গে ঢাকায় চলে যান শিলাস্তি। সাংসদ খুনের দিন শাহিনের কলকাতার ভাড়াবাড়িতেই ছিলেন শিলাস্তি। তবে যে ফ্লোরে সাংসদ খুন হন, সেই ফ্লোরে তিনি ছিলেন না বলে শিলাস্তির দাবি। হত্যার পরে বিষয়টি বুঝতে পারেন। খুনের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ এখনও পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যেই সাংসদের মেয়ে বাবার মৃত্যুর ঘটনায় প্রথমবার মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ঘটনার মূলচক্রী আখতারুজ্জামান শাহিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়েছে। তবে বাংলাদেশে শাহিনের বেয়াই আমানুল্লা গ্রেপ্তার হয়েছেন। এরা পেশাদার খুনি। আমার বাবাকে হত্যার আগে অনেক নিরীহ মানুষকে খুন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার বাবার হত্যাকারীদের শাস্তি দেবেন, সেই বিশ্বাস রাখি। এখন আমি বাবাব মরদেহ উদ্ধারে প্রশাসনের সহযোগিতা চাই।

'সবচেয়ে বড় হামলা'

প্রথম পাতার পর

তবে শিবপ্রেমানন্দ মহারাজের কথায়, সেবক হাউসের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। গৌতম দেব সেবক হাউস ছাড়ার পর মহারাজ বলেন, 'প্রচারের বাইরে থেকে নীরবে আমরা বহু কাজ করছি। কিন্তু ৩০-৩৫ জন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে আমাদের উপর হামলা করেছে, আমাদের কর্মীদের অপহরণ করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। সেগুলো ভাবলেই চিন্তা বাড়ছে। যেরকম ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা দশজন নিরাপত্তাকর্মী রাখলেও কিছু হবে না। নিরাপত্তার বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনকেই নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আমাদের কাজ করেছি। আশা করব এবার পুলিশ তাদের কাজ করবে।'

তবে মিউটেশন হলেও এখনও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নথিতে নথিভুক্ত হয়নি রামকৃষ্ণ মিশনের নাম। সূত্রের খবর, ভুলবশত অন্য কোনও ব্যক্তির নামে সেই জমি রেকর্ড হয়েছে। সেই কাজও দ্রুত হয়ে যাবে বলেই আশাবাদী মহারাজ। মিশনের জমি বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে জানুয়ারি মাস নাগাদ বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির এক অবাঙালি ব্যবসায়ী। সূত্রের খবর, পুলিশ সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর আগেও ওই ব্যবসায়ীর নামে বেআইনিভাবে জমি হাতবদলের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। চারদিকের চাপে আপাতত চুপ করলেও সেবক হাউস হাতানোর পরিকল্পনা থেকে এখনও হাত গুটিয়ে নেয়নি জমি মাফিয়াদের চক্রটি। অত্যন্ত গোপনে দু'তিনজন আইনজীবীর মাধ্যমে প্রদীপকে সামনে রেখে ফের নতুন করে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

বিহার পুলিশের অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র

চাকুলিয়ায় গুলিবিদ্ধ দুই তরুণ

চাকুলিয়া ও কিশনগঞ্জ, ২৪ মে : ট্র্যাক্টর চুরির পুরোনো একটি মামলায় শুক্রবার চাকুলিয়ার বিলাতিবাড়িতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল বিহারের কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। অভিযোগ, ওই সময় গ্রামবাসীরা সদর থানার আইসি সন্দীপ কুমার ও বাকি পুলিশকর্মীদের ঘেরাও করেন। এমনকি তাঁদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। জখম হন দুই পুলিশকর্মী। এই ঘটনায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল বিলাতিবাড়ি। রামপুর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

পালটা বিলাতিবাড়ির বাসিন্দাদের দাবি, বিনা দোষে নুর আলম নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল বিহারের পুলিশ। প্রতিবাদ জানালে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে তারা। এই ঘটনায় রিজওয়ান হোসেন এবং মুসফিক আলম নামে দুই স্থানীয় বাসিন্দা গুলিবিদ্ধ হন। তাঁরা বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বলে গ্রামবাসীরা জানান। এদিন সন্ধ্যায় বিহার পুলিশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, আত্মরক্ষার স্বার্থে দুই রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল।

পরবর্তীতে চাকুলিয়া থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। পরে সেখানে আসেন চাকুলিয়ার বর্তমান বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। ঘটনাস্থল থেকে কার্তুজের তিনটি খোল উদ্ধার করে চাকুলিয়া থানার পুলিশ।

ডালখোলা এসডিপিও রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলছিলেন, 'বিহার পুলিশ বাংলায় এসে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। অথচ এব্যাপারে আমাদের আগাম কিছু জানানো হয়নি। এখানে এসে জানতে পারি, গুলি চলেছে। তিনটি কার্তুজের খোল মিলেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ঘটনার ঘনঘটা

- চাকুলিয়ার বিলাতিবাড়িতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করতে আসে বিহার পুলিশ
- তাদেরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে
- বিহার পুলিশ আত্মরক্ষায় দু রাউণ্ড গুলি চালায় বলে সন্ধ্যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করেছে।
- ঘটনাস্থল থেকে যদিও তিনটি কার্তুজের খোল উদ্ধার করেছে চাকুলিয়া পুলিশ

চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ জানালেন, বিলাতিবাড়ি গ্রাম বিহার লাগোয়া বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন, নুর আলম নামে এক তরুণ ডালখোলা থেকে ভুট্টা বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় গ্রামে এসে বিহারের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিধায়কের মতে, 'চাকুলিয়া থানার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল বিহার পুলিশের। সেটা না করে এলাকায় এসে রীতিমতো দাদাগিরি করে, গুলি চালিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তারা। গ্রামের দুজন জখম হয়েছেন। এই ঘটনা নিন্দনীয়।'

এদিকে গ্রামবাসীর দাবি, ট্র্যাক্টর চুরির সঙ্গে নুর জড়িত নন। অন্যায়ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্র্যাক্টরটি নুরের মা বিবি আনওয়ারির নামে নথিভুক্ত। অথচ বিহার পুলিশ এই সমস্ত কথা মানতে চায়নি। জোর করে ওই তরুণকে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ জানালে গ্রামবাসীর সঙ্গে বিহার পুলিশের বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

যদিও কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমারের দাবি, 'নুরের বিরুদ্ধে ট্র্যাক্টর চুরির অভিযোগ বহু পুরোনো। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। এদিন সুযোগ বুঝে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরই গ্রামবাসীর রোষের মুখে পড়ে পুলিশ জখম হয়েছে।' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিশনগঞ্জ সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জেলার খেলা

কোচ মণি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ একদিবসীয় ক্রিকেটে খেলতে শুক্রবার কৃষ্ণনগর রওনা হল শিলিগুড়ি দল। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে শিলিগুড়ির কোচ হিসেবে পাঠানো হয়েছে মণিশংকর ভাটকে। ম্যানেজারের দায়িত্বে সৌম্যদীপ রায়। দলে রয়েছে- যুবরাজ সাহা, আরিয়ান কেশরী, শুভঙ্কর পুরকায়স্থ, হৃষীকেশ সরকার, সম্রাট দে, অরিত্র দাস, অর্কদীপ ভট্টাচার্য, দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, প্রিয়াংশু আচার্য, সাগ্নিক দত্ত মজুমদার, আদিত্য সরকার, আকাশ তরফদার, সুমিতকুমার সিং ও করণ গুপ্তা।

সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : উদ্বোধনী বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলতে যাচ্ছেন অরুণা বর্মন, পূজা অধিকারী, পুনম সোনি, রত্না বর্মন ও অনীক নন্দী। শুক্রবার মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ দপ্তরে তাঁদের সংবর্ধিত করেন সচিব কুন্তল গোস্বামী, ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। একই মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে ডায়মন্ড হারবার দলে স্ট্যান্ডবাই থাকা শুভঙ্কর পুরকায়স্থকে।

ফাইনালে অঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পুরুষদের ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল অঙ্ক ও ইতিহাস। শুক্রবার সেমিফাইনালে অঙ্ক ৮ উইকেটে হারায় ইংরেজিকে। ইতিহাস জেতে ৮ উইকেটে। মহিলাদের ক্রিকেটে ফাইনালে খেলবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নেপালি।

স্থগিতাদেশে স্বস্তিতে রাজভবনের তিন কর্মী

কলকাতা, ২৪ মে : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনের অস্থায়ী কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনায় রাজভবনের একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তাঁরা নিম্ন আদালতে রক্ষাকবচও পেয়েছিলেন। তারপরও পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মামলায় তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন। সিসিটিভি ফুটেজ যেহেতু পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাই প্রমাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের। ফলে স্বস্তি পেলেন রাজভবনের তিন কর্মী।

রাজভবনের তিন কর্মী ঘটনার দিন অভিযোগকারিণীকে বেরোতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিন মামলাকারীর আইনজীবী জানান, ঘটনার ১৩ দিন পর কেন অভিযোগ দায়ের হল? রাজ্যপালের ঘরে যা হয়েছে, তা মামলাকারী জানতেন বলে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। একবার বলা হয়েছে ৩৪১ ধারা দেওয়া হয়েছে, আবার পরের লাইনে লেখা হচ্ছে কোনওভাবে বেরিয়ে আসেন ওই মহিলা। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, অভিযোগ এলে প্রাথমিকভাবে তা সত্যি ধরে নিয়ে ধারা যুক্ত করাই পুলিশের কর্তব্য। আদালতে এত দ্রুত মামলা করার গুরুত্ব কী?

মামলাকারীকে রক্ষাকবচ দিলে রাজ্যপালকে রক্ষাকবচ দেওয়া মনে হবে। বিচারপতি বলেন, 'কিছু শব্দ অস্বাভাবিক লেগেছে। তাই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিতে চায় আদালত।' এরপর তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ জুন।

বিজেপি কর্মীকে বাড়ি ফেরানোর নির্দেশ

কলকাতা, ২৪ মে : নির্বাচনের দিন বাড়িতে বিজেপির ক্যাম্প অফিস করায় আক্রান্ত হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বিজেপি কর্মী চিকু দাস সহ তাঁর গোটা পরিবার। ঘটনার পর তাঁরা বাড়িছাড়া হন।

শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে তাঁদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। পুলিশ ও পঞ্চায়েতকে বিচারপতির নির্দেশ, ওই বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে সিসিটিভি বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও দুষ্কৃতী যাতে এলাকায় ঢুকতে না পারে, সেই ব্যাপারেও নজরদারির কথা বলেন বিচারপতি।

ওই বিজেপি কর্মী ও তাঁর পরিবার বাড়িছাড়া হয়ে রায়গঞ্জের একটি হোটেলে আশ্রয় নেন। তাঁরা থানায় অভিযোগ জানান। জেলা প্রশাসন ও মানবাধিকার কমিশনের কাছেও অভিযোগ করেন। ওই ঘটনায় ১২ জনের নামে এফআইআর দায়ের হয়। ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। এদিন এই মামলাতেই বিচারপতি তাঁদের বাড়ি ফেরানোর নির্দেশ দেন। মামলার সব পক্ষকেই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সিকিমে ভাড়ার নতুন তালিকা

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : ক'দিন আগেই বাড়তি ভাড়া নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল সিকিম প্রশাসন। শুক্রবার সিকিম পর্যটন দপ্তর কিছু জায়গার জন্য ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিল। দপ্তর সচিবের স্বাক্ষরিত এক নির্দেশ জারি করে জানানো হয়েছে, গ্যাংটক থেকে নাথু লা, ছাঙ্গু পয়েন্ট ও বাবা মন্দিরের জন্য পারমিট সহ সাধারণ গাড়ির ভাড়া সাড়ে ছ'হাজার টাকা ও লাক্সারি গাড়ির ক্ষেত্রে তা সাত হাজার টাকা। কোনও গাড়ি এর বেশি ভাড়া আদায় করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাকি রুটগুলিতেও কিছুদিনের মধ্যে ভাড়া নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেয়ে গত ১৩ মে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক থেকে সিকিমকে সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠি পেয়েই নড়েচড়ে বসে সিকিম প্রশাসন। পর্যটনশিল্পে যুক্তদের নিয়ে বৈঠকে বসে। সেখানে সবাইকে সংযত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়।

তিন সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ২৪ মে : ভারতীয় সিম নেপালে বিক্রি ও জালিয়াতির অভিযোগে বিহারের আরারিয়া যোগবাণী থানার পুলিশ শুক্রবার নেপাল সীমান্তের ইন্দিরানগরের টিকুলিয়া বস্তি থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন জানান, একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন অভিযান চালিয়ে নেপালের বাসিন্দা সুসান বাসকোটা ও হিমালকুমার রাই ও টিকুলিয়া বস্তির মহম্মদ সমি আনসারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৫০ হাজার ৩০০ ভারতীয় টাকা, সাড়ে আট হাজার নেপালি টাকা, দুটি আই ফোন, ন'টি মোবাইল, দুটি ল্যাপটপ, ৫৫টি সক্রিয় ও ১১৪টি নিষ্ক্রিয় সিম কার্ড উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের দাবি, ধৃতরা আধার কার্ড ও চোখের রেটিনার ফোটো তুলে একজনের নামে বহু সিম কার্ড সক্রিয় করে সাইবার অপরাধ চালাত। পুলিশ সুপারের দাবি, ধৃতরা আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধচক্রে জড়িত। এ ব্যাপারে আরারিয়া ও নেপাল পুলিশ যৌথ তদন্ত করবে।

মহিলার সোনার চেন ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ২৪ মে : কিশনগঞ্জের গলগলিয়া থানা এলাকার বদলা চক ও কালিকাডাঙ্গা গ্রামের মাঝের এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই হয়েছে। মহিলার নাম সন্ধ্যা মোদক। শুক্রবার তিনি গলগলিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, ওইদিন সন্ধ্যায় টোটোয় চেপে তাঁর গ্রামের বাড়ি পিপরিথানে ফিরছিলেন। সেসময় দুজন দুষ্কৃতী বাইকে এসে তাঁর গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহে শুরুর দিকে কিশনগঞ্জ জেলায় একই ঘটনা ঘটেছিল।

পুড়ছে উত্তর, ঘূর্ণিঝড়ে আশা

প্রথম পাতার পর

মালদা থেকে জলপাইগুড়িতে প্রবল বৃষ্টি তো হবেই, বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও আছড়ে পড়তে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। যা পিছনে ফেলে দিতে পারে আমপানের স্মৃতি। কেননা, ২০২০ সালে আমপানের প্রভাব উত্তরবঙ্গে তেমন স্থায়িত্ব পায়নি। কিন্তু জলীয় বাষ্পের সঙ্গে রেমালের সঙ্গী হচ্ছে দখিনা বাতাস, যার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হবে টানা কয়েকদিন। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বাংলাদেশে রেমাল আছড়ে পড়ার পরই উত্তরবঙ্গের হাওয়া বদল ঘটবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে টানা কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই বৃষ্টিপাত হবে। পাহাড়েও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।'

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতেই মেঘশূন্য উত্তরবঙ্গ। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নচাপটি যত সক্রিয় হচ্ছে, ততই বাড়ছে উত্তরের তাপমাত্রা। কিন্তু রবিবার মধ্যরাতে রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় রেমাল আছড়ে পড়লেই হাওয়া বদল ঘটবে উত্তরে, আশায় আবহবিদরা।

ধারণার ছকে তলিয়ে যায় জনতার রায়

প্রথম পাতার পর

দরকারে উসকে দাও। প্ররোচনা সৃষ্টি করো।

সম্বিত মুখ ফসকে বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু মুখ ফসকায়নি। কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সন্ন্যাসীর নাম ধরে বলেছেন সরাসরি। ব্যাস! একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলেন তাঁর বিরোধীরা। মমতা হিন্দুত্ব বিরোধী। তৃণমূল রাজ্যের হিন্দুদের জিনা হারাম করে দিতে চায়। মুসলমানরা মমতার প্রাণ ভোমরা। আর মুসলমান মানেই সন্ত্রাসবাদী, অনুপ্রবেশকারী। তারা সবসময় হিন্দুদের সর্বনাশ করার তালে থাকে। বাস্তব যাই হোক, এই ধারণাটা তৈরি করে দেওয়া যাক।

খোদ প্রধানমন্ত্রী হইহই করে আসরে নেমে পড়লেন। হিন্দুদের উদ্দেশে আশ্বাস ছড়িয়ে দিলেন, মোদির গ্যারান্টি, হিন্দুদের রক্ষায় ম্যায় হুঁ না। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়! ওই সন্ন্যাসীদের নামে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর ঝুলিতে আছে মনে হচ্ছে। এটাও ধারণা। কারণ স্বয়ং তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন। ভুল না সত্যি কে জানে! রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তদন্ত করিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা মমতার বাঁয়ে হাত কা খেল! তাহলে সেটা করছেন না কেন? একই প্রশ্ন, তাঁর বাইরে থেকে বিরোধী জোটকে সরকার গড়তে সমর্থন করার কথায়। বাইরে থেকে কেন? সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে হোক বা জোট নিয়ে হোক, আগু-পিছু না ভেবে কাঁচা মন্তব্য করার পাত্রী মমতা নন। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ ভোটের মরশুমে যখন কিছু বলেন, তার পিছনে থাকে ধারণা তৈরির ছক। সেই ছকটা কী, কে জানে! আবার ছকটা লুফে নিয়ে পালটা ধারণা তৈরির জন্য মুখিয়ে থাকেন অন্যরা। সেটাই হল।

আমাদের বাস সংসদীয় গণতন্ত্রে। আহা, কী আনন্দ! সংসদীয় গণতন্ত্র মানে ভোট। নাগরিকের ভোটাধিকার। সরকার গড়ার মালিক! সরকার পালটানো এক ছাপের কারবার! আহা, কী আনন্দ! জোর করে কেউ যদি আমাদের ভোট দিতে না দেয়, তাহলে কি আনন্দটা থাকে? নন্দীগ্রামের রথীবালা আড়ির মতো কত মানুষ খুন হয়ে যান ভোটের আগে। তাও আনন্দ! আজকাল ভোট মরশুমে অনেক হিসাববহির্ভূত টাকা উদ্ধার হয়। তাও আনন্দ!

কীসের টাকা? আমার-আপনার ভোট কেনার টাকা। সেটা অবশ্য ধারণা। মিছিলে গেলেও টাকা মেলে। ধারণাটা তখন বাস্তবের মাটিতে মেশে। বুকে হাত রেখে আমাদের অনেকে নিজের বিবেককে বলতে পারবে না যে, টাকাটা হাত পেতে নিইনি। টাকা দিয়ে অধিকার কেনা হয়। কীসের সরকার গড়ার কারিগর আমরা! বাস্তবে ক্ষমতা দখলের কারবারে চাকর আমরা। তবু আমাদের কী আনন্দ! হ্যা-লা-লা-লা আমরা পাঁচ পাবলিক মহানন্দে ভোটের লাইনে দাঁড়াই।

ধারণা তৈরি করে দিতে পারলে কাজ সহজ হয়। গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়। বফর্স কেনায় অর্থ আত্মসাতের ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া গিয়েছিল। অতঃপর রাজীব গদি খোয়ালেন। অন্দর ঘুস কে মারনে কা দম কেওল মোদিকাই হ্যায়। ধারণাটা তৈরি করে দেওয়া গেল ২০১৯-এ। পাকিস্তানকে আমাদের মননে জাতশত্রু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই কবে। বালাকোটে সেই পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তো আছে শুধু মোদিরই। ধারণাটা পত্রেপুষ্পে পল্লবিত হল! পরিণতি আমাদের জানা।

গোলি মারো জনতার ইচ্ছাকে। জনমত কোনদিকে, তার চেয়ে বড় কথা জনমত তৈরি করো। টাকা দিয়ে, ধারণা দিয়ে। ভোট বাজারে সেটাই সব। তাতে কারও ক্ষতি হলে হোক, সর্বনাশ হলে হোক। এই যে দেখুন না, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মিলে ২৬ হাজার নিয়োগ বাতিল করল আদালত। কী প্রবল হইচই। কারও কারও ভাবটা এমন যেন, ভোটের আগে পেড়ে ফেলার মোক্ষম সুযোগ হাতের মুঠোয়।

৫ লক্ষ সার্টিফিকেট কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। আহা, কী আনন্দ! ভোট চলাকালীন এত বড় সুযোগ আর কী হতে পারে। দুর্নীতি হয়েছে সবাই জানে। কিন্তু ভাবুন তো, অনেকের তো সৎ পথে, মেধার ভিত্তিতে চাকরি হয়েছিল। কিংবা ওবিসি সার্টিফিকেট প্রাপকদের অনেকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। এখন হরেদরে যোগ্য-অযোগ্য এক বস্তায়। যোগ্যদের হাহাকার, যন্ত্রণা চাপা পড়ে গেল ভোটে ফায়দা তোলার কৌশলের কাছে। আমাদের হ্যা-লা-লা-লা পাবলিকের কাছে ভোটের কী মহিমা!

আরও ২০ বিঘা

প্রথম পাতার পর

তবে জমিটি দখল হয়ে গিয়েছে। জমি উদ্ধারের জন্য প্রশাসনিক স্তরে চিঠি দিয়েছি। জমিটা বিক্রি করলে সেই টাকা দিয়ে মিশনের ডিসপেনসারি, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা যাবে। আমাদের মিশনের সীমানা প্রাচীর দেওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। চেষ্টা করছি, জমিটা যাতে উদ্ধার করা যায়।'

জমিদাতা বিনয়কুমারের ছেলে বেদব্রত তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির মুখপাত্র। জমি দখলের ঘটনায় তিনিও চূড়ান্ত হতাশ। বেদব্রত বলছেন, 'আমার বাবা সেই সময় জমিটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ধ্রুবানন্দজিকে দিয়েছিলেন। ১৯৮৭-'৮৮ সাল থেকেই জমিটি দখল হতে শুরু করে। প্রথম দখলদার ছিলেন সিপিএমের এক নেতা। পরে আমি জমি দখলমুক্ত করতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হই। সেখানে দখলদার ৩৫টি পরিবারকে তুলে আমাকেই ৪১০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। তবে আমরা যখন ওই বাগান ছেড়ে দিই, তারপর আবার জমি দখল শুরু হয়।'

বহু আগে ওই জমিটিতে আশ্রমের নামাঙ্কিত বোর্ড লাগানো ছিল। কিন্তু দেখভালের অভাবের ওই বোর্ডও এখন আর নেই। মিশনের মহারাজদের কথায়, ওই জমির আসল কাগজ থাকা সত্ত্বেও কোনও কাজ করা যাচ্ছে না। অথচ জমি বিক্রি করা গেলে সেই টাকায় অন্য কাজ করা যেত। দীর্ঘদিন দেখভালের অভাবে পুরো জমিটাই একটু একটু করে দখল হয়ে গিয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন যখন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম ছিল, সেই সময় ওই জমির বিষয়টি দেখভাল করতেন বিনয় মহারাজ। তিনি বলছেন, 'আমাদের কাছে আসল দলিল রয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমরা প্রশাসনের সমস্ত স্তরেই জানিয়েছি। কিন্তু ওই জমি উদ্ধার করতে পারিনি।'

এত হইহই রইরইয়ের মাঝে কি জমিটি উদ্ধার করতে পদক্ষেপ করবে প্রশাসন, নাকি শীতঘুমে যাবেন কর্তারা সেটাই এখন লাখ লাখ টাকার প্রশ্ন।

ছোট তারা

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী যশস্বীকা সিং নাচের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তিতেও পারদর্শী। অক্সিলিয়াম কনভেন্টের এই খুদের প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

গরমে কাহিল শিশুরা

কী করবেন

- খাওয়ার আগে শিশু এবং যিনি খাওয়াবেন দুজনকেই ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- প্রচুর পরিমাণে জল, ওআরএস, তরল জাতীয় খাবার দিতে হবে
- জ্বর এলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে
- তিনদিনেও জ্বর না কমলে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ডেঙ্গির পরীক্ষা করাতে হবে
- পেটের রোগ থেকে বাঁচতে টাটকা খাবার খাওয়াতে হবে

কী করবেন না

- নিজের থেকে শিশুদের ওষুধ দেওয়া যাবে না
- আগে রান্না করে অনেকক্ষণ ধরে রেখে পরে খাওয়ানো যাবে না
- বাইরের খাবার একেবারেই দেওয়া যাবে না
- আধা রান্না করা খাবার খেতে দেওয়া যাবে না
- শিশুদের বেশি রোদে বের হতে দেওয়া যাবে না

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : প্রতিদিন যেভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে, তাতে বড়রাই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। শিশুদের অবস্থা তো আরও খারাপ। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে। রোজ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসুস্থ শিশুদের সংখ্যা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, শুক্রবার তিনজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে একসঙ্গে বসে রোগী দেখতে হয়েছে। তবে শুধু হাসপাতাল নয়, চিকিৎসকদের চেম্বারগুলিতেও বাড়ছে ভিড়।

চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়ারিয়া, জ্বরের পাশাপাশি ডেঙ্গির সংক্রমণ নিয়েও অনেক শিশুকে নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে একটি ১০ মাসের শিশু ডায়ারিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছে। চিকিৎসকের সন্দেহ হওয়ায় শিশুর এনএস১ রক্ত পরীক্ষা করা হলে তা পজিটিভ আসে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে শালুগাড়ার বাসিন্দা ওই শিশুর। তিনদিনের মধ্যে শিশুদের জ্বর না কমলে অবশ্যই ডেঙ্গি পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিত তিওয়ারির বক্তব্য, 'শিশুদের জ্বর হলে আগেভাগে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিন। এখন ভাইরাল ফিভারের সঙ্গে ডায়ারিয়া এমনকি ডেঙ্গিও হচ্ছে। তাই একদম অবহেলা করা যাবে না। বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে ওআরএস, জল খাওয়াতে হবে।'

গরম পড়তে শিশুদের মধ্যে ভাইরাল ফিভার বাড়ছে। একইসঙ্গে ডায়ারিয়া, বমি, মুখে ঘায়ের মতো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তে শুরু করেছে। এরপরে আরও তাপমাত্রা বাড়লে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। এই পরিস্থিতিতে কী করণীয় এবং কী করণীয় নয়, জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

জেলা হাসপাতালে শিশুদের নিয়ে পরিজনদের ভিড়।

স্বস্তির খোঁজে শহরে ত্রাহি ত্রাহি রব

মে মাসে ৩৮ ডিগ্রির নয়া রেকর্ড

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : দুপুর দেড়টায় রাস্তায় হাতেগোনা কিছু গাড়ি। কার্যত শুনসান হিলকার্ট রোড। রাস্তার ধারের গাছের নীচে মানুষের ভিড়। বর্ধমান রোডের অসমাপ্ত উড়ালপুলের ছায়ায় ঘামে ভেজা মানুষ। আইসক্রিম পার্লার থেকে ঠান্ডা পানীয়র দোকানের সামনেও ভিড়। সবাই চাইছেন আগুন ঝরা রোদ থেকে ক্ষণিকের স্বস্তি। সকাল থেকে বিকাল গনগনে সূর্যের তেজে পুড়েছে উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য শহর শিলিগুড়ি। গরম আর অস্বস্তির মাঝে চলছে শিলিগুড়ি-রাজস্থানের তুলনা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, কাছাকাছি গেলেও এখনও ছুঁতে পারেনি রাজস্থানকে। মে মাসের চতুর্থ শুক্রবার নতুন রেকর্ড গড়ে শিলিগুড়ি সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পৌঁছাল ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ঠিক সেসময় মরু শহর দাঁড়িয়েছিল ৩৯.৬-এ। এমনই তথ্য জানিয়ে মজা করেই একজন বললেন, 'শিলিগুড়ি তো সুইৎজারল্যান্ড!'

শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ 'রেমাল' শক্তি সঞ্চয়ে শিলিগুড়ির আকাশ মেঘমুক্ত। ফলে, সূর্যের তেজ সরাসরি আসছে ভূপৃষ্ঠে। ক'দিন আগেই যেখানে বৃষ্টিতে ভিজেছিল শহর সেখানে গত দু'দিন ধরে খোলা আকাশের নীচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গরম আর অস্বস্তিতে শহরজুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব। যেসব পাড়ায় তুলনামূলক গাছ বেশি সেখানেও তাপমাত্রা কম নেই। তবে, রবিবার মাঝরাতে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা থাকলেও মঙ্গলবারের আগে স্বস্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। 'রেমাল'-এর প্রভাবে সোমবার থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়াবিদদের মতে, সোমবার বৃষ্টি হলেও ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হতে অন্তত ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তবে মেঘের আড়ালে সূর্যের ঢাকা পড়া ও দখিনা বাতাস ঢোকায় সোমবার কিছুটা স্বস্তি ফিরবে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'সোমবারের আগে আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে অন্তত পাঁচদিন টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।'

> সোমবারের আগে আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে অন্তত পাঁচদিন টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> **গোপীনাথ রাহা**

টানা বৃষ্টির পূর্বাভাসে মানসিকভাবে কিছুটা স্বস্তি মিললেও চরম অস্বস্তি ডাকতে পারে শনির দুপুর। শুক্রবারের মতো এদিনও তাপমাত্রা বাড়বে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। টানা দু'দিন যখন সহ্য করেছি, তখন বাকি দিনগুলিও পারব,

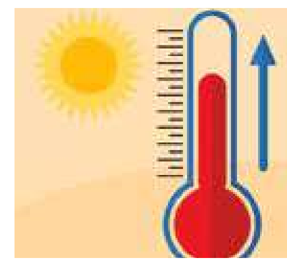

বলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসা মধ্য শান্তিনগরের গোপাল পুরকায়স্থ জানান। গরমের জন্য এখন হাসপাতালে দৈনিক ভিড় বাড়ছে বলে চিকিৎসকদের দাবি। অধিকাংশেরই পেটের সমস্যা। গরমের পর টানা বৃষ্টি ও হঠাৎ তাপমাত্রা কমলে নতুন উপসর্গ দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের।

হেনস্তার অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : এক তরুণীকে হেনস্তা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক বৃদ্ধকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ মে টাইমকলে জল ভরা নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে বিবাদ হয়। অভিযোগ, অভিযুক্ত সেখানে এসে এক তরুণীকে হেনস্তা করে। তরুণীর অভিযোগ, তাঁর কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই বৃদ্ধকে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শহরে এমজি কমেট ইভি

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেল ভরার ঝামেলা নেই। স্মার্ট ও নির্ভরযোগ্য এমজি কমেট ইভি এবার শহর শিলিগুড়িতে। শুক্রবার সেবক রোডের এমজি (মরিস গ্যারাজ)-এর শোরুমে ক্রেতাদের এই গাড়ি সম্পর্কে বোঝানোর জন্য টেস্ট ড্রাইভও করানো হয়। এমজি কমেট ইভি নতুন সিরিজের গাড়িটিতে দ্রুত চার্জিং, লাইভ লোকেশন শেয়ারিংয়ের সঙ্গে আই স্মার্ট ইনফোটেইনমেন্ট যুক্ত রয়েছে। ক্রেতারা এই গাড়িটির পাঁচটি মডেল পাবেন। ছ'লাখ ৯৮ হাজার টাকা থেকে দাম শুরু। ক্রেতাদের সুবিধায় নানা জায়গায় চার্জিং টাচ পয়েন্টও ইনস্টল করা হয়েছে বলে শোরুম সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ করল দার্জিলিং জেলা সিপিএম। শুক্রবার সেবক রোডের একটি সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। এরপর বিদ্যুৎ অফিসে পৌঁছান দলের কয়েকশো নেতা-কর্মী। সেই সময় দপ্তরের গেট বন্ধ থাকায় নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়ান তাঁরা। এরপর গেট খুলে দেওয়া হয়। ভেতরে ঢুকে অবস্থানে বসে পড়েন বাম কর্মীরা।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার বসানো সহ বিভিন্ন সরকারি নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শোনা যায় নেতা-কর্মীদের। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন জীবেশ সরকার, সমন পাঠকরা। স্মার্ট মিটারের নামে প্রিপেড ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে মানুষের অধিকার হরণ করা হবে বলেও অভিযোগ করে সিপিএম। এদিনের কর্মসূচিতে দলের মহিলা ও যুব সংগঠনের কর্মীরাও ছিলেন। অশোক ভট্টাচার্য, দিলীপ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন খেলনা আসছে পার্কে

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : সূর্য সেন পার্কে এক বছরের উপর হতে চললেও এখনও অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যবস্থা হয়নি। গত বছরই পার্কে ঢোকার মুখে রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম বসানোর উদ্যোগ নেয় পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগ। পার্কের সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন কয়েকটি খেলনা ও খাদ্যরসিকদের জন্য একটি ক্যান্টিন খোলারও কথা ছিল। সেসবের কিছুই এখনও হয়নি।

প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে শিশুদের নিয়ে অভিভাবকেরা এই পার্কে আসেন। অনেকে শহরের বাইরে থেকেও পিকনিক ও নেচার স্টাডির জন্য এখানে আসেন। সেজন্যই পার্কটিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এনিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন,' যে প্রকল্পগুলোর ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে সেই কাজ শুরু হয়েছে। বাকি কাজও যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য চেষ্টা করছি।' তিনি জানান, শীঘ্রই নতুন খেলনা পার্কে আনা হবে।

শুয়োরের খাটালেও রাজনৈতিক মদত

দখল হচ্ছে রেলের জায়গা, আবাসন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : শুয়োরের খাটাল তৈরির আড়ালেই পুরনিগমের এক নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা কলোনি, ডিজেল কলোনি এলাকায় রেলের জায়গা দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই রেল কলোনি এলাকায় বেশ কিছু পরিত্যক্ত আবাসন রয়েছে। ওই পরিত্যক্ত আবাসনের আশপাশে জমিগুলোতেই তৈরি করা হচ্ছে খাটাল। ওয়ার্ডেরই এক শ্রেণির মানুষ এই দখলদারি চালালেও দেখার কেউ নেই।

একদিকে যখন দখলদারি চলছে, ঠিক তখন এলাকায় শুয়োরের দৌরাত্ম্যও বাড়তে শুরু করেছে। গোটা বিষয়টাতেই ওয়ার্ডে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে'র বক্তব্য, 'আমরা এই দখলদারি রুখতে দ্রুত প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নেব। সম্প্রতি মহানন্দা কলোনিতে এমন গজিয়ে ওঠা টিনের ঘর ভেঙেছি।'

শুধু এক নম্বর ওয়ার্ডেই নয়, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডেই প্রকাশ্যেই শুয়োরের দৌরাত্ম্যে রোগভোগ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা চর এলাকায় যেতেই নজরে পড়েছে শুয়োরের দৌরাত্ম্য। শুধু ওই এলাকায় নয়, ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পরিত্যক্ত জমিতে দেদারে শুয়োরের খাটাল চলছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কায় চিকিৎসক মহলও। চিকিৎসক মহলের কথায়, শুয়োর থেকে জাপানি এনসেফ্যালাইটিস, নিপা ভাইরাস, সোয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। বিষয়টা অজানা নয় পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারেরও। তিনি বলেন, 'এই ধরনের কার্যকলাপ রুখতে আমরা ব্যবস্থা নেব।' এলাকার সচেতন বাসিন্দা সায়ন সরকারের কথায়, 'এলাকার অনেক পরিত্যক্ত জায়গায় শুয়োরের খাটাল তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

> আমরা এই দখলদারি রুখতে দ্রুত প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নেব। সম্প্রতি মহানন্দা কলোনিতে এমন গজিয়ে ওঠা টিনের ঘর ভেঙেছি।
>
> **সব্যসাচী দে**
> *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক*
> *উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল*

ডিজেল কলোনি এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল একাধিক বেহাল অবস্থায় থাকা পরিত্যক্ত কোয়ার্টার। সেই কোয়ার্টারগুলোর আশপাশেই গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট বাঁশের বেড়া দেওয়া শুয়োরের খাটাল। এক ব্যক্তিকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কী দেখছেন? এভাবে খাটাল তৈরি করেছেন কেন? প্রশ্ন করতে ওই ব্যক্তির জবাব, জায়গাটা খালি পড়ে রয়েছে। তাই খাটাল তৈরি করলাম। যদিও এভাবে খাটাল তৈরি করেই পরবর্তীতে সেটা আয়তন বেড়ে বাড়িও যে হয়ে গিয়েছে, ডিজেল কলোনি, মহানন্দা কলোনিতে ঘুরলেই সেটা বোঝা যাবে। স্থানীয় রেল কলোনির বাসিন্দা অশোক সরকার বলছিলেন, 'কলোনিগুলোর আশপাশের এলাকার এক শ্রেণির রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ব্যক্তিই এভাবে দখলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় শুয়োরের দৌরাত্ম্য যেমন বাড়ছে, দখলদারিও চলছে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের অবশ্য বক্তব্য, 'রেল যদি নিয়মিত নজরদারি চালায় তাহলে আর এই ধরনের দখলদারি হবে না।'

ঝুপড়ি বানিয়ে এভাবেই দখল হচ্ছে রেলের জায়গা। - সংবাদচিত্র

নিখোঁজ মহিলা উদ্ধার, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : নিখোঁজ এক মহিলাকে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে এলাকায় ফিরিয়ে আনে। এই ঘটনায় ধার্মিক দাস নামে এক ব্যক্তিকে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে।

গত ১১ তারিখ একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়। স্থানীয় এক মহিলাকে ফুসলিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগে জানানো হয়। প্রাথমিক তদন্ত চলার পর পুলিশ জানতে পারে, ওই মহিলাকে অসমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর ২১ তারিখ সকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর দীনেশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অসমের উদ্দেশে রওনা দেয়। ২২ তারিখ পুলিশের দলটি কারবি আলং জেলার বোকাজান থানা এলাকায় পৌঁছায়। সেখানকার স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান শুরু হয়। দুপুরের মধ্যে ওই মহিলার খোঁজ মেলে। সঙ্গে ধার্মিকের যোগসূত্র থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনকে সেখানকার জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করে। বিচারকের নির্দেশে পরে পুলিশ ওই দুজনকে নিয়ে শিলিগুড়ি রওনা হয়।

রেলের উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্ক

বাগডোগরা, ২৪ মে : বাগডোগরা রেলস্টেশনের পাশে সূর্যনগরের বাসিন্দাদের রেলের কাটিহার ডিভিশনের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তৃণমূলের তরফে এই উচ্ছেদের বিরোধিতা করা হচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে লোয়ার বাগডোগরা অঞ্চল তৃণমূলের তরফ থেকে বাসিন্দাদের নিয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রশান্ত দত্ত, রাজেশ লামা, বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। প্রশান্তবাবু বলেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে বসবাস করছে এমন ৭০টি পরিবারকে রেলের তরফ থেকে ৩১ মে'র মধ্যে জায়গা খালি করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এই নোটিশের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রেলের এমন অমানবিক নোটিশে আমার বাসিন্দাদের পাশে থাকব। কোনওভাবেই উচ্ছেদ করতে দেওয়া হবে না।

এয়ার ইন্ডিয়ায় বিমান চালনার প্রশিক্ষণ

এয়ার ইন্ডিয়া গুরুগ্রামের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিমান চালনা তথা পাইলটের প্রশিক্ষণ দেবে।
বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন।
আগ্রহীরা অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।
প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমেরিকার খ্যাতনামা ফ্লাইট স্কুলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ বছর। প্রয়োজন অনুসারে এয়ার ইন্ডিয়া শর্তসাপেক্ষে ট্রেনি পাইলট পদে নিয়োগ করবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইংরেজি, গণিত, ও ফিজিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এই তিন বিষয়ে প্রতিটিতে এবং মোট কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ইংরেজি লেখা ও বলায় স্বচ্ছন্দ হতে হবে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউ অব ওপেন স্কুলিং থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরাও আবেদন করতে পারবেন।
বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।
প্রার্থীকে দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
ডিজিসিএ ক্লাস ওয়ান মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।
বিশদ জানতে ওয়েবসাইট https://www.dgca.gov.in/digigov-/portal
প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য টেকনিক্যাল জ্ঞান, রিজনিং, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, চাপের মধ্যে কাজের ক্ষমতা ইত্যাদি যাচাই করা হবে।
এছাড়া প্যানেল ডিসকাশন, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদিও থাকবে।
নাম নথিভুক্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://
/cadetpilot.airindia.com

৯০ জন অফিসার নেবে ভারতীয় সেনা

অনলাইনে আবেদন ১৩ জুন পর্যন্ত

প্রশিক্ষণ দিয়ে টেকনিক্যাল শাখায় ৯০ জন অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ করা হবে পার্মানেন্ট কমিশনে। শুধু অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন। ১০+২ টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম ৫২ কোর্সে ট্রেনিং শুরু হবে ২০২৫-এর জানুয়ারিতে।
মোট শূন্যপদ: ৯০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথেমেটিক্সে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। সেইসঙ্গে জেইই (মেনস) ২০২৪ পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে।
দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি হওয়া চাই।
দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে চশমা সহ ভালো চোকে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/৯। মায়োপিয়া থাকলে তা যেন -২.৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে তা যেন +৩.৫ডি-র বেশি না হয়। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে।
বয়স: ১-১-২০২৫ তারিখে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯-এর মধ্যে।
মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ভোপাল বা বেঙ্গালুরু বা অন্যান্য স্থানে সিলেকশন বোর্ডের ইনটারভিউতে ডাকা হবে।
ইনটারভিউয়ের পাশাপাশি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টও হবে। গোটা প্রক্রিয়া চলবে ৫ দিন ধরে। প্রথম ধাপে ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের (৫ দিন) জন্য। প্রার্থী বাছাইয়ের সম্ভাব্য সময় অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস।
ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৫ বছর। প্রথমে গয়ার অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে এক বছরের ট্রেনিং, তারপর পুনে বা সেকেন্দ্রাবাদ বা মোহাউ-এ ৩ বছরের প্রিকমিশন ট্রেনিং এবং আরও এক বছরের পোস্ট কমিশন ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ৫৬১০০ টাকা।
সফল ট্রেনিং শেষে লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ হবে। তখন বেতনক্রম ৫৬১০০-১৭৭৫০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে প্রতি মাসে ১৫৫০০ টাকা। সেইসঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.joinindianarmy.nic.in
প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।
আবেদনের তারিখ: ১৩ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রোল নম্বর সহ পূরণ করা দরখাস্তের দুটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। একটি প্রিন্ট আউট ইন্টারভিউয়ের সময় জমা দিতে হবে। প্রিন্ট আউটটির উপর সই করে দেবেন। অপর প্রিন্ট আউটটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় তিন বাহিনীতে

আবেদন করা যাবে ১১ জুন পর্যন্ত

প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সে অফিসার নিয়োগ করা হবে।
নিয়োগ সংখ্যা ৪০৪ ন।
আগ্রহী প্রার্থীদের এর জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং অবিবাহিত হতে হবে। তরুণ-তরুণী, যে কেউ আবেদন করতে পারেন।
কোর্স শুরু হবে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে।
প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এক্সামিনেশন (২), ২০২৪-এর মাধ্যমে।
পরীক্ষা ১ সেপ্টেম্বর। প্রথমে প্রশিক্ষণ। সফল হলে চাকরি।
পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে আর্মি শাখার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ হতে হবে। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির এয়ারফোর্স ও ন্যাভাল উইং এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল ক্যাডেট এন্ট্রির ক্ষেত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ।
জন্মতারিখ: সব ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ হতে হবে ২-১-২০০৬ থেকে ১-১-২০০৯-এর মধ্যে।
দৈহিক মাপজোখ, দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে বিশদ জানতে দেখুন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইট।
প্রার্থী বাছাই: প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এই দুটি বিষয়ে—ম্যাথেমেটিক্স, জেনারেল এবিলিটি। ম্যাথেমেটিক্সে মোট নম্বর ৩০০। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট ৬০০ নম্বরের। সব ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও শিলিগুড়ি।
লিখিত পরীক্ষার পরে হবে ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোনালিটি টেস্ট। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে ৩ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে।
পেশাদারি ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ৫৬১০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। নিয়োগ হলে শুরুতে বেতনক্রম ৫৬১০০-১৭৭৫০০ টাকা। সঙ্গে মিলিটারি সার্ভিস পে বাবদ প্রতি মাসে ১৫৫০০ টাকা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদন: অনলাইন আবেদন করতে চাইলে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন www.upsconline.nic.in
আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ জুন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আবেদন করার পর সংশোধন করা যাবে ৫ থেকে ১১ জুন পর্যন্ত।

দেশজুড়ে আইন পড়ার হদিস

আইন বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক হলে সাধারণত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতেই হয়। সেইসব প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হলে দেশের শীর্ষ আইন কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। যেমন NLUs, Symbiosis Law School Pune, Siksha `O` Anusandhan এবং আরও বহু সংস্থায় যোগ দেওয়া যায়। যেসব প্রার্থীরা বিএ এলএলবি, এলএলএম বা পিএইচডিতে নথিভুক্ত করতে আগ্রহী, তাদের প্রতিনিয়ত দৈনিক সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন সহ নেট মাধ্যমেও খোঁজ রাখতে হবে।
দেশে প্রতি বছর আইন বিষয়ে ভর্তির জন্য বহু পরীক্ষা হয়। যেমন, জাতীয়-স্তরের আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা CLAT কনসোর্টিয়াম দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন AILET এবং SLAT বার্ষিক NLUD এবং SIU দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব, আইন পড়তে গেলে স্নাতকের জন্য উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ ১২তম গ্রেড এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য LLB শেষ করার পরে স্বীকৃত আইনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আইন বিষয়ে আগ্রহী পড়ুয়ারা জেনে রাখুন, আইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা হল ভারতের আইন কলেজগুলিতে ভর্তির প্রাথমিক প্রবেশ ক্ষেত্র। জাতীয় এবং রাজ্য-স্তরের আইন পরীক্ষা রয়েছে, যা আবেদনকারীদের আইন পড়ার জন্য তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলিতে নথিভুক্ত করার সুযোগ দেয়। মূলত, আইন হল একটি পেশাদার ডিগ্রি কারণ এটি সুরক্ষা, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ব্যবসা এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক শাখায় বিস্তৃত আইনের ডিগ্রি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।
এই প্রতিবেদনে, আইনের প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ, বিন্যাস, পাঠ্যক্রম, অনলাইন টিউটরিং এবং অনুশীলন পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যের উল্লেখ করা হল।

দুই স্তরে প্রবেশিকা

আমাদের দেশে, দুটি স্তরে আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালিত হয়। একটি জাতীয় পর্যায়ে, যেখানে যে কোনও অঞ্চলের আবেদনকারীরা আবেদন করতে এবং উপস্থিত হতে পারেন। আরেকটি হল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, যেখানে শুধুমাত্র রাজ্যের বাসিন্দারাই আবেদন করতে পারেন।
ভারতের শীর্ষ আইন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটিতে প্রবেশের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী জাতীয় এবং রাজ্য-স্তরের আইন প্রবেশিকা উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করে থাকেন। ভারতের শীর্ষ আইন প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকগুলি নিম্নরূপ।

শীর্ষ আইন প্রবেশিকা

এখানে ভারতের শীর্ষ আইন পরীক্ষার একটি তালিকা উল্লেখ করা হল, যা বছরে একবার জাতীয় স্তরে পরিচালিত হয়।

CLAT পরীক্ষা

এনএলইউ কনসোর্টিয়াম এক বছরের এলএলএম প্রোগ্রাম এবং পাঁচ বছর সমন্বিত এলএলবি প্রোগ্রামের জন্য এনএলইউ (এনএলইউডি ছাড়া) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে আইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে। অনেক প্রাইভেট ল স্কুল স্নাতক এবং স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য NLUs ছাড়াও CLAT গ্রহণ করে। এটি ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে।
মোট সময়: ১২০ মিনিট
(মোট প্রশ্ন: ১২০ (আগে ছিল ১৫০টি
মোট নম্বর: ১২০
নেগেটিভ মার্কিং: আছে
মোট বিষয়: ৫টি, যার মধ্যে রয়েছে পড়ার বোধগম্যতা, পরিমাণগত কৌশল, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সাধারণ জ্ঞান, আইনগত যুক্তি, এবং যৌক্তিক যুক্তি।

SLAT পরীক্ষা

SIU পুনে - সিম্বিওসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) তার চারটি আইন স্কুল, সিম্বিওসিস ল স্কুল (SLS), পুনে, SLS নাগপুর, SLS হায়দ্রাবাদ এবং SLS নয়ডায় প্রদত্ত স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য SLAT আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে। এটি CLAT-এর পরে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটি, তবে আগেরটির চেয়ে বেশ সহজ।
মোট প্রশ্ন: ৬০টি
মোট নম্বর: ৬০টি।
পরীক্ষার বিষয়: লজিক্যাল রিজনিং, রিডিং কম্প্রিহেনশন, লিগ্যাল রিজনিং এবং সাধারণ জ্ঞান।

AILET পরীক্ষা

এটি জাতীয়-স্তরের আইনি প্রবেশিকা। পরীক্ষাটি বার্ষিক NLUD দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন আইন কোর্সে বিএ, এলএলবি, এলএলএম এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম অফার করে। নীচে তালিকাভুক্ত ৩টি বিভাগ থেকে আইন পরীক্ষা AILET-এ মোট ১৫০টি প্রশ্ন
:জিজ্ঞাসা করা হয়
যৌক্তিক বিশ্লেষণ
ইংরেজি
সাধারণ জ্ঞান

AIBE পরীক্ষা
দেশের বিভিন্ন আদালতে আইন অনুশীলন করতে চান? এমন প্রার্থীদের জন্য বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া প্রতি বছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে AIBE পরীক্ষা পরিচালনা করে। এটি একটি জনপ্রিয় আইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং এটি ১৯টি বিষয়ে হয়ে থাকে।
কোম্পানি আইন
পরিবেশ আইন
জনস্বার্থ মামলা
মোটরযান আইন এবং ভোক্তা সুরক্ষা আইন সহ নির্যাতনের আইন এবং আরও বহু বিষয়।

LSAT পরীক্ষা

ল স্কুল অ্যাডমিশন কাউন্সিল (LSAC) ভারতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর আইন প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য LSAT ইন্ডিয়া আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে। প্রথমে, Pearson VUE LSAC-এর হয়ে দেশে LSAT পরিচালনা করত। কিন্তু ২০২০ সাল পর্যন্ত, LSAT ইন্ডিয়া ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা ও পরিচালনার জন্য LSAC প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, discoverlaw.in, LSAT ইন্ডিয়া আবেদন পদ্ধতির তথ্য প্রদান করে। এখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু
:প্রয়োজনীয় তথ্য
সময়কাল: ২ ঘন্টা ২০ মিনিট
মোট প্রশ্ন: ৯২টি
পরীক্ষার বিষয়: বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি, পাঠ বোঝা এবং যৌক্তিক যুক্তি ১ এবং ২

আইনি প্রবেশিকা, রাজ্য স্তরে

এবার আমরা ভারতে আইন পড়ার জন্য কিছু সুপরিচিত রাজ্য-স্তরের পরীক্ষার উল্লেখ করছি।

MH-CET আইন

এটি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন কলেজে ভর্তির জন্য MHSCETC দ্বারা পরিচালিত একটি ইনস্টিটিউট-স্তরের আইন পরীক্ষা। এটি একটি কম্পিউটার-ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা এবং মহারাষ্ট্রের আইন কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ৫ বছরের সমন্বিত LLB পাশাপাশি ৩ বছরের LLB কোর্স অফার করে।
মোট সময়: ২ ঘণ্টা
মোট প্রশ্ন: ১৫০
মোট নম্বর: ১৫০
পরীক্ষার বিষয়: লজিক্যাল এবং অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং, ইংরেজি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সহ সাধারণ জ্ঞান, আইনি যোগ্যতা এবং গাণিতিক যোগ্যতা।

এপি আইন সিইটি

অন্ধ্রপ্রদেশ কমন ল এন্ট্রান্স টেস্ট (APLAWCET) হল অন্ধ্রপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধীন কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য একটি রাজ্য-স্তরের আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা। এটি অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন (APSCHE)-এর পক্ষ থেকে আচার্য নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়, গুন্টুর দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ বছরের এলএলবি এবং তিন বছরের এলএলবি উভয় প্রোগ্রামের জন্য, কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষায় মোট ৯০ মিনিটের জন্য ইংরেজি এবং তেলুগুতে পরীক্ষা দিতে হয়।

টিএস আইন সিইটি

তেলেঙ্গানা স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন (TSCHE), হায়দরাবাদের পক্ষে, হায়দরাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি TS LAWCET নামে পরিচিত রাজ্য-স্তরের আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে। তেলেঙ্গানা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের তিন বছরের এবং পাঁচ বছরের সমন্বিত এলএলবি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আইন পরীক্ষা পরিচালিত হয়। পরীক্ষাটি কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা মোডে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং মোট ৯০ মিনিটের পরীক্ষা।

দেশে ইনস্টিটিউট স্তরের আইনি পরীক্ষা

এখানে ইনস্টিটিউট-স্তরের আইন প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি তালিকার উল্লেখ করা হল, যা আপনাকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সাহায্য করবে।

DU LLB

দিল্লি ইউনিভার্সিটির তিনটি আইনি কেন্দ্র-ক্যাম্পাস লিগ্যাল সেন্টার, ল সেন্টার ১ এবং ল সেন্টার ২--এই আইন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের ভর্তি করে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা সারা দেশে CBT ফর্ম্যাটে পরীক্ষা পরিচালনা করে। প্রার্থীরা কাট-অফ ক্লিয়ার করলে, তাদের পিআই রাউন্ডের জন্য ঢাবি ক্যাম্পাসে যেতে হয়।
মোট ২০০টি প্রশ্ন করা হয়, যা সব মিলিয়ে ৪০০ নম্বরের। এইসব বিষয়গুলি --থেকে মূলত প্রবেশিকাতে প্রশ্ন আসে
কম্প্রিহেনশন সহ ইংরেজি
বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা
আইনি সচেতনতা এবং যোগ্যতা
সাধারণ জ্ঞান

জেএমআই বিএ এলএলবি

এটি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া দ্বারা পরিচালিত আরেকটি ইনস্টিটিউট-স্তরের আইন প্রবেশিকা পরীক্ষা, যা প্রতি বছর নিজের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করে। এই পরীক্ষাটি অফলাইনে পরিচালিত হয়। উল্লিখিত ৫টি অধ্যায় থেকে মোট ১৫০টি প্রশ্ন করা হয়েছে।
(প্রাথমিক গণিত (সংখ্যাগত ক্ষমতা
আইনি যোগ্যতা/ আইনি যুক্তি
বর্তমান ঘটনা
কম্প্রিহেনশন সহ ইংরেজি
সাধারণ শিক্ষা

উচ্চতর আইনি প্রবেশিকায় বসতে হলে

আইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজন। আইনে স্নাতক ডিগ্রি বা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমতুল্য ডিগ্রি, ন্যূনতম ৫০ শতাংশ জিপিএ সহ, এলএলএম ডিগ্রি থাকতেই হবে।
UG-LLB প্রোগ্রামে আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ করে থাকতে হবে। সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় নম্বর প্রয়োজন ৫০ শতাংশ।

আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

আইন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কিছু বিষয়ে --অবশ্যই নজর দিতে হবে
সিলেবাস এবং পরীক্ষার বিন্যাস বুঝতে হবে: আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সিলেবাস এবং পরীক্ষার বিন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধি প্রয়োজন।
সঠিকভাবে সময় ব্যবহার: নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা শেষ করতে হবে, যাতে রিভিশনের সুযোগ থাকে। আগে মক টেস্ট দিয়ে নিজেকে তৈরি করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। পুরোনো প্রশ্ন নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। থাকতে হবে দৃঢ়সঙ্কল্প।
কোচিং-এ নাম লেখান: আপনার দুর্বলতার দিকগুলির উন্নতির জন্য আপনাকে প্রয়োজনে কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বর্তমানে অনলাইনের যুগে অনলাইন কোচিংয়েও ভর্তি হতে পারেন। এতে আপনি ঢের বেশি অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি করতে পারবেন এবং শর্টকাট উপায়ে অনেক কম সময়ে সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।
আইন প্রবেশিকা পরীক্ষায় আপনার গতি এবং নির্ভুলতা বাড়ানোর একমাত্র উপায় হল প্রচুর অনুশীলন করা। এর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল মক টেস্ট। মূল পরীক্ষার আগে মক টেস্ট আপনাকে সাফল্যে পৌঁছেতে সাহায্য করবে।

দেশে আছি স্বপ্ন দ্যাখো
কেরিয়ার প্ল্যান

ডিএলএড কোর্সে এখনই আবেদন করুন

আপনি কি শিক্ষকতায় আগ্রহী? তাহলে শুধু স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনই শেষ কথা নয়। শিক্ষকতার জন্য স্পেশাল কোর্স করতেই হবে। সেই চাহিদা থেকে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং এনসিটিই কর্তৃক স্বীকৃত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
কোর্সের নাম ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন অর্থাৎ ডিএলএড।
এখানে বলে রাখা ভালো, রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক।
কোর্সের মেয়াদ ২ বছর।
প্রার্থীকে অবশ্যই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

আবেদন করতে চাইলে প্রার্থীকে মোট কমপক্ষে ৫০ শতাংশ (তপশিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থী যে মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে চান, সেই ভাষাটি উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে পড়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি পড়ে থাকা বাধ্যতামূলক।
আগ্রহী প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪ তারিখের হিসাবে ৩৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সে ছাড় পাবেন।
আবেদন করতে হলে: আগ্রহীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.wbbprimaryeducation.org
প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।
আবেদনের ফি বাবাদ দিতে হবে ১০০০ টাকা। তপশিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৭৫০ টাকা।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা পাওয়া যাবে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে। বিশদ তথ্যও পাওয়া যাবে ওই ওয়েবসাইটেই।

আইনি প্রবেশিকায় প্রশ্ন সংখ্যা ১৫০ থেকে কমিয়ে ১২০

রদবদল আনা হয়েছে বেশকিছু। কী সেই পরিবর্তন? জেনে নিন, কনসোরটিয়াম অফ ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির তরফে ২০২৪-এর সর্বভারতীয় কমন ল অ্যাডমিশন টেস্টে কী ধরনের বদল আনা হয়েছে সে বিষয়ে।
আপনি কি আইন পড়তে চান? তাহলে এই তথ্যগুলি জানতেই হবে। কারণ, বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে প্রবেশিকা পরীক্ষার শর্তাবলীতে। কনসোরটিয়াম অফ ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪-এর কেন্দ্রীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কমন ল' অ্যাডমিশন টেস্ট (ক্ল্যাট) তথা আইনের প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে, সে বিষয়ে।

প্রথমত, প্রশ্নের সংখ্যা ১৫০ থেকে কমিয়ে ১২০ করা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, ২ ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে ইংরেজি ভাষা, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স-সহ জেনারেল নলেজ, লিগ্যাল রিজনিং, লজিক্যাল রিজনিং এবং কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিকস্ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলি যাতে পরীক্ষার্থীদের জন্য সহজতর হয় এবং বেশি সংখ্যক পড়ুয়া যাতে পরীক্ষা দিতে পারেন, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়েছে গত বছর। বৈঠকে ছিলেন কনসোরটিয়াম অফ ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির পরিচালন পর্ষদের আধিকারিকেরা। তবে এই প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিবর্তন শুধু মাত্র স্নাতকস্তরে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপাতত স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হচ্ছে না কোনও পরিবর্তন, জানানো হয়েছিল কনসোরটিয়াম অফ ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞপ্তিতে।

খেলায় আজ

১৯৩৫ : মিশিগানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি অ্যাথলিট জেসে ওয়েন্স ৪৫ মিনিটে চারটি বিশ্বরেকর্ড গড়েন অথবা স্পর্শ করেন। ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে যা সর্বকালীন সেরা ৪৫ মিনিট বলে পরিচিত।

সেরা অফবিট খবর

হার্দিকের দুঃসময়?

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে নিজের নামের পাশ থেকে নাতাশা স্ট্যানকোভিচ সরিয়ে দিয়েছেন পান্ডিয়া পদবি। হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে সমস্ত ছবিও তাঁর স্ত্রী নাতাশা মুছে দিয়েছেন। তবে ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে ছবিগুলো রয়ে গিয়েছে। প্রতিবার আইপিএলের সময় তাঁকে হার্দিকের সমর্থনে গ্যালারিতে দেখা যেত। এবার সেটাও দেখা যায়নি। এর থেকেই অনুরাগীরা মনে করছেন হার্দিকের বিয়ে ভাঙতে চলেছে।

ভাইরাল

ঢের 'সারা' প্যায়ার

শচীন তেন্ডুলকারের মেয়ে সারা ক্লিনিকাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন। মেয়েকে প্রশংসা ও ভালোবাসা জানিয়ে তাঁর সমাবর্তন উৎসবের একটি ভিডিও শচীন পোস্ট করেছেন। সেখানে সারার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী অঞ্জলিও। সঙ্গে ক্যাপশন দিয়েছেন, খুব সুন্দর দিন।

ইনস্টা সেরা

চোটের জন্য এবার আইপিএল খেলতে পারেননি প্রসিধ কৃষ্ণা। স্ত্রী রচনার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি।

সেরা উক্তি

২০২২ আইপিএলে ভালো খেলতে পারছিলাম না। আত্মবিশ্বাস তলানিতে। আমাকে নিয়ে দুইদিন আলাদা করে বসেছিল। ডিকে আমাকে মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে বলেছিল। ভুলগুলি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়, যা বুঝতে পারছিলাম না। কার্তিকের মধ্যে সততা এবং সাহস দুইটিই রয়েছে। আমাকে যা টানে।

-বিরাট কোহলি

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. শেষ টি২০ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস একটি টেস্ট খেলিয়ে দেশকে হারিয়েছিল। কী নাম তাঁর?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. গৌতম গম্ভীর, ২. টানা ছয়বার।

সঠিক উত্তরদাতারা

পুষ্পল ভট্টাচার্য, লাবণ্য কুণ্ডু, অমর্ত্য মজুমদার, শ্রাবণী পাল, নয়ন প্রামাণিক, দেবাদৃত সরকার।

পন্টিং-ল্যাঙ্গারদের সঙ্গে কথা হয়নি : জয় শা

'রাজনীতি চলে', বিতর্কে লোকেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি রিকি পন্টিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে। কোনও প্রাক্তন অস্ট্রেলীয়র সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পরবর্তী হেডকোচের প্রস্তাব পাওয়া নিয়ে পন্টিংয়ের দাবি আজ উড়িয়ে দিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শা।

টি২০ বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব ছাড়বেন রাহুল দ্রাবিড়। বিকল্প কোচের খোঁজে তালিকায় একঝাঁক নাম। রিকি পন্টিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গারও ছিলেন সেই তালিকায়। দুই অজি দাবিও করেন, তাঁরা প্রস্তাব পেলেও রাজি হননি। এদিন জয় শা পালটা দাবি করে বলেন, 'আমি বা বোর্ড কারও পক্ষ থেকে কোনও প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। কিছু মিডিয়ায় এনিয়ে যা প্রচার করা হচ্ছে, তা সর্বৈব মিথ্যা।'

জয় শার কথায়, যোগ্য লোককেই খুঁজছে বোর্ড। সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাড়াহুড়ো করে নয়। বলেছেন, 'জাতীয় দলের হেডকোচ হিসেবে যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে নেওয়া হবে সবকিছু পূঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করেই। অগ্রাধিকার পাবেন যাঁদের ভারতীয় ক্রিকেট কাঠামোর সম্পর্কে গভীর ধারণা রয়েছে।'

প্রাথমিকভাবে ভিভিএস লক্ষ্মণ টার্গেট ছিল বোর্ডের। কিন্তু এনসিএ-র হেডকোচ এখনই রোহিত-বিরাটদের দায়িত্ব নিতে রাজি নন। তবে খবর, বোর্ড এখনও হাল ছাড়েনি। ভিভিএস-কে রাজি করানোর চেষ্টা

আইপিএলে কোচিং করানো চাপের এবং রাজনীতি রয়েছে যদি তুমি ভাবো, তাহলে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া উচিতই নয়। কারণ ওখানে দুটোই একশো গুণ বেশি। আমার মনে হয় রাহুল ভালোই পরামর্শ দিয়েছে।

জাস্টিন ল্যাঙ্গার

চলছে। সেপ্টেম্বরে এনসিএ-র চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। কথাবার্তা চলছে। ভিভিএস মত বদলালে তার আগেই একেবারে সিনিয়ার দলের দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে। যেমনটি এনসিএ-তে থেকে জাতীয় দলের হেডকোচ হন রাহুল দ্রাবিড়।

এদিকে, আইপিএলের চেয়ে জাতীয় দল, ভারতীয় ক্রিকেটে একশো গুণ বেশি রাজনীতি হয়- লোকেশ রাহুলের বক্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। প্রাথমিকভাবে রোহিত-বিরাটদের কোচ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। কিন্তু লোকেশের পরামর্শের পরই নাকি উৎসাহ হারান লখনউ সুপার জায়েন্টসের কোচ।

এক সাক্ষাৎকারে বিতর্ক উসকে দিয়ে ল্যাঙ্গার দাবি করেন, 'এই ব্যাপারে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও বলে, আইপিএলে কোচিং করানো চাপের এবং রাজনীতি রয়েছে যদি তুমি ভাবো, তাহলে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া উচিতই নয়। কারণ ওখানে দুটোই একশো গুণ বেশি।' আমার মনে হয় রাহুল ভালোই পরামর্শ দিয়েছে।'

ল্যাঙ্গার স্বীকার করে নেন, ভারতীয় দলের দায়িত্ব আকর্ষণীয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। জানেন, জাতীয় দল সামলানো যেমন কঠিন, তেমন বাড়তি ধকলও। তবে ভবিষ্যতে জাতীয় দলের হেডকোচের প্রস্তাব পেলে অবশ্যই ভাববেন।

হায়দরাবাদ-রাজস্থান ম্যাচে নজর শ্রেয়সদের

বিশ্বকাপের মতো বড় আইপিএল-ও : গম্ভীর

চেন্নাই, ২৪ মে : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই রবিবার আইপিএল ফাইনাল। কেকেআরের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস নাকি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, সেটাও রাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রবিবারের ফাইনালের মাধ্যমে যেমন সপ্তদশ আইপিএল শেষ হবে, তেমনই জুন মাসের টি২০ বিশ্বকাপের বাজনা প্রবলভাবে বেজে উঠবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। আজ গভীর রাতেই টিম ইন্ডিয়ার বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি কুড়ির বিশ্বকাপের লক্ষ্যে আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছেন। বাকিরা রবিবার ফাইনাল শেষ হওয়ার পরই মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেবেন।

প্রবল গরম ও তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে চেন্নাই। তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি হলেও অনুভব হচ্ছে প্রায় ৪৪-৪৫ ডিগ্রির মতো গরম। এমন অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায় এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে কেকেআর ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করলেও আজ পুরো দিনটা বিশ্রামেই কাটিয়ে দিলেন নাইটরা। সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ে নাইটদের টিম হোটেলে স্পনসরদের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের মাঝেও চলল ফাইনালের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে নীল নকশা তৈরির কাজ। যেখানে স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে চিপকের স্পিন সহায়ক উইকেটের বিষয়টি। শুধু তাই নয়, প্রবল গরম ও আর্দ্রতার কারণে ফাইনালে হয়তো তিন স্পিনার খেলাতে পারে কেকেআর। রাতের দিকে চেন্নাই থেকে কেকেআরের এক প্রতিনিধি বলছিলেন, 'দুর্দান্ত মেজাজে রয়েছে পুরো দল। ফাইনালের ভাবনাও

ফাইনালেও এই ছবি ফেরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর।

শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষ ম্যাচটায় কোনওভাবেই হারতে চায় না দল। বারো বছর আগের স্মৃতি ফেরানোর শপথ নেওয়ার কাজ চলছে দলের অন্দরে। তিন নম্বর ট্রফি নিয়ে কলকাতা ফিরে সাফল্য উদযাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।'

রবি সন্ধ্যায় কেকেআরের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ নাইটদের মেন্টর গৌতম গম্ভীর এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আইপিএলের গুরুত্বের সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপের তুলনা টেনেছেন। গম্ভীর বলেছেন, 'আইপিএল টি২০ বিশ্বকাপের মতোই সর্বোচ্চ মানের প্রতিযোগিতা। যেখানে শীর্ষে থাকা দলের সঙ্গে একেবারে নীচে থাকা দলের খুব একটা ফারাক নেই। হয়তো শীর্ষে থাকা দলের সঙ্গে লিগ টেবিলে সবার নীচে থাকা দলের সিরিজ হলে প্রথম দল হেরেও যেতে পারে।' ক্রিকেটার হিসেবে দীর্ঘসময় আইপিএল খেলেছেন গম্ভীর। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, গম্ভীর কেকেআরের সর্বকালের সফল অধিনায়ক। এবার হয়তো নাইটদের সর্বকালের সফল মেন্টরের তকমাও পেতে চলেছেন তিনি। কেকেআর মেন্টর অবশ্য রবিবারের ফাইনাল নিয়ে কোনও মন্তব্য না করে আইপিএল সাগরে ভেসেছেন। গম্ভীরের কথায়, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস, আইপিএল দুর্দান্ত মানের প্রতিযোগিতা। যেখানে একটি দলের সঙ্গে অন্য কোনও দলের ফারাক প্রায় থাকেই না। তাছাড়া প্রতিযোগিতার মানও দুর্দান্ত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই টি২০ বিশ্বকাপের মতোই বড় প্রতিযোগিতা আইপিএল। আগামীদিনে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আরও বাড়বে।'

২ জুন শুরু হয়ে যাচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। যেখানে এবার মোট ২০ দল অংশ নিতে চলেছে। কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেটীয় মানের বিচারে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তিন-চারটি দল বাদে বাকিরা সমমানের নয়, এমন কথাও আজ শুনিয়েছেন কেকেআর মেন্টর। এই কারণে অনেক সময় আইপিএলকে তাঁর বিশ্বকাপের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে মনে হয়। নাইটদের মেন্টর বলছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলির দিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন, ৩-৪টি দলকে বাদ দিলে বাকিরা অনেকটাই পিছিয়ে। সেই তুলনায় আইপিএলের প্রতিযোগিতার মান অনেক ভালো। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের মান ও পরিকাঠামো এতটাই ভালো বলেই হয়তো বাকিদের সঙ্গে ফারাকটা বেশি করে নজরে আসে।'

একটি অনুষ্ঠানে দ্য গ্রেট খালির সঙ্গে শুভমান গিল। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

মেসির সম্মতির অপেক্ষায় মাসচেরানো

বুয়েনস আয়ার্স, ২৪ মে : অলিম্পিকে দেশের হয়ে কি প্রতিনিধিত্ব করবেন লিওনেল মেসি? জুন মাসে সম্ভবত শেষবারের জন্য কোপা আমেরিকায় নামতে চলেছেন ৩৬ বছর বয়সি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। তার আগে তিনি অলিম্পিকে খেলবেন কিনা, তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। অলিম্পিকে লিওর খেলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে জাভিয়ের মাসচেরানোর নিয়মিত কথা হচ্ছে, সেই কথা নিজেই জানান আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ।

শুধু ২৩ বছরের অধিক ফুটবলারদের নিয়েই নয়, গোটা স্কোয়াড নিয়েই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া অন্য লিগ এখনও শেষ হয়নি। তাই কাদের পাওয়া যাবে, সেটা দেখতে আমরা ক্লাবগুলির সঙ্গে নিয়মিতভাবে কথা বলছি। অনেকেই খেলতে আগ্রহী।

জাভিয়ের মাসচেরানো

অলিম্পিকে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার খেলানোর নিয়ম থাকলেও এর ব্যতিক্রমী ৩ জন ফুটবলারকে স্কোয়াডে রাখা যায়। অলিম্পিকে মেসির অংশগ্রহণ নিয়ে মাসচেরানো বলেন, 'এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। প্যারিসে তিনি যাবেন কিনা, তা এখনই বলার সময় আসেনি। পরের মাসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' যোগ করেন, 'শুধু ২৩ বছরের অধিক ফুটবলারদের নিয়েই নয়, গোটা স্কোয়াড নিয়েই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া অন্য লিগ এখনও শেষ হয়নি। তাই কাদের পাওয়া যাবে, সেটা দেখতে আমরা ক্লাবগুলির সঙ্গে নিয়মিতভাবে কথা বলছি। অনেকেই খেলতে আগ্রহী।' একসময়ের বার্সেলোনা ও জাতীয় দলের সতীর্থকে মাসচেরানো রাজি করাতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

পাক সাংবাদিককে পালটা দিলেন রায়না

টি২০ বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত আফ্রিদি

দুবাই ও নয়াদিল্লি, ২৪ মে : যুবরাজ সিং, ক্রিস গেইল, উসেইন বোল্টের পর শাহিদ আফ্রিদি। ২ জুন থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত হলেন প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক আফ্রিদি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির তরফে আজ আফ্রিদির নাম ঘোষণা হয়েছে। এমন সম্মান পাওয়ার পর আইসিসির ওয়েবসাইটে আফ্রিদি বলেছেন, 'আমার জন্য এটা বিরাট সম্মান। দীর্ঘসময় ক্রিকেট খেলেছি। পাকিস্তানকে বহু সাফল্যও এনে দিয়েছি। আইসিসি আজ তার প্রতিদান দেওয়ায় গর্বিত আমি।'

আফ্রিদির নাম ঘোষণার পরই তিনি বিতর্কেও জড়িয়েছেন। আর সেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে সমাজমাধ্যমে। টি২০ বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক আফ্রিদির নাম ঘোষণার পরই এক্স হ্যান্ডেলে পাকিস্তানের এক সাংবাদিক লেখেন, 'আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত করল আফ্রিদিকে। হ্যালো সুরেশ রায়না?' প্রতিবেশী দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে আচমকা টেনে এনে বিতর্ক বাধিয়েছিলেন তিনি। পাক সাংবাদিকের এমন পোস্টের কিছু সময় পর রায়নাও পালটা দিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আমি আইসিসির শুভেচ্ছাদূত নই। কিন্তু আমার বাড়িতে ২০১১-র বিশ্বকাপটা রয়েছে। মোহালির সেই ম্যাচটা কি মনে পড়ে? আশা করব, খুব দ্রুত সেটা মনে করতে পারবে।' উল্লেখ্য, ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মোহালিতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত সেই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছিল। সেই সময় পাক অধিনায়ক ছিলেন আফ্রিদি। তাই রায়না পাকিস্তানের 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিয়েছেন আজ।

টিম আরসিবি-তে বদলের ভাবনা

কার্তিক-আবেগে বিরাট, দীপিকা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : সপ্তদশ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ।

আইপিএল সেই অধরা। কষ্ট বাড়িয়েছে টিম সতীর্থ দীনেশ কার্তিকের বিদায়পর্ব। হারের আক্ষেপ ঝেড়ে ম্যাচের পরই ডিকেকে নিজের মতো করে সম্মান জানান বিরাট কোহলি। এদিনও আবেগে ভাসলেন।

কার্তিককে নিয়ে বিশেষ ভিডিও পোস্ট করেছে আরসিবি। যেখানে বিরাট বলেছেন, 'প্রথমবার ডিকে'র সঙ্গে দেখা

দীনেশ কার্তিকের আইপিএল কেরিয়ারে দাঁড়ি পড়ে যাওয়ায় আবেগে ভাসলেন বিরাট কোহলি ও ডিকে-র স্ত্রী দীপিকা পাল্লিকাল।

২০০৯ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলছিলাম। ওকে দেখে মজার মানুষ মনে হয়েছিল। কখনও অতিসক্রিয়, কখনও বা কিছুটা বিভ্রান্ত। এক জায়গায় বসে থাকত না। ঘুরপাক খেত। ডিকে-কে নিয়ে এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা।'

ক্রিকেটার ডিকে-কেও প্রাপ্য সম্মান দিতে ভুল করেননি। কোহলির মতে, অসম্ভব প্রতিভাবান। ভালো মানে ব্যাটার। প্রথমদিন ওকে নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা এখনও বদলায়নি। তবে বয়সের সঙ্গে পরিণত হয়েছে ডিকে। অভিজ্ঞতা বেড়েছে। তুলনায় আগের থেকে শান্তও।

কোহলির কেরিয়ারেও একসময় 'মেন্টরের' ভূমিকা পালন করেছেন কার্তিক! বিরাট বলেন, '২০২২ আইপিএলে ভালো খেলতে পারছিলাম না। আত্মবিশ্বাস তলানিতে। আমাকে নিয়ে দুইদিন আলাদা করে বসেছিল। ডিকে আমাকে মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে বলেছিল। ভুলগুলি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়, যা বুঝতে পারছিলাম না। কার্তিকের মধ্যে সততা এবং সাহস দুইটিই রয়েছে। আমাকে যা টানে।'

প্রচুর আড্ডা, সুখস্মৃতি জড়িয়ে দুইজনের মধ্যে। বিরাটের কথায়, 'মাঠের বাইরেও দারুণ সব স্মৃতি রয়েছে। শুধু ক্রিকেট নয়, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে ডিকে-র। ওর সঙ্গে তাই আড্ডা সবসময় উপভোগ্য। যে বিষয় বোঝে, সেটা নিয়েই কথা বলে। ওর সঙ্গে তাই কখনও সমস্যা হয়নি।'

স্বামীকে নিয়ে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ভারতীয় মহিলা স্কোয়াশের মুখ দীপিকা পাল্লিকালও। জানান, স্বামীই তাঁর লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। বলেছেন, '২০১৩ আলাপ। তখনই মনে হয় একসঙ্গে জীবন কাটাতে পারি। অনেক কিছু শিখেছি। বাদ পড়লে ২-৩ তিন হতাশ থাকত। তারপর উঠে দাঁড়াত। ওর মতো বারবার বাদ পড়তে অন্য কেউ বা আমি হলে হয়তো খেলাই ছেড়ে দিত। কঠিন পরিস্থিতিতে ওর নাছোড় মানসিকতা শিক্ষণীয়।'

নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন দীপিকা। বলেছেন, 'নিজের খেলায় নিরন্তর পরিবর্তন করত। কেন বুঝতে পারতাম। শেষ ৪-৫ বছর ক্রিকেট উপভোগ করত, যার পিছনে অভিষেক নায়ারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ওর সঙ্গে আলাপের পর মানুষ হিসেবেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে ডিকে-র। ক্রিকেট ধ্যানজ্ঞান। অবসর মুহূর্ত বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। ক্রিকেটার হিসেবে যা করেছে, ওরজন্য গোটা পরিবার, আমরা সবাই গর্বিত।'

ব্যাট ছেড়ে ফের মাইক্রোফোন হাতে নিতে চলেছেন কার্তিক। অতীতে ক্রিকেট থেকে সাময়িকভাবে ছুটি নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আসন্ন বিশ্বকাপেও সেই ভূমিকাতেই দেখা যাবে।

এদিকে, ট্রফির খরা কাটাতে আগামীবার দলের বোলিংয়ে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত। লিগের প্রথম পর্বে অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিও বলে দেন, এই বোলিং নিয়ে হবে না। কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, স্কিলফুল বোলার দরকার। শুধু পেস দিয়ে হবে না। দরকার বুদ্ধিদীপ্ত বোলার। চিন্নাস্বামীর পিচ, পরিস্থিতি বুঝে যে বল করতে পারবে।

ইউরোর পর অবসরে জিরু

প্যারিস, ২৪ মে : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অলিভিয়ের জিরু। তবে এখনই নয়। আসন্ন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পরই ফ্রান্সের জার্সি তুলে রাখবেন সেদেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৩৭ বছর বয়সি এই তারকা স্ট্রাইকারের নামের পাশে রয়েছে ৫৭ গোল।

২০১৮ সালে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতানোর অন্যতম কারিগর দেশের জার্সিতে ১৩১টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। সম্প্রতি ফরাসি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অবসর প্রসঙ্গে জিরু বলেছেন, 'সত্যি বলতে এটাই ফ্রান্সের জার্সি গায়ে আমার শেষ প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। আমি অবশ্যই দেশের হয়ে খেলার অনুভূতি মিস করব। নতুনদের সুযোগ পাওয়ার জায়গা করে দিতে হবে। আমি সবসময়ই বলে এসেছি যে, সেদিনই সরে দাঁড়াব, যেদিন আমার শরীর আর সায় দেবে না। আমার শরীর এখনও ২ বছর খেলার মতো অবস্থায় আছে। কিন্তু ফ্রান্সের হয়ে খেলার প্রসঙ্গ এলে এরপর আর খেলতে পারব বলে মনে হয় না।' আন্তর্জাতিক মঞ্চে ২০১১ সালে তাঁর অভিষেক হয়। বিশ্বকাপের পাশাপাশি তিনি নেশনস লিগও জেতেন। কিন্তু ক্যাবিনেটে ইউরোপা লিগ নেই। সেই অধরা মাধুরীর খোঁজেই আসন্ন ইউরোপায় নামবেন তিনি।

'অ্যাথলিটরা মানুষ, পদক জেতার রোবট নয়'

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : সাফল্য পেলে সাদরে বরণ। আর ব্যর্থ হলেই তীব্র সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করা। এই দুই ধরনের অনুভূতি ভারতের প্রাক্তন তারকা শুটার অভিনব বিন্দ্রা নিজের কেরিয়ারে ভালোভাবেই অনুভব করেছেন। সামনেই অলিম্পিক। তাতে ভারতীয় অ্যাথলিটরা সফল হোক, কিংবা ব্যর্থ, ক্রীড়াবিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করাই যে গর্বের, সেই কথা মনে করিয়ে দিলেন অভিনব। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে উঠে এল আধুনিক সময়ে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব।

২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনাজয়ীর কথায়, 'প্রথমত অ্যাথলিটদের মানুষ হিসাবে ভাবতে হবে। ওরা কোনও পদক জেতার রোবট নয়। ওদের ওপর আস্থা রাখা খুবই জরুরি। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান বলে, বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধরলে সাফল্য মেলে।' পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানকে যে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেই কথা জানিয়ে অভিনবের বার্তা, 'শুটার, যাঁরা টোকিও অলিম্পিকে খেলেছিলেন ও যাঁরা প্যারিসে খেলবেন, তাঁদের সঙ্গে অতীত পারফরমেন্স নিয়ে বেশি কাটাছেঁড়া না করাই ভালো। বর্তমানে তাঁরা কী করছেন, সেটার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এখনকার অনেক কোচই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চান না। মনোবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির বিবর্তন আমরা অস্বীকার করতে পারি না।' বলে চলেন, 'বড় প্রতিযোগিতার আগে কোচের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলার সুযোগ পেলে অ্যাথলিটরা মানসিকভাবে অনেক চাপমুক্ত হয়। তার সুফল প্রতিযোগিতায় মেলে। এটাই ক্রীড়াবিজ্ঞানের সাহায্যে করলে আরও সুফল পাওয়া যাবে।'

অলিম্পিকের আগে অভিনব-বার্তা

প্রথমত অ্যাথলিটদের মানুষ হিসাবে ভাবতে হবে। ওরা কোনও পদক জেতার রোবট নয়। ওদের ওপর আস্থা রাখা খুবই জরুরি। ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান বলে, বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধরলে সাফল্য মেলে।

শুটার, যাঁরা টোকিও অলিম্পিকে খেলেছিলেন ও যাঁরা প্যারিসে খেলবেন, তাঁদের সঙ্গে অতীত পারফরমেন্স নিয়ে বেশি কাটাছেঁড়া না করাই ভালো। বর্তমানে তাঁরা কী করছেন, সেটার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শীর্ষ বাছাইকে হারিয়ে সেমিফাইনালে সিন্ধু

কুয়ালালামপুর, ২৪ মে : অলিম্পিক শুরু হতে বাকি আর এক মাস। তার আগে হারানো ছন্দ যেন ফিরে পেয়েছেন ভারতের তারকা মহিলা শাটলার পিভি সিন্ধু। মালয়েশিয়া মাস্টার্সের শেষ চারে উঠলেন দুইটি অলিম্পিকে পদকজয়ী এই শাটলার। কোয়ার্টার ফাইনালে ৫৫ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই ও বিশ্ব ক্রমতালিকায় ছয় নম্বরে থাকা চিনের হান ইউকে ২১-১৩, ১৪-২১, ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়েছেন সিন্ধু। তবে ছিটকে গিয়েছেন আর এক ভারতীয় অস্মিতা চালিহা। প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই চিনের ঝ্যাং ই ম্যানের কাছে শেষ আটের লড়াইয়ে ১০-২১, ১৫-২১ ফলে হারেন তিনি।

শাহবাজ-ম্যাজিকে সূর্যোদয়

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৭৫/৯
রাজস্থান রয়্যালস- ১৩৯/৭

চেন্নাই, ২৪ মে : ২০১২, ২০১৪ সালের পর কি ২০২৪?

তৃতীয় আইপিএল ট্রফির লক্ষ্যপূরণে আগামী রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের শেষ বাধা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

চিপকের দ্বৈরথে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে এদিন রাজস্থান রয়্যালসকে ছিটকে দিয়ে ফাইনালে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড। জয়ের নায়ক বাংলার শাহবাজ আহমেদ। যশস্বী জয়সওয়ালের দাপটে একসময় কোণঠাসা দলকে খেতাবি যুদ্ধের রাস্তা দেখান।

প্রথমে যশস্বী, তারপর রিয়ান পরাগ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া স্পেলে রাজস্থানের মুখের গ্রাস কেড়ে নেন শাহবাজ (২৩/৩)। তাল ঠোকেন অনিয়মিত স্পিনার অভিষেক শর্মাও (২৪/২)। ডাগআউটে বসে যা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন বোলিং কোচ মুথাইয়া মুরলীধরন।

মুরলীর ছাত্রদের যে স্পিন ভেলকি গুলিয়ে দেয় কুমার সাঙ্গাকারাদের সব হিসেবনিকেশ। শুরুতে যশস্বী (২১ বলে ৪২) ও শেষে ধ্রুব জুরেল (অপরাজিত ৫৬) বাদ দিলে ব্যর্থতার লম্বা মিছিল। টম কোহলার-ক্যাডমোর (১০), সঞ্জু স্যামসন (১০), রিয়ান পরাগ (৬), রবিচন্দ্রন অশ্বীন (০), শিমরন হেটমেয়ারের কাছে (৪) শাহবাজদের স্পিন-ধাঁধার উত্তর ছিল না।

১৭৬ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শেষপর্যন্ত রানে ১৩৯/৭ স্কোরে আটকে যায় রাজস্থান। ৩৬ রানে ম্যাচ জিতে রবিবারের খেতাবি যুদ্ধে নাইটদের মুখোমুখি সানরাইজার্স। প্রথম কোয়ালিফায়ারে নাইটদের কাছেই হেরেছিলেন কামিন্সরা। রবিবার যার বদলা এবং ২০১৬-র পর আইপিএল জয়, জোড়া পাখির মারার সুযোগ।

এর আগে ট্রেন্ট বোল্টের ধাক্কা সামলে রসদ জোগান হেনরিচ ক্লাসেন (৫০)। ছোট ছোট ইনিংসে শুক্রবাসরীয় রাতকে রঙিন করার প্রয়াস রাহুল ত্রিপাঠী (৩৭), ট্রাভিস হেডদের (৩৪) মধ্যেও। শুরুতে বোল্ট (৪৫/৩), মাঝে সন্দীপ শর্মা (২৫/২), আবেশ খানদের (২৭/৩) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের জাল ছিঁড়ে ১৭৫/৯। সেই পুঁজি নিয়েই মহেন্দ্র সিং ধোনিদের গড়ে রাজস্থান-বধ, সূর্যোদয়।

শাহবাজ যখন বল করতে আসেন যশস্বীর দাপটে ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেছে রাজস্থান (৬৫/১)। এখান থেকেই রং বদল শাহবাজ-ম্যাজিকে। বিপজ্জনক যশস্বীর পর রিয়ান পরাগ (৬) ও অশ্বীনকে (০) ডাগআউটে ফেরান। অভিষেক শর্মার অনিয়মিত স্পিনে ডাগআউটে সঞ্জু স্যামসনও (১০)। ৬৫/১ থেকে ৭৯/৫, যে চাপ সামলাতে ব্যর্থ হেটমেয়ার (৪), রোভমান পাওয়েলরা (৬)।

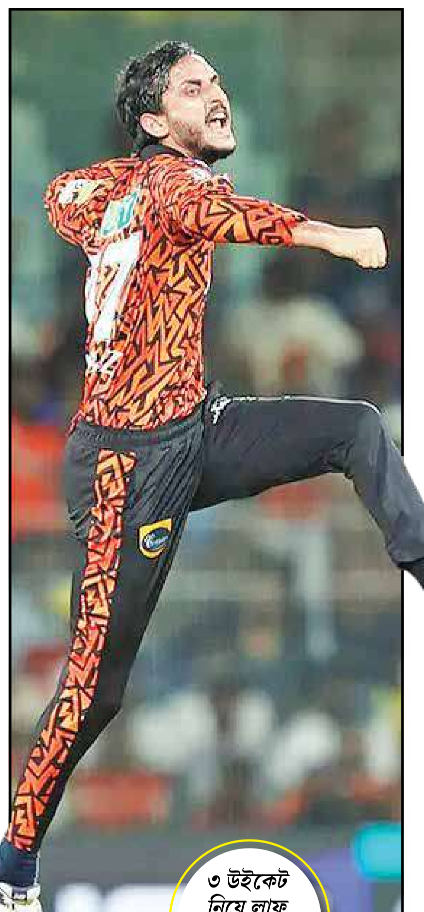
৩ উইকেট নিয়ে লাফ শাহবাজ আহমেদের।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং হায়দরাবাদের। কামিন্সের মুখে কেকেআর ম্যাচে ব্যর্থতার কথা। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী ঘুরে দাঁড়ানোর। তবে প্রথম আট ওভার পর্যন্ত রানরেট ১১-র ওপর থাকলেও, নিয়মিত উইকেট হারানোয় ইনিংস প্রত্যাশিত গতি পাচ্ছিল না।

বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারিতে পাওয়ার প্লে-তে বোল্ট-মিথ ভাঙতে চেয়েছিলেন অভিষেক শর্মা (১২)। কিন্তু চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পুল করতে গিয়ে আউট। তবে অশ্বীনকে ভোঁতা করে দিতে সফল ত্রিপাঠী (১৫ বলে ৩৭)। ট্রাভিস হেডের ঝড় থামাতে নতুন বলে অশ্বীনকে আনলেও রাহুলের জন্য তা ফ্লপ।

লম্বা শটের পাশাপাশি রাহুল ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে নিচ্ছিলেন অনায়াসে। কিন্তু বোল্ট-ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেন। স্লোয়ার বাউন্সার শর্ট থার্ডম্যানের ওপর দিয়ে মারতে গিয়ে লোপ্পা ক্যাচ। আইডেন মার্করামের (০) ইনিংসও ক্ষণস্থায়ী বোল্টের সৌজন্যে। প্রথম তিন ওভারে তিন শিকারে হায়দরাবাদের হাওয়ায়-উড়ান নাগালের বাইরে যেতে দেননি। যার হাত ধরে ভুবনেশ্বর কুমারকে (১০) পিছনে ফেলে চলতি লিগে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক ১২ উইকেট প্রাপ্তি বোল্টের।

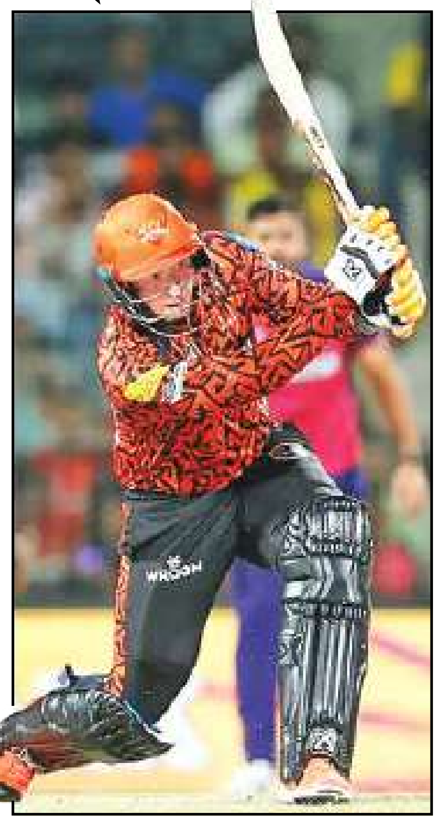
অর্ধশতরানের পথে হেনরিচ ক্লাসেন। চেন্নাইয়ে শুক্রবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে।

পাঁচ ওভারে ৫৭/৩। ক্রিজে হেডের সঙ্গে হেনরিক ক্লাসেন। তবে স্লোয়ারের ডালি সাজিয়ে চাপ আলগা হতে দেননি সন্দীপ। সুফলও মেলে। উইকেট উপহার হেডের (২৮ বলে ৩৪)। সন্দীপের স্লোয়ারে স্টিয়ার করতে গিয়ে আউট। ক্যাচ ধরে অশ্বীন, ডাগআউটে কুমার সাঙ্গাকারার উচ্ছ্বাসই বুঝিয়ে দিচ্ছিল উইকেটের মূল্য।

হঠাৎ তৈরি চাপটা সামলাতে পারেননি নীতীশকুমার রেড্ডি (৫), আবদুল সামাদরা (০)। দুইজনেই আবেশের (২৭/৩) শিকার। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরপর দুই বলে উইকেট, বোলিং কোচ শেন বন্ডের পিঠ চাপড়ানিও। কিন্তু ক্রিজে যতক্ষণ ক্লাসেন, ততক্ষণ যে কোনও কিছু ঘটতে পারে।

সন্দীপের নিখুঁত ইয়র্কারে ফেরার আগে নিজের গুরুত্ব ফের বোঝালেন ক্লাসেন (৩৪ বলে ৫০)। শেষপর্যন্ত ক্লাসেনের যে ইনিংস ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়।

পিছোল বঙ্গ টিটি সংস্থার নির্বাচন

আদালতের রায়ে জয় দেখছেন মান্তুরা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পিছিয়ে দিতে হল বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার নির্বাচন। ২৯ মে-র পরিবর্তে ২৯ জুন এই নির্বাচন হবে। মালদা জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সহকারী সচিব নুর আমানের আবেদনে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এই রায় দিয়েছেন। শুধু নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়াই নয়, রায়ে বিচারপতি উল্লেখ করেছেন সভাপতি নন, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তিতে দুই যুগ্ম সচিব শর্মি সেনগুপ্ত ও মান্তু ঘোষের স্বাক্ষর থাকতে হবে। সভাপতি কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবেন না। একইসঙ্গে হাইকোর্ট বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার সংবিধান মেনে চলতে বলায় আগের মতোই চ্যাপ্টার ওয়ান ও টু থেকে দুই সচিবকে নিতে হবে বলে নুরের দাবি। এই রায়ে সংস্থার যুগ্ম সচিব মান্তু ও কোষাধ্যক্ষ সুব্রত রায় উত্তরবঙ্গের জয় দেখতে পাচ্ছেন।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সরব ছিলেন সুব্রত। বলেছেন, 'হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের বিচারক অমৃতা সিনহা সোসাইটি অফ রেজিস্ট্রারকে জানাতে বলেছিলেন কেন বঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থায় যুগ্ম সচিব রাখা যাবে না? রেজিস্ট্রার যুগ্ম সচিব রেখে দেওয়ার ব্যাপারে মত দেন। এরই মাঝে ২৪ এপ্রিল স্বপনবাবু ড্রাফট নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে মান্তু ঘোষের সই চান। তিনি নির্বাচনের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকার কথা বলে পরদিনই এই নিয়ে আমরা দুই পক্ষ আলোচনা করে আদালতের অনুমতি নিয়ে নির্বাচন ঘোষণা করি। যদিও এর কোনও না উত্তর না দিয়ে সভাপতি ২৯ এপ্রিল ২৯ মে নির্বাচনের কথা জানিয়ে দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে মালদা জেলা সংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয়।'

মান্তু-সুব্রত একযোগে স্বপনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, 'বঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থার সংবিধান অগ্রাহ্য করে উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, বিভিন্ন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিতে উত্তরবঙ্গের জন্য নির্ধারিত থাকা ১১ পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যা করতে গিয়ে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গোষ্ঠী নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনও জেলা সংস্থার সদস্যপদ না থাকা ব্যক্তিদেরও এই সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রভাব খর্ব করে কলকাতায় বসে একপেশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আদালতকে সেই কথা জানানোয় ১৭ জুন এই ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত জানানোর কথা বলা হয়েছে।'

সাংবাদিক সম্মেলনে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার পাঁচ কর্তা।

> বঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থার সংবিধান অগ্রাহ্য করে উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, বিভিন্ন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিতে উত্তরবঙ্গের জন্য নির্ধারিত থাকা ১১ পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যা করতে গিয়ে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গোষ্ঠী নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনও জেলা সংস্থার সদস্যপদ না থাকা ব্যক্তিদেরও এই সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রভাব খর্ব করে কলকাতায় বসে একপেশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।
>
> **মান্তু ঘোষ**
> বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব

> ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু করিনি। যা বলার কোর্টে বলব। বাইরে কোনও মন্তব্য করব না।
>
> **স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়**
> বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি

স্বপনবাবু ও শর্মি সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে তাঁদের আরও অভিযোগ, স্পোর্টস কোড অবহেলা করে স্বপনবাবু একাধিক ক্রীড়া সংস্থায় পদ (সংখ্যাটা ১০ বলে মান্তুদের দাবি) ধরে রেখেছেন। শর্মি সংস্থায় একাধিকবার দায়িত্বপালনের পর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও পদে থেকে গিয়েছেন। নির্বাচনের পর বঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থায় স্পোর্টস কোড অগ্রাহ্য করা নিয়ে মান্তুরা আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে জানিয়েছেন।

তাঁদেরকে সমর্থন করেছেন বঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থার সহ সভাপতি অনুপ বসু ও সহকারী সচিব রানা দে সরকার। দুইজনেরই মন্তব্য, উত্তরবঙ্গের স্বার্থহানি করতেই এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্তরা। সুব্রত-মান্তু, এমনকি তাঁরা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তাঁদের এই লড়াই শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়রা যাতে না বঞ্চিত হয় তার জন্য।

সমস্ত অভিযোগের পরও স্বপনবাবু জোর গলায় বলেছেন, 'ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু করিনি। যা বলার কোর্টে বলব। বাইরে কোনও মন্তব্য করব না।'

ছাঁটাইয়ের আশঙ্কার মাঝেই তৈরি হ্যাগ

লন্ডন, ২৪ মে : এরিক টেন হ্যাগের কাছে একদিকে বদলার সুযোগ, অন্যদিকে চাকরি বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। গতবার এফএ কাপের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে ১-২ গোলে হেরেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মরশুম বদলালেও প্রতিযোগিতার ফাইনালিস্টরা বদলায়নি। শনিবার সন্ধ্যায় ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

এফএ কাপের ফাইনালে আজ

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

স্থান : ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম, লন্ডন
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

টানা দ্বিতীয়বার সিটিজেন্সের ট্রেবল জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। যদিও তাদের সামনে নতুন ইতিহাস গড়ার সুযোগ। চ্যাম্পিয়ন হলে প্রথম দল হিসাবে টানা দুইবছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জিতবে তারা। অন্যদিকে, ইউনাইটেডের কাছে আগামী মরশুমে ইউরোপীয় স্তরে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার শেষ সুযোগ। শোনা যাচ্ছে, ম্যাচের ফল যাই হোক, ইউনাইটেডে কোচ এরিক টেন হ্যাগকে নাকি ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। তাই সাম্প্রতিক পারফরমেন্স ও পরিস্থিতির বিচারে ফেভারিট সিটিই।

তবে খেতাব জিততে নাছোড় টেন হ্যাগের কথায়, 'গতবারের ফাইনালের পাশাপাশি এবার

সতর্ক গুয়ার্দিওলা

প্রিমিয়ার লিগে দুইবার হারলেও আমরা যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারের একটি অবাক করা সিদ্ধান্তে আমাদের ভুগতে হয়। আর এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৭০ মিনিট আমরাই আধিপত্য রেখেছিলাম। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি যাই হোক, ছেলেরা যদি তাদের সেরাটা দেয়, তাহলে আমরা জিতবই।'

অন্যদিকে সিটি কোচ পেপ অনেক সতর্ক। তাঁর কথায়, 'ইউনাইটেড ইউনাইটেডই। আগে কী হয়েছে তা এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন। একটা ম্যাচে ভালো খেলার ব্যাপার। তবে আমরাও তৈরি।' ডার্বিতে শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

কুয়েত ম্যাচে পাবেন ভরা গ্যালারির সাহায্য

সুনীলের বিদায় আনন্দের হবে, আশা স্টিমাকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে : গত বছর ঠিক এই সময়েই ভুবনেশ্বরে প্রস্তুতি নিয়ে পরপর দুটো ট্রফি জয়। এবারও তেমনটাই আশা করছেন জাতীয় দলের হেডকোচ ইগর স্টিমাক।

কলকাতায় হোটেল বুক হলেই চলে আসবে গোটা দল। তার আগে দলের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন স্টিমাক, 'ছেলেরা বেশ ভালো করছে। এটা প্রমাণিত যে লম্বা শিবির করলে তার ফল আমরা পেয়েছি। ফিটনেস বাড়ছে ছেলেদের। এবার ট্যাকটিক্স নিয়ে কাজ শুরু করব। সোমবারের পর থেকে পজিশন, সেট পিস, ট্রানজিশন, এসবের অনুশীলন শুরু হবে।' শুক্রবার বেশি রাতের দিকে তিনি ৩২ জনের শিবির থেকে ২৭ জনের দল তৈরি করে ফেলেছেন। পূর্বা লাচেনপা, জিতিন এমএস, ইমরান খান, পার্থিব গগৈই ও মুহম্মদ হামাদকে শিবির থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শেষ দুইজন বাদ পড়েন চোটের জন্য। বাকি তিন ফুটবলার সম্পর্কে স্টিমাকের ব্যাখ্যা, 'কঠোর পরিশ্রম ও ভালো খেলার পর একজন কোচের পক্ষে ফুটবলারদের ছাঁটাই করা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। ওরাও বুঝেছে কোন জায়গাগুলোতে ওদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। এই মুহূর্তে এটুকু বলতে পারি, এদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এগিয়ে।' আগে ২ জুন আসার কথা বললেও এদিন স্টিমাক জানিয়ে দেন ২৯ মে তিনি দলবদল নিয়ে কলকাতায় চলে আসছেন,

> ভুবনেশ্বরের পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা খুব ভালো। কিন্তু আমরা একটু আগেই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **ইগর স্টিমাক**

'ভুবনেশ্বরের পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা খুব ভালো। কিন্তু আমরা একটু আগেই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রথমদিন টিকিট ছাড়া মাত্রই ৪০ মিনিটের মধ্যে ১০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এদিন আবার টিকিট ছাড়ে আইএফএ। সুনীলের শেষ ম্যাচ বলে কলকাতার দর্শক-সমর্থকরা যে মাঠ ভরিয়ে দেবেন তা জানা স্টিমাক সহ গোটা দলেরই। স্টিমাকের আশা, 'এই ম্যাচের গুরুত্ব অসম্ভব। কারণ ম্যাচটা জিতলে সম্ভবত আমরা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ড এবং এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে পারব এবং সুনীলের শেষ ম্যাচ জাতীয় দলের জার্সিতে। তাই আশা করছি যুবভারতীর গ্যালারি পরিপূর্ণ থাকবে আমার ছেলেদের ম্যাচ জিতে সুনীলকে বিদায় জানাতে সাহায্য করার জন্য। ম্যাচটা অসম্ভব আবেগপূর্ণ হবে। শেষ বাঁশি বাজার পর আমরা একসঙ্গে জয় এবং সুনীলকে বিদায় সংবর্ধনা, দুটোই দারুণভাবে পালন করতে পারব বলে আমি আশাবাদী।' এখন দেখার, সত্যিই ভারতীয় দল ও সমর্থকরা শেষপর্যন্ত জয় দিয়ে সুনীলকে বিদায় অভিবাদন জানাতে পারে কি না।

পূজারার ৯১

লন্ডন, ২৪ মে : কাউন্টি ক্রিকেটে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে সাসেক্সকে লড়াইয়ে ফেরালেন চেতেশ্বর পূজারা। ২১০ বলে পূজারার অপরাজিত ৯১ রানের সুবাদে সাসেক্স প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৯৫ রান তুলেছে। একটা সময় ৯২ রানে তাদের ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল।

আদর্শর ১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠেয় উত্তরবঙ্গ যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ১৬ জনের দল পাঠাচ্ছে উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগ অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতাটি শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। দলে রয়েছে- মাহি দত্ত, অভিরাজ চৌধুরী ও নন্দিনী সরকার (অনূর্ধ্ব-৮), দিয়া সাহানা, অয়ন ঘোষ, রৌনক রায়সিংহ, মন্দিরা রায় ও প্রিয়াংশ এক্কা (৮-১২ বছর) এবং আরোহী দত্ত, জ্ঞানবিজয় সেন, জয়দীপ রায়, শেষজ্যোতি চক্রবর্তী, রীতিকা মাহাতো, হৃদয়াংশু বর্মন, রুদ্রনীল মণ্ডল ও অনন্যা সাহা (১২-১৬ বছর)।

জেলা ক্যারম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার জেলা প্রতিযোগিতা জাতীয় তরুণ সংঘে শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

শূন্যস্থানে সম্ভবত ফ্লিক

সরানো হল বার্সা কোচ জাভিকে

বার্সেলোনা, ২৪ মে : সপ্তাহজুড়ে চলতে থাকা জল্পনার অবসান ঘটল অবশেষে। শুক্রবার বার্সেলোনা ক্লাবের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হল মরশুম শেষে কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন জাভি হার্নান্ডেজ। ইতালীয় সাংবাদিক ফাব্রিসিও রোমানোর দাবি অনুযায়ী নতুন বার্সা কোচ হতে চলেছেন হ্যান্সি ফ্লিক। দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন প্রাক্তন জার্মান কোচ।

জোয়ান গ্যামপার ট্রেনিং কমপ্লেক্সে এদিন ক্লাব প্রেসিডেন্ট জুয়ান লাপোর্তা বৈঠকে বসেন কোচ জাভি এবং তাঁর সহকারীদের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রাফা ইয়ুসতে এবং স্পোর্টিং ডিরেক্টর অ্যান্ডারসন লুইস ডি'সুজা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা জানিয়ে দিয়েছেন ২০২৪-'২৫ মরশুমে কোচের দায়িত্বে আর থাকবেন না জাভি।'

এর আগে ২৭ জানুয়ারি জাভি জানিয়েছিলেন চলতি মরশুম শেষে তিনি কোচিং থেকে সরে দাঁড়াবেন। ২৪ এপ্রিল অবশ্য নিজের সেই সিদ্ধান্ত থেকে ঘুরে দাঁড়ান ১৮০ ডিগ্রি। লাপোর্তার অনুরোধে কোচের পদে থেকে যাওয়ার জন্য রাজি হন। কিন্তু তারপর জাভি ক্লাবের আর্থিক অবস্থা নিয়ে মুখ খোলায় পরিস্থিতি আবার জটিল হয়। সেই কারণে শেষ পর্যন্ত চাকরি খোয়াতে হল প্রাক্তন বার্সা তারকাকে। অন্যদিকে বার্সা-জাভির এই ঘটনায় অবাক সেভিয়া কোচ কিকে স্যাঞ্চেজ। তিনি বলেছেন, 'আমার এটা বলা উচিত নয় কিন্তু রোনাল্ড কোমান, মেসি এবং এখন জাভির প্রতি বার্সা যে আচরণ করল সেটা খুবই খারাপ।'

সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তায় জাভি বলেছেন, 'এরপর গ্যালারি থেকেই আমি সমর্থন জানাব বার্সাকে। কারণ, কোচ বা ফুটবলারের আগে আমি একজন বার্সা সমর্থক। এবং আমার প্রাণের প্রিয় ক্লাবের ভালো চাই। যদিও এই মরশুমে আমরা যেমন চেয়েছিলাম সেই রকম যায়নি। কিন্তু লা মাসিয়া থেকে তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দিয়েছি। যা সমর্থকদের আনন্দ দিয়েছে। বার্সা দীর্ঘজীবি হোক।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সুশান্ত রায় - কে 10.03.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 51C 29532 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি দুর্দান্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানায়। এই জনমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছে। আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কোনো বাধা ছাড়া আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য। এক কোটি টাকা প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমার পরিবারের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

সুমিতের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ

নাদালের প্রতিপক্ষ ভেরেভ ■ প্রকাশিত হল ফরাসি ওপেনের ড্র

প্যারিস, ২৪ মে : ২০১৯ সালে প্রজনেশ গুণশেখরনের পর প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে সরাসরি ফরাসি ওপেনের মূলপর্বে খেলতে চলেছেন সুমিত নাগাল। প্রথম ম্যাচেই তিনি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছেন। তাঁর সামনে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ১৮ নম্বর থাকা রাশিয়ার কারেন খাচানভ। নাগালের এই মুহূর্তের র‍্যাংক ৯৪। যদিও সাম্প্রতিককালে লাল সুরকির কোর্টে তাঁর পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য নয়। মন্টে কার্লো মাস্টার্সের তৃতীয় রাউন্ডে তিনি হেরেছিলেন হোলগার রুনের কাছে। তারপর মাদ্রিদ ও রোম মাস্টার্স থেকে নাম তুলে নেন। এবং এই মাসে বোরডিয়াক্স চ্যালেঞ্জার্স ও জেনেভা ওপেনে বিদায় নেন প্রথম রাউন্ডেই।

অন্যদিকে রেকর্ড ১৪ বার ফরাসি ওপেন জেতা রাফায়েল নাদাল প্রথমবার নামতে চলেছেন অবাছাই প্রতিযোগী হিসেবে। তাই প্রথম রাউন্ডেই তাঁর সামনে আলেকজান্ডার ভেরেভ। যিনি গত সপ্তাহেই রোমে ইতালিয়ান ওপেন জিতে এসেছেন। এবারই সম্ভবত শেষ ফরাসি ওপেনে নামতে চলেছেন ক্লে কোর্টের সম্রাট নাদাল। ২০২২-এ ফরাসি ওপেন জেতার পর চোট আঘাতে জর্জরিত নাদাল আর নামতে পারেননি লাল সুরকির কোর্টে। পিছোতে পিছোতে বর্তমানে তাঁর র‍্যাংকিং দাঁড়িয়েছে ২৭৬।

অনুশীলন সেরে ফিরছেন রাফায়েল নাদাল।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং শীর্ষ বাছাই নোভাক জকোভিচ প্রথম রাউন্ডে খেলবেন ফরাসি পিয়েরি হিউজেস হুর্বার্টের বিরুদ্ধে। শেষবারের মতো ফরাসি ওপেনে নামছেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ডি মারে। তাঁর প্রথম রাউন্ডের প্রতিপক্ষ স্ট্যানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা।

মহিলাদের মধ্যে শুরুতেই হাই ভোল্টেজ ম্যাচের সম্ভাবনা রয়েছে। র‍্যাংকিংয়ে ১ নম্বরে থাকা ইগা সোয়াতেক ও নাওমি ওসাকা প্রথম রাউন্ডে নিজের নিজের ম্যাচ জিতলে, পরস্পরের মুখোমুখি হবেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। সোয়াতেক গতবারের ফরাসি ওপেন বিজয়ী এবং তিনি প্যারিসে এসেছেন পরপর মাদ্রিদ ও রোম মাস্টার্স জিতে।